উৎসর্গ

লোকান্তরিতা সহধর্ম্মিণী **সুনীতি দেবী** ও
কন্যা **সুজাতা দেবীর** উদ্দেশে।

নমো তস্স ভগবতো অরহতো সম্মা সম্বুদ্ধস্স—

ভূমিকা

থেরী-গাথা বৌদ্ধ ধর্ম্মগ্রন্থ সূত্ত পিটকের খুদ্দক নিকায়ের অন্তর্গত। উহার ইতিহাস নিম্নে বর্ণিত হইতেছে।

সিদ্ধার্থ গৌতমের বুদ্ধত্ব প্রাপ্তির পর তদীয় পিতা শুদ্ধোদন স্বর্গারোহণ করিলে, শুদ্ধোদনের পত্নী, সিদ্ধার্থের বিমাতা প্রজাপতি, সংসার ত্যাগের বাসনা করিলেন। ঐ সময়েই রাজধানী কপিলবস্তুর অভিজাত বংশোদ্ভূত পাঁচশত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির পত্নীগণও অনুরূপ বাসনা করিয়া প্রজাপতির নিকট আগমন পূর্ব্বক তাঁহাদের বাসনা জ্ঞাপন করিলেন ও ভগবান বুদ্ধের সমীপে তাঁহাদিগকে লইয়া যাইবার জন্য প্রজাপতিকে অনুরোধ করিলেন। প্রজাপতি ঐ নারীদিগকে সঙ্গে লইয়া বুদ্ধের সমীপে উপস্থিত হইয়া তাহার প্রিয়তম শিষ্য আনন্দের সহায়তায় বুদ্ধের নিকট হইতে সংসার ত্যাগ পূর্ব্বক বৌদ্ধ সঙ্ঘ ভুক্ত হইবার অনুমতি লাভ করিলেন। এইরূপে প্রজাপতি ও পূর্ব্বোক্ত পাঁচশত নারী একই সময়ে অভিষিক্ত হইলেন।

অভিষেকান্তর প্রজাপতি বুদ্ধ কর্ত্তৃক উপদিষ্ট হইলেন ও ভগবান প্রদর্শিত মার্গানুযায়ী সাধনা করিয়া সিদ্ধি লাভান্তে অর্হত্ব প্রাপ্ত হইলেন। অপর পাঁচশত নারীও যথা সময়ে অর্হৎ হইলেন। কালক্রমে ভিক্ষুণী সঙ্ঘ সুপ্রতিষ্ঠিত হইল; গ্রামে, নগরে, বিস্তৃত জনপদ সমূহে, এবং রাজ প্রাসাদে উহার সংখ্যা উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। ফলে সম্ভ্রান্ত বংশের বর্ষীয়সীগণ, পুত্রবধূগণ, এবং কুমারীগণ বৌদ্ধ ধর্ম্ম ও সঙ্ঘে অনুরক্ত হইয়া স্বীয় স্বীয় অভিভাবক বর্গের নিকট

সংসার ত্যাগের অনুমতি লাভ করিয়া ভিক্ষুণী সঙ্ঘ ভুক্ত হইলেন। এইরূপে সংসার ত্যাগ করিয়া তাঁহারা বুদ্ধ ও তদীয় শিষ্যবর্গ কর্ত্তৃক উপদিষ্ট হইয়া আয়াস ও শ্রম স্বীকার পূর্ব্বক সাধন মার্গে বিচরণ করিয়া অর্হত্ব প্রাপ্ত হইলেন। সাধন মার্গে উত্তরোত্তর উন্নতি লাভ কালে হৃদয়ের উচ্ছ্বাস ব্যঞ্জক তাঁহাদের মুখ নিঃসৃত মঙ্গলগীতিগুলি কালক্রমে সংগৃহীত হইয়া থেরী-গাথা নামে খ্যাত হয়। ইহাই থেরী গাথার ইতিহাস। বর্ত্তমান পুস্তক মূল পালির বঙ্গানুবাদ।

প্রত্যেক গীতির সহিত গীতি কারিকার জীবন বৃত্তান্তও বর্ণিত হইয়াছে। উহা একদিকে যেমন কৌতূহলোদ্দীপক, অপরদিকে তেমনিই গীতিগুলির মর্ম্ম উপলব্ধি করিতে পাঠক বর্গকে সাহায্য করিবে।

উমাবিলাস
১৯নং একডালিয়া প্লেস
কলিকাতা।

গ্র

সূচীপত্র

তৃতীয় সর্গ—ত্রি-শ্লোকাত্মক গীতি

চতুর্থ সর্গ—চারি শ্লোকাত্মক গীতি

বিষয় পৃষ্ঠা

পঞ্চম সর্গ—পঞ্চ শ্লোকাত্মক গীতি

ষষ্ঠ সর্গ—ষড় শ্লোকাত্মক গীতি

সপ্তম সর্গ—সপ্ত শ্লোকাত্মক গীতি

অষ্টম সর্গ—অষ্ট শ্লোকাত্মক গীতি

নবম সর্গ—নব শ্লোকাত্মক গীতি

দশম সর্গ—একাদশ শ্লোকাত্মক গীতি

একাদশ সর্গ—দ্বাদশ শ্লোকাত্মক গীতি

বিষয় | পৃষ্ঠা

দ্বাদশ সর্গ—ষোড়শ শ্লোকাত্মক গীতি

ত্রয়োদশ সর্গ—বিংশতি শ্লোকাত্মক গীতি

চতুর্দ্দশ সর্গ—ত্রিংশতি শ্লোকাত্মক গীতি

পঞ্চদশ সর্গ—চত্বারিংশতি শ্লোকাত্মক গীতি

ষোড়শ সর্গ—মহানিপাত

থেরী'গাথা

প্রথম সর্গ

এক শ্লোকাত্মক গীতি

১

অজ্ঞাতনামা ভিক্ষুণী উচ্চারিত

বৎসে, সুখনিদ্রায় নিদ্রিত হও, স্বহস্তনির্ম্মিত,
চীবরাচ্ছাদিত দেহে স্বচ্ছন্দে বিরাম লাভ কর।
চুল্লীর উপরিস্থিত শুষ্ক নীরস উদ্ভিজ্জের ন্যায়
অভ্যন্তর আলোড়নকারী রাগসমূহ নিষ্ক্রিয়
হইয়াছে।

অতীতে কোন বিশিষ্ট কুলের এক দুহিতা বুদ্ধ কোণাগমনের[১] উপদেশে প্রগাঢ় শ্রদ্ধাবতী হইয়া তাঁহাকে নিমন্ত্রণ-পূর্ব্বক সাদরে তাঁহার সেবাপরায়ণা হন। এইরূপ জীবনব্যাপী সুকৃতির জন্য দেহান্তে তিনি দেবগণের মধ্যে পুনর্জন্ম লাভ করেন। তৎপরে পুনরায় মনুষ্যলোকে জন্মগ্রহণ করিয়া তৎকালীন বুদ্ধ কাশ্যপের শিষ্যত্ব গ্রহণ পূর্ব্বক সংসার ত্যাগ করেন। পরবর্ত্তী জন্ম দেবলোকে গ্রহণ করিয়া সর্ব্বশেষে গৌতম বুদ্ধের সময়ে তিনি বেশালির এক উচ্চ বংশোদ্ভূত পরিবারে জন্মগ্রহণ

১ সিদ্ধার্থ গৌতমের বুদ্ধত্ব প্রাপ্তির পূর্ব্বে কোণাগমন এবং কাশ্যপ যথাক্রমে বুদ্ধ হইয়াছিলেন।

করেন। অনুরূপ পদমর্য্যাদাসম্পন্ন এক যুবকের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। বুদ্ধ বেশালিতে আগমন করিলে, তরুণী তাঁহার উপদেশে বিশ্বাসবতী হইয়া তাঁহার শিষ্যা শ্রেণীভুক্ত হন। অনতিবিলম্বে, খ্যাতনামা ভিক্ষুণী মহাপ্রজাপতির ধর্ম্মোপদেশ শ্রবণ করিয়া তিনি সংসার ত্যাগের বাসনা করিলেন এবং স্বামীর নিকট স্বীয় বাসনা জ্ঞাপন করিলেন। স্বামী অসম্মত হইলেন। তরুণী পূর্ব্বের ন্যায় সাংসারিক কর্ত্তব্য পালন করিতে লাগিলেন, কিন্তু তাঁহার চিত্ত ধর্ম্মচিন্তায় মগ্ন রহিল। তিনি অন্তর্দ্দৃষ্টির উন্মেষের জন্য নিজকে সর্ব্বান্তঃকরণে নিয়োজিত করিলেন। একদিন রন্ধনশালায় যখন ব্যঞ্জন পাক হইতেছিল, ঐ সময় প্রচণ্ড অগ্নিশিখা উত্থিত হইয়া সমুদয় খাদ্য ভস্মীভূত করিল। তরুণী এই ঘটনা নিরীক্ষণ করিয়া উহাকে সর্ব্ববস্তুর অনিত্যতা সম্বন্ধীয় গভীর ধ্যানের বিষয়ীভূত করিলেন। ইহার ফলে তিনি অনাগামীত্বের[১] মার্গে প্রতিষ্ঠিত হইলেন এবং ঐ সময় হইতে রত্নাদি অলঙ্কার সমূহ বর্জ্জন করিলেন। স্বামী রত্নালঙ্কার বর্জ্জনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি উত্তর করিলেন যে, সাংসারিক জীবন যাপন করিতে তিনি নিজকে সম্পূর্ণ অসমর্থ অনুভব করিতেছেন। উহাতে স্বামী তাঁহাকে বহুসংখ্যক পরিচারিকা সমভিব্যাহারে ভিক্ষুণী মহাপ্রজাপতির নিকট উপস্থিত করিয়া স্ত্রীর অভিষেকের অনুরোধ জ্ঞাপন করিলেন। তরুণী অভিষিক্ত হইয়া বুদ্ধের সমীপে আনীত হইলেন।

---

১ প্রাণীসমূহকে জন্মের শৃঙ্খলে বদ্ধকারী দশটী বিঘ্নের প্রথম পাঁচটাকে জয় করিতে পারিলে 'অনাগামীত্ব' লাভ হয় অর্থাৎ কামপ্রবল রূপলোকে আর জন্মগ্রহণ করিতে হয় না। বিঘ্নগুলি এই :—(১) আত্মনের মোহ, (২) সত্য সম্বন্ধে দ্বিধা, (৩) যাগ-যজ্ঞ ক্রিয়াদির অনুষ্ঠানে আনুরক্তি, (৪) কাম-রাগ, (৫) ক্রোধ, (৬) নিষ্কাম রূপলোকে অস্তিত্বের বাসনা, (৭) অরূপ অস্তিত্বের কামনা, (৮) অহম্‌কার, (৯) একাগ্রতাহীনতা, (১০) অবিদ্যা। যিনি সমগ্র দশটী বিঘ্নকে জয় করিয়াছেন, তিনি পূর্ণতাপ্রাপ্ত অরহন্।

বুদ্ধ, যে ঘটনায় তরুণীর অন্তর্দ্দৃষ্টির পথ উন্মুক্ত হইয়াছিল, ঐ ঘটনাকে লক্ষ্য করিয়া উপরোক্ত শ্লোকটী উচ্চারণ করেন।

পরিশেষে ভিক্ষুণী অর্হত্ব প্রাপ্ত হইলে উচ্ছ্বসিত হৃদয়ে ঐ শ্লোকের পুনরাবৃত্তি করেন। এইরূপে শ্লোকটী তাঁহারই উচ্চারিত শ্লোকরূপে গৃহীত হয়।

মুক্তা

ছাত্রীজীবনে মুক্তাকে উৎসাহিত করিবার জন্য ভগবান বুদ্ধ কর্ত্তৃক প্রায়শঃ উচ্চারিত শ্লোক।

মুক্তে, মুক্ত হও, রাহুর গ্রাসমুক্ত বিমানবিহারী
চন্দ্রের ন্যায় মুক্ত হও। অগ্রগমনে বাধাদান-
কারী ঋণসমূহ মোচন কর, মুক্তি লক্ষ্যবদ্ধ
অন্তরে উপবাস ভঙ্গ কর।

এই শ্লোকটী মুক্তা নামক বিদ্যার্থিনীর উচ্চারিত। তিনিও অতীত বুদ্ধদিগের সময়ে দৃঢ় সংকল্পবলে জন্ম জন্মান্তরে পুণ্যরাশি অর্জ্জন করিয়া সর্ব্বশেষে গৌতম বুদ্ধের সময়ে শ্রাবস্তী নগরে জনৈক খ্যাতনামা ব্রাহ্মণের কন্যারূপে জন্ম গ্রহণ করেন। নিয়তি-নির্দ্দিষ্ট সময়ে, বিংশতি বর্ষ বয়ঃক্রম কালে, তিনি গৌতমী মহাপ্রজাপতির নিকট দীক্ষিত হইয়া সংসার ত্যাগ করেন এবং প্রহর্ষজনক অন্তর্দৃষ্টি লাভের জন্য নির্দ্দিষ্ট মার্গ অনুশীলন করেন। একদিন ভিক্ষা হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পর, অন্যান্য কর্ত্তব্য সমাপনান্তে তিনি নির্জ্জনে উপবিষ্ট হইয়া চিত্তের একাগ্রতা সাধনে নিযুক্ত হইলেন। ভগবান বুদ্ধ ঐ সময় তাঁহার

নিকট প্রকাশিত হইয়া উপরোক্ত শ্লোক উচ্চারণ করেন। উচ্চারিত শ্লোকের অন্তর্নিহিত প্রেরণায় স্থিরলক্ষ্য রহিয়া মুক্তা অবিলম্বে অর্হত্ব লাভ করিয়া ঐ শ্লোক পুনরাবৃত্তি করেন। অধ্যয়ন সমাপনান্তে সঙ্ঘ-নির্দ্দিষ্ট পূর্ণ মর্য্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হইয়া, মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে তিনি পুনরায় শ্লোকটী আবৃত্তি করেন।

৩

পূর্ণা

নিম্নলিখিত শ্লোকটী পূর্ণা নাম্নী বিদ্যার্থিনী উচ্চারিত। জন্ম-জন্মান্তরে অতীত বুদ্ধদিগের সময়ে সুকৃতি সঞ্চয় করিয়া তিনি চন্দ্রভাগা নদীতীরে অপ্সরা রূপে জন্মগ্রহণ করেন। ঐ সময়ে বিশ্বের ত্রাণকর্ত্তা বুদ্ধ কেহই ছিলেন না। একদিন তিনি এক পচ্চেক বুদ্ধের [১] পূজা করিলেন। উহার ফলে তিনি স্বর্গলাভ করেন এবং গৌতম বুদ্ধের সময়ে শ্রাবস্তী নগরে জনৈক প্রথিতনামা নাগরিকের কন্যা পূর্ণা রূপে পুনর্জন্ম গ্রহণ করেন। নিয়তি-নির্দ্দিষ্ট সময়ে, বিংশতি বর্ষ বয়ঃক্রম কালে, ভিক্ষুণী মহাপ্রজাপতির ধর্ম্মোপদেশ শ্রবণ করিয়া তিনি গৃহত্যাগ পূর্ব্বক অধ্যয়ন রত হইয়া অন্তর্দৃষ্টির অনুশীলনে প্রবৃত্ত হন। ঐ সময় ভগবান বুদ্ধ গন্ধকুটী [২] হইতে স্বীয় অলৌকিক প্রভাব বিস্তার পূর্ব্বক এই শ্লোকটী আবৃত্তি করেন ঃ

পূর্ণে, পঞ্চদশ দিবসের পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় পবিত্র

১ পচ্চেক বুদ্ধ—যিনি মাত্র নিজের মুক্তির জন্য বুদ্ধত্ব লাভ করিয়াছেন, যিনি জগতের মুক্তিদাতা নহেন।

২ ভগবান বুদ্ধের অধিকৃত প্রকোষ্ঠ।

জীবনের পূর্ণতা সাধন কর। পূর্ণ-প্রজ্ঞালাভের
জন্য অবিদ্যার অন্ধকারকে দূরীভূত কর।

ইহা শ্রবণে, পূর্ণার অন্তর্দৃষ্টির বিকাশ হইয়া তিনি অর্হত্ব[১] লাভ করিলেন। প্রজ্ঞার উন্মেষে উল্লসিত হৃদয়ে তিনি উহার পুনরাবৃত্তি করেন।

তিষ্যা

নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকটী বিদ্যার্থিনী তিষ্যার উচ্চারিত। অতীত বুদ্ধগণের সময়ে পুণ্য সঞ্চয় করিয়া তিষ্যা ভগবান গৌতম বুদ্ধের সময়ে কপিলবস্তু নগরে সম্ভ্রান্ত শাক্যবংশে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি গৌতমী মহাপ্রজাপতির সহিত গৃহস্থাশ্রম ত্যাগ করিয়া অন্তর্দৃষ্টির অনুশীলন করেন। পূর্ব্বোক্ত ভিক্ষুণীগণের নিকট ভগবান বুদ্ধ যেরূপে প্রকাশিত হইয়াছিলেন, তিষ্যার নিকটও সেইরূপেই প্রকাশিত হইয়া তিনি কহিলেন ঃ

তিষ্যে ! ত্রিবিধ[২] শিক্ষায় শিক্ষিতা হও। বর্ত্তমান
মহৎ যোগ[৩] যেন বৃথা চলিয়া না যায় ! সর্ব্ব-
বিধ শৃঙ্খল ছিন্ন করিয়া আসব[৪] মুক্ত হইয়া
লোকে বিচরণ কর।

১ অর্হৎ—যিনি অরিকে নিহত করিয়াছেন।

২ শীলা, সমাধি ও প্রজ্ঞা।

৩ তিষ্যার মানব কুলে জন্ম, সক্রিয় মনোবৃত্তি সমূহ, বুদ্ধের আবির্ভাব এবং তরুণ বিদ্যার্থিনীর শ্রদ্ধা—এই সুযোগগুলির শুভযোগ ব্যক্ত হইয়াছে।

৪ আসব চতুর্বিধ, যথা—ইন্দ্রিয়সমূহ, পুনর্জন্ম, মিথ্যাদৃষ্টি ও অবিদ্যা।

ইহা শ্রবণান্তে তিষ্যার অন্তর্দৃষ্টি বর্দ্ধিত হইল ও তিনি অর্হত্ব প্রাপ্ত হইলেন। এই ঘটনার পর তিনি উক্ত শ্লোক আবৃত্তিতে অভ্যস্ত হইয়াছিলেন।

৫—১০

তিষ্যা নামধারী অপর একজন ভিক্ষুণী

তিষ্যে! উচ্চতম মানসিক উন্নতির অনুশীলনে যত্নবতী হও। দেখ সময় উপস্থিত। ইহা যেন বৃথা না যায়! বহু দুর্গত ও শোকার্ত্ত শুভ মুহুর্ত্তের সুযোগ গ্রহণে অক্ষম হয়।

ধীরা, এস, যেখানে সর্ব্বপ্রকার চিত্ত বিক্ষেপের নিবৃত্তি হয়, যেখানে সর্ব্বেন্দ্রিয় শান্ত হয়, যেস্থান পরম সুখের আগার, সেইস্থানে উপনীত হও, সেই লক্ষ্য স্পর্শ কর; নির্ব্বাণ লাভ কর, যে মুক্তি সুনিশ্চিত, যাহা অসীম, সেই মুক্তি প্রাপ্ত হও।

ধীরা নাম্নী অপর ভিক্ষুণী

ভিক্ষুণী ধীরা! তুমি বৃত্তি সমূহকে উচ্চতম শিক্ষায় শিক্ষিত করিয়াছ, তোমার এই শেষ

মূর্ত্তি ঐ লক্ষ্যে বদ্ধ হউক, তুমি মার ও তদীয় অনুচরবর্গকে পরাজিত করিয়াছ।

মিত্রা

ভিক্ষুণী মিত্রা! তুমি শ্রদ্ধাভরে গৃহত্যাগ করিয়াছ, যাহারা তোমার মৈত্রীর যোগ্য, মনে ও বাক্যে তাহাদের প্রতি মৈত্রীভাবাপন্ন হও। সর্ব্বোত্তম শান্তিপ্রদায়ী মঙ্গলাচরণে ব্রতী হও।

ভদ্রা

ভদ্রে, ভাগ্যবতী, তুমি শ্রদ্ধাভরে প্রব্রজ্যা লইয়াছ, যাহা পরম আনন্দ সর্ব্বান্তঃকরণে তাহাতে নিয়োজিত হও। মঙ্গলের অনুশীলন পূর্ব্বক অত্যুৎকৃষ্ট শান্তির দিকে অগ্রসর হও।

উপশমা

উপশমা! নির্ম্মল ও শান্তচিত্তে মৃত্যুর প্লাবন অতিক্রম কর, তোমার সর্ব্বশেষ মূর্ত্তি এই লক্ষ্যে বদ্ধ কর, তুমি মার ও তদীয় অনুচরবর্গকে পরাজিত করিয়াছ।

উপরোক্ত ছয় জন ভিক্ষুণীর আখ্যান তিষ্যার আখ্যানের অনুরূপ, প্রভেদ এই যে, ধীরা নাম্নী অপর ভিক্ষুণীর নিকট বুদ্ধ কর্ত্তৃক কোন

শ্লোক উচ্চারিত হয় নাই। ভগবানের উপদেশ শ্রবণান্তে ধীরার অন্তঃকরণ বিচলিত হইয়াছিল। তিনি বুদ্ধের উপদেশকে আশ্রয় করিয়া অন্তর্দৃষ্টি লাভের জন্য প্রয়াসী হইলেন। এইরূপে যখন তিনি অর্হত্ব প্রাপ্ত হইলেন, তখন উচ্ছ্বসিত হৃদয়ে তাঁহার গীতি গাহিলেন। অপরাপর ভিক্ষুণীগণও তাহাই করিলেন।

১১

মুক্তা

মুক্তা অতীত বুদ্ধদিগের সময় পুণ্যরাশি সঞ্চয় করিয়া গৌতম বুদ্ধের আবির্ভাবকালে কোশল দেশে ওঘাটক নামক জনৈক দরিদ্র ব্রাহ্মণের কন্যারূপে জন্ম গ্রহণ করেন। বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে একজন কুব্জপৃষ্ঠ ব্রাহ্মণের সহিত তাঁহার বিবাহ হইল; কিন্তু তিনি স্বামীকে কহিলেন যে গৃহস্থাশ্রমে অবস্থান করা তাঁহার পক্ষে সম্ভব নয়। স্বামীও তাঁহাকে সংসার ত্যাগ করিতে অনুমতি দিলেন। মুক্তা অন্তর্দৃষ্টির অনুশীলনে ব্রতী হইলেন, কিন্তু তাঁহার চিত্ত তথাপি বাহ্য বস্তুর দিকে আকৃষ্ট হইতে লাগিল। প্রতিকারার্থে তিনি আত্মসংযম অভ্যাস করিলেন, এবং স্বীয় শ্লোক আবৃত্তি পূর্ব্বক অন্তর্দৃষ্টি লাভে যত্নবতী হইলেন। যথাকালে অর্হত্ব প্রাপ্ত হইয়া তিনি সোল্লাসে শ্লোকের পুনরাবৃত্তি করিলেন:

সত্যই আমি মুক্ত! ত্রিবিধ বক্র পদার্থ
হইতে—উদূখল, মূষল ও কুব্জদেহ স্বামী হইতে
আমার মুক্তি গৌরবময়! কিন্তু তদপেক্ষাও
শ্রেষ্ঠতর মুক্তি—আমি জাতি ও মরণের গ্রাস

হইতে মুক্ত। যাহা আমার অগ্রগতির বিঘ্ন
ছিল সে সমুদয় দূরে নিঃক্ষিপ্ত হইয়াছে।

১২

ধম্মদিন্না

এই ভিক্ষুণী, যখন পদুমুত্তর বুদ্ধ হইয়াছিলেন সেই সময়, হংসবতী নগরে বাস করিতেন; পরিচারিকা বৃত্তি তাঁহার উপজীবিকা ছিল। ঐ সময়ে একদিন বুদ্ধের এক প্রধান শিষ্যের ধ্যান ভঙ্গের পর তিনি তাঁহার সেবা ও পূজা করেন। ঐ সুকৃতির ফলে তিনি স্বর্গে পুনর্জন্ম গ্রহণ করেন, এবং যথাক্রমে দেব ও মনুষ্যের মধ্যে জন্ম গ্রহণ করিয়া বুদ্ধ ফুস্স যখন আবির্ভূত হইয়াছিলেন, ঐ সময় বুদ্ধের বৈমাত্রেয় ভ্রাতৃদ্বয়ের জন্য স্বামী কর্তৃক নির্দ্দিষ্ট দান দ্বিগুণ করিয়া দিয়া তিনি সুকৃতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। বুদ্ধ কাশ্যপের আবির্ভাব কালে তিনি কাশীরাজ কিকির সপ্তকন্যার[১] মধ্যে অন্যতম রূপে জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পর বিংশতি সহস্র বৎসর পবিত্র জীবন যাপনান্তর গৌতম বুদ্ধের সময়ে রাজগৃহ নগরে জন্মগ্রহণ করিয়া বিশাখা নামক জনৈক সমৃদ্ধিশালী নাগরিকের পত্নী হন। একদিন তাঁহার স্বামী বুদ্ধের উপদেশ শ্রবণ করিতে গিয়া অনাগামীত্ব প্রাপ্ত হইলেন। গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া তিনি পত্নীর অভিবাদনে দৃকপাত করিলেন না, সান্ধ্যভোজনের সময় পত্নীর সহিত বাক্যালাপও করিলেন না। পত্নী কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি কহিলেন, "ধম্মদিন্না, তোমার কোন ত্রুটী নাই, কিন্তু অতঃপর আমি স্ত্রীলোক স্পর্শ করিতে কিম্বা পান

১ প্রাচীন বৌদ্ধ সাহিত্যোক্ত শীর্ষস্থানীয়া সাতজন স্ত্রীলোক উক্ত সপ্ত ভগ্নী বলিয়া কথিত। তাঁহাদের নাম: ক্ষেমা, উপ্পলবন্না, পঠাচারা, ভদ্রা, কিষাগোতমী, ধম্মদিন্না ও বিশাখা।

ভোজনে তৃপ্তি লাভ করিতে অক্ষম। তোমার যাহা ইচ্ছা করিতে পার, যদি এই স্থানেই থাকিতে ইচ্ছা কর, থাকিতে পার, কিম্বা আবশ্যকমত ধনাদি লইয়া পিতৃগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে পার।" কিন্তু ধম্মদিন্না স্বামীর অনুবর্ত্তিনী হইবার অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। তিনি কহিলেন, "আমাকে গৃহত্যাগের অনুমতি দিন।" বিশাখা 'তথাস্তু' বলিয়া পত্নীকে স্বর্ণময় শিবিকাযোগে ভিক্ষুণীগণের নিকট প্রেরণ করিলেন। অভিষেকের অল্পক্ষণ পরেই তিনি শিক্ষয়িত্রীগণকে কহিলেন, "মাতৃগণ, জনতাপূর্ণ স্থানের প্রতি আমার আকর্ষণ নাই; নির্জ্জন বাস আমার অভিপ্রেত।" ভিক্ষুণীগণ তাঁহার জন্য ঐরূপ স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন। ঐরূপ নির্জ্জনে অবস্থানকালে, অতীত জন্মে কায়, মন ও বাক্য স্ববশে আনিবার ফলে, অনতিবিলম্বে তিনি অর্হত্ব প্রাপ্ত হইলেন এবং ধর্ম্মের বাহ্য ও অভ্যন্তর সম্পূর্ণরূপে আয়ত্তীকৃত করিলেন। তৎপরে তিনি চিন্তা করিলেন, "আমি সর্ব্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করিয়াছি। অতঃপর এখানে থাকিয়া আমি আর কি করিব? আমি রাজগৃহে গিয়া ভগবান বুদ্ধের পূজা করিব এবং আমার আত্মীয় কুটুম্বগণ আমার সাহায্যে সুকৃতি অর্জ্জন করিবেন।" তদনন্তর তিনি ভিক্ষুণীদিগের সহিত প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। বিশাখা তাঁহার প্রত্যাবর্ত্তনের সংবাদ অবগত হইয়া কারণ জানিবার জন্য কৌতূহলী হইয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া স্কন্ধাদি বিষয়ে তাঁহাকে প্রশ্ন করিলেন। পদ্মের বৃন্ত ছুরিকাঘাতে যেরূপ ছিন্ন হয়, ধর্ম্মদিন্নাও সেইরূপেই প্রত্যেক প্রশ্নের উত্তর দিলেন এবং পরিশেষে বিশাখাকে বুদ্ধের নিকট যাইতে কহিলেন। ভগবান ধর্ম্মদিন্নার গভীর জ্ঞানের প্রশংসা করিয়া প্রচারক ভিক্ষুণীগণের মধ্যে তাঁহাকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া স্বীকার করিলেন।

নির্জ্জনবাসকালে ধর্ম্মদিন্না সাধনার সর্ব্বনিম্ন মার্গে অবস্থান করিয়া যখন সর্ব্বোচ্চে উন্নীত হইবার জন্য অন্তর্দৃষ্টির অনুশীলন করিতেছিলেন, ঐ সময় তিনি তাঁহার শ্লোক উচ্চারণ করেন :

যিনি সর্ব্বান্তঃকরণে চিরবিশ্রামের বাসনা
করেন, ভোগ তৃষ্ণার আকর্ষণে যিনি প্রলুব্ধ
হন না, তিনি 'উদ্ধং সোতা'[২] কথিত হন।

১৩

বিশাখা

ইঁহার জীবন বৃত্তান্ত ভিক্ষুণী ধীরারই জীবনের অনুরূপ। অর্হত্ব প্রাপ্তির পর মুক্তির পরমানন্দ অনুভব করিয়া তিনি গাহিয়াছিলেন :

বুদ্ধশাসনের অনুগামী হও। উহাতে অনুতপ্ত
হইবার কারণ কখনই ঘটিবে না। সত্বরে পদাদি
ধৌত করতঃ নির্জ্জনে একাকী উপবিষ্ট হও।

এইরূপে তিনি অপর ভিক্ষুণীগণকে স্বীয় দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিতে উপদেশ দিলেন।

১৪

সুমনা

ইঁহার জীবনবৃত্তান্ত ভিক্ষুণী তিষ্যার জীবনের অনুরূপ। ভগবান বুদ্ধ সুমনার সম্মুখে উপবিষ্টরূপে প্রকাশিত হইয়া কহিয়াছিলেন :

২ সংসার-স্রোতের উর্দ্ধে গমনকারী। যিনি দশবিধ বিঘ্নের প্রথম পাঁচটিকে জয় করিয়া অনাগামী হইয়াছেন, দেহান্তে তিনি স্বর্গ হইতে স্বর্গান্তরে জন্মগ্রহণ করিয়া স্বর্গ হইতেই নির্ব্বাণ লাভ করেন। এইরূপ সাধক উদ্ধংসোতা কথিত হন।

জীবনের প্রত্যেক উৎসে দুঃখ ও অমঙ্গলের
অস্তিত্ব দেখ নাই কি? অতএব পুনরায় জন্ম
পরিগ্রহ করিওনা। জন্মের প্রতি অত্যাসক্তি
পরিহার পূর্ব্বক শান্ত ও নির্ম্মল. চিত্তে বিচরণ
কর।

১৫

উত্তরা

ইঁহার জীবন বৃত্তান্তও ভিক্ষুণী তিষ্যার জীবনের অনুরূপ। যে গীতির সহায়তায় তিনি অর্হত্বে উপনীত হইয়াছিলেন, সিদ্ধিলাভান্তে উচ্ছ্বসিত হৃদয়ে তিনি ঐ গীতি গাহিয়াছিলেন:

একনিষ্ঠ ও আত্মবিস্মৃত হইয়া আমি কায়,
মন ও বাক্য সংযত করিয়াছি। তৃষ্ণা ও
তৃষ্ণার মূল[১] বিনষ্ট হইয়াছে; আমি এখন
শান্ত; নির্ব্বাণের শান্তি আমার জ্ঞাত।

১৬

সুমনা

(এই ভিক্ষুণী বৃদ্ধ বয়সে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়াছিলেন)

ইনিও অতীত বুদ্ধদিগের সময়ে কৃতসংকল্প হইয়া জন্মজন্মান্তরে পূণ্যার্জ্জন পূর্ব্বক ভগবান গৌতম বুদ্ধের আবির্ভাবকালে শ্রাবস্তি নগরে কোশলরাজের ভগ্নীরূপে জন্মগ্রহণ করেন।

---

১ অর্থাৎ অবিদ্যা।

একদিন বুদ্ধ যখন কোশলরাজ পসেনদিকে ধর্ম্মোপদেশ দিতেছিলেন, ঐ সময় সুমনা উহা শ্রবণ করিয়া ধর্ম্মে বিশ্বাসবতী হইয়া বুদ্ধ, ধর্ম্ম ও সঙ্ঘ ত্রিরত্নের শরণ লইলেন ও শীলাগ্রহণ করিলেন। সংসারে অনাসক্তি জন্মিলেও তিনি প্রব্রজ্যা গ্রহণ স্থগিত রাখিয়াছিলেন, কারণ পিতামহীর জীবনের অন্ত পর্য্যন্ত তিনি তাঁহার সেবা করিতে মনস্থ করিয়াছিলেন। পিতামহীর মৃত্যুর পর সুমনা কোশলরাজ সমভিব্যাহারে বিহারে গমনপূর্ব্বক সঙ্ঘকে বস্ত্রাদি উপঢৌকন দান করিলেন। বুদ্ধের উপদেশ শ্রবণান্তে তিনি অনাগামীত্ব প্রাপ্ত হইয়া অভিষেকের বাসনা করিলেন। ভগবান তাঁহার জ্ঞানের পূর্ণতা উপলব্ধি করিয়া কহিলেন :

> বৃদ্ধা, তুমি সুখে বিশ্রাম কর! স্বকৃত চীবরাচ্ছাদিত হইয়া বিরাম লাভ কর। অভ্যন্তর আলোড়নকারী রাগাদি নিষ্ক্রিয় হইয়াছে। তুমি এখন শান্ত, নির্ব্বাণের শান্তি তোমার জ্ঞাত।

ভগবানের বাক্য শেষ হইলে সুমনা অর্হত্ব লাভ পূর্ব্বক ধম্মের[১] সম্যক জ্ঞান লাভ করিলে উল্লাসের আধিক্যে উপরি উক্ত শ্লোক আবৃত্তি করিলেন। তদবধি উহা সুমনার শ্লোক নামে খ্যাত। অনতিবিলম্বে তিনি সংসার ত্যাগ করিয়া সঙ্ঘ-ভুক্ত হইলেন।

১৭

ধম্মা

এই ভিক্ষুণীও অতীত বুদ্ধদিগের সময়ে কৃতসংকল্প হইয়া জন্ম-

১. 'ধম্ম' শব্দ এখানে এবং সর্ব্বত্র মাত্র বৌদ্ধ ধর্ম্ম সম্বন্ধে প্রযুক্ত হইয়াছে।

জন্মান্তরে বহু পুণ্যার্জ্জন পূর্ব্বক গৌতম বুদ্ধের আবির্ভাব কালে শ্রাবস্তী নগরে এক সম্ভ্রান্ত বংশে জন্ম গ্রহণ করেন। যোগ্যপাত্রে সমর্পিত হইয়া তিনি বুদ্ধ প্রচারিত ধর্ম্মে আস্থাবান হন এবং সংসার ত্যাগ করিবার বাসনা করেন, কিন্তু স্বামী তাহাতে সম্মত হইলেন না। স্বামীর মৃত্যুর পর তিনি সঙ্ঘে প্রবেশ করিলেন। একদিন ভিক্ষা হইতে আবাসে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া দেহভারের সামঞ্জস্য রক্ষায় অসমর্থ হইয়া তিনি ভূতলে পতিত হন। ঐ ঘটনাকে অন্তর্দ্দৃষ্টির ভিত্তি করিয়া ধর্ম্মের সম্যক জ্ঞানলাভ পূর্ব্বক তিনি অর্হত্বে উপনীত হন। বিজয়োল্লাসে তিনি এই শ্লোক আবৃত্তি করেন :—

> দৈনন্দিন খাদ্যের জন্য বহুদূর ভ্রমণ করিয়া
> ক্লান্ত কম্পিত দেহে যষ্টির সহায়তায় আবাসে
> উপনীত হইলাম, কিন্তু সেখানে ভূতলে পতিত
> হইলাম।—পতন মাত্র এই অকিঞ্চিৎকর নশ্বর
> দেহের সর্ব্বপ্রকার অশুভ অন্তর্দ্দৃষ্টির সম্মুখে নগ্ন
> রূপে প্রকাশিত হইল। দেহ ভূতলশায়ী;
> কিন্তু আমার বিমুক্ত চিত্ত ঊর্দ্ধগামী হইল।

১৮

সঙ্ঘা

এই ভিক্ষুণীর কাহিনী ভিক্ষুণী ধীরার জীবনের অনুরূপ, কিন্তু তাঁহার গীতি এই :—

> আমি সংসার ও গৃহ পরিত্যাগ করিয়াছি,
> সন্তান ত্যাগ করিয়াছি, প্রিয় পশুপাল ত্যাগ

করিয়াছি! আমি রাগ, দোষ ও অবিদ্যা দূর করিয়াছি; তৃষ্ণা ও তৃষ্ণার মূল উৎপাটিত করিয়া আমি এক্ষণে শান্ত, নির্ব্বাণের শান্তি আমার জ্ঞাত!

দ্বিতীয় সর্গ

দ্বি-শ্লোকাত্মক গীতি

১৯

অভিরূপ-নন্দা

বুদ্ধ বিপস্‌সির[১] আবির্ভাবকালে তদীয় জন্মভূমি বন্ধুমতী নগরে অভিরূপ-নন্দা জনৈক ধনবান নাগরিকের কন্যারূপে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি ধর্ম্মানুরক্তা ছিলেন। তৎকালীন বুদ্ধের তিরোভাবের সময় তদীয় দেহাবশিষ্ট ভস্ম যে মন্দিরে রক্ষিত হইয়াছিল, ঐ মন্দিরের জন্য তিনি রত্ন-মণ্ডিত একটী স্বর্ণছত্র উপহার দিলেন। ঐ সুকৃতির জন্য একাধিক স্বর্গে জন্ম গ্রহণ করিয়া সর্ব্বশেষে গৌতম বুদ্ধের আবির্ভাব কালে তিনি কপিলবস্তু নগরে শাক্য ক্ষেমকের প্রধানা স্ত্রীর কন্যা নন্দারূপে জন্মগ্রহণ করেন। কিন্তু মুগ্ধকর অসাধারণ সৌন্দর্য্যের জন্য তিনি সুন্দরী-নন্দা নামে খ্যাত ছিলেন।

নন্দার স্বয়ম্বরের দিন তাঁহার ঈপ্সিত তরুণ শাক্য যুবক চরভূত মৃত্যুমুখে পতিত হইলে তাঁহার পিতামাতা ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাঁহাকে সংসার ত্যাগ করাইলেন। কিন্তু সঙ্ঘভুক্ত হইয়াও তিনি নিজের সৌন্দর্য্যে নিজে মুগ্ধ হইতেন এবং বুদ্ধের ভর্ৎসনার ভীতির জন্য তাঁহার নৈকট্য পরিহার করিতেন। কিন্তু ভগবান অবগত ছিলেন যে, নন্দা জ্ঞান লাভের উপযুক্ত। তিনি মহাপ্রজাপতিকে

---

১. বৌদ্ধ পিটকোল্লিখিত সপ্ত বুদ্ধের মধ্যে বিপসসি সর্ব্বপ্রথম বুদ্ধ।

আদেশ করিলেন যে, সমস্ত ভিক্ষুণী তাঁহার নিকট আসিয়া ধর্ম্মোপদেশ শ্রবণ করিবে। নন্দা নিজের পরিবর্ত্তে অপর একজনকে প্রেরণ করিল। ভগবান কহিলেন, 'কেহই প্রতিনিধি প্রেরণ করিতে পারিবে না।' এইরূপে বাধ্য হইয়া নন্দাকে আসিতে হইল। ভগবান তাঁহার অলৌকিক ক্ষমতা পরিচালনা পূর্ব্বক এক সুন্দরী স্ত্রীলোকের মূর্ত্তি উপস্থাপিত করিয়া উহার বার্দ্ধক্য ও শুষ্ক অবস্থার পরিণতি প্রদর্শন করিলেন। ঐ দৃশ্য নন্দার মর্ম্মে আঘাত করিল। বুদ্ধ নন্দাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন ঃ

নন্দা! পুতি, অশুচি ও ব্যাধির এই সমষ্টিকে
অবলোকন কর। সুসমাহিত ও একাগ্র হইয়া
অশুভ ভাবনায়[১] চিত্তকে নিয়োজিত কর।
অনিমিত্তের[২] উপর চিত্তকে প্রতিষ্ঠিত কর।
অনিষ্টকর অহম্‌কারকে নির্ব্বাসিত কর। উহার
সম্যক দমনান্তে শান্ত ও নির্ম্মল চিত্তে অবস্থান
কর।

বুদ্ধের বচন সমাপ্ত হইলে নন্দা অর্হত্ব লাভ পূর্ব্বক উক্ত শ্লোকের পুনরাবৃত্তি দ্বারা স্বীয় সিদ্ধি ঘোষণা করিলেন।

২০

জেন্তি (অথবা জেন্তা)

এই ভিক্ষুণীর অতীত ও বর্ত্তমান সুন্দরী-নন্দার ন্যায়; কিন্তু তিনি বৈশালী নগরে লিচ্ছবি রাজবংশে পুনর্জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন।

১ এই স্থানে দেহের অশুদ্ধি সূচিত হইয়াছে।
২ যাহা অনিত্য, দুঃখ ও আত্মনের অস্তিত্বের উপর নির্ভরশীল নয়।

আরও প্রভেদ এইঃ ভগবান বুদ্ধ কর্ত্তৃক ধর্ম্ম প্রচার শ্রবণ করিয়া তিনি অর্হত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। স্বীয় পরিবর্ত্তন চিন্তা করিয়া আনন্দোচ্ছ্বাসে তিনি এই শ্লোকগুলি উচ্চারণ করেনঃ

বুদ্ধোপদিষ্ট নির্ব্বাণপ্রদায়ী সপ্ত বোজ্ঝঙ্গ[১]
আমার আয়ত্তাধীনে।
উহাদের মধ্যে ভগবান বুদ্ধকে আমি যেন
স্বচক্ষে দেখিয়াছি। এই আমার শেষ জীবন।
জন্মের চক্র ধ্বংস হইয়াছে—আমি পুনর্জন্মের
অতীত!

২১

সুমঙ্গলের মাতা

এই ভিক্ষুণীও অতীত বুদ্ধদিগের সময়ে দৃঢ় সংকল্পপ্রণোদিত হইয়া জন্ম জন্মান্তরে পুণ্যরাশি অর্জ্জন পূর্ব্বক গৌতম বুদ্ধের আবির্ভাব কালে শ্রাবস্তীর এক দরিদ্র পরিবারে জন্ম গ্রহণ করিয়া কোন এক ছত্র নির্ম্মাণকারীর সহিত বিবাহিত হন। তাঁহার প্রথম সন্তান এক পুত্র। পুত্রের ঐ জন্মই শেষ জন্ম। বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া পুত্র ভিক্ষু সুমঙ্গল নামে খ্যাত হইয়া অর্হত্ব লাভ করেন। মাতার নাম অজ্ঞাত থাকায় পালি পুস্তক সমূহে তিনি অজ্ঞাতনামা জনৈক থেরী রূপে উল্লিখিত হন। তিনি সুমঙ্গলের মাতা নামে বিদিত এবং ভিক্ষুণী

১ বোধি অর্থাৎ নির্ব্বোচ্চ জ্ঞানের অঙ্গ—প্রণিধান, ধর্ম্ম জিজ্ঞাসা, উদ্যম, আনন্দ, প্রশান্তি, সমাধি ও উপেক্ষা।

হইয়াছিলেন। একদিন, সাংসারিক জীবন যাপনকালে তাঁহাকে যে সকল দুঃখ কষ্ট অতিক্রম করিতে হইয়াছিল, ঐ কথা চিন্তা করিয়া তিনি গভীর রূপে অভিভূত হইলেন। ফলে তাঁহার অন্তর্দ্দৃষ্টির দ্রুত বিকাশ হইয়া তিনি অর্হত্ব প্রাপ্ত হইলেন ও ধর্ম্মের সর্ব্বাঙ্গীন জ্ঞান লাভ করিলেন। এই সফলতা প্রাপ্ত হইয়া তিনি গাহিলেন:

সুমুক্তা নারী! পাকশালার দাস্যবৃত্তি হইতে
মুক্তি কি মধুর মুক্তি! পাকপাত্র সমূহের মধ্যে
শ্রমরতা আমার মলিন ও নিষ্প্রভ দেহ আমার
নিষ্ঠুর স্বামীর নিকট তাঁহার নির্ম্মিত ছত্র
দণ্ডের অপেক্ষাও অকিঞ্চিৎকর ছিল!
অতীতের রাগ দোষাদি বর্জ্জন করিয়া আমি
স্বচ্ছন্দে বৃক্ষমূলে ধ্যানমগ্ন হই। সুখী, আমি
সত্যই সুখী!

২২

অড্‌ঢকাসী

বুদ্ধ কাশ্যপের আবির্ভাব কালে এই ভিক্ষুণী সম্ভ্রান্ত বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া আধ্যাত্মিক জ্ঞান লাভের ফলে ভিক্ষুণী-ব্রত গ্রহণ করিয়া শীলাপালনে তৎপর হন। কিন্তু অপেক্ষাকৃত বয়োবৃদ্ধ অর্হত্ব প্রাপ্ত এক ভিক্ষুণীকে বেশ্যা[১] নামে অভিহিত করার পাপে তিনি নরকে গমন করেন। বুদ্ধ গৌতমের সময়ে তিনি কাশীতে একজন

১ ৫৬ সং—গীতি দ্রষ্টব্য।

খ্যাতনামা সমৃদ্ধিশালী নাগরিকের সন্তানরূপে পুনর্জন্ম গ্রহণ করেন। কিন্তু তাঁহার পূর্ব্বের কুবাক্যের কুফল এখনও তাঁহাকে অনুসরণ করিতেছিল। সেই হেতু তাঁহাকে নিজেও গণিকাবৃত্তি অবলম্বন করিতে হয়। পরবর্ত্তী কালে তাঁহার সংসার ত্যাগ ও ভিক্ষুণীরূপে অভিষেকের বিবরণ বিনয় পিটকান্তর্গত চুল্ল বগ্‌গে বর্ণিত আছে। তিনি শ্রাবস্তী নগরে ভগবান বুদ্ধের সমীপে গমন পূর্ব্বক তাঁহার নিকট অভিষেক লইবার কামনা করেন। কিন্তু বারাণসীর বারনারীগণ তাঁহার গমন পথে বাধা স্থাপন করায় তিনি বার্ত্তাবহ প্রেরণ পূর্ব্বক বুদ্ধের মন্ত্রণা জিজ্ঞাসা করেন। ভগবান তাঁহাকে বার্ত্তাবহ দ্বারা অভিষিক্ত হইবার অনুমতি দান করেন। অভিষেকের পর তিনি অন্তর্দৃষ্টির অনুশীলন করিয়া অনতিবিলম্বে অর্হত্ব লাভ করিলেন, ধর্ম্মের পূর্ণ জ্ঞানের অধিকারিণী হইলেন। উল্লাসে তিনি গাহিলেন:

কাশীরাজ্যের রাজস্বের পরিমাণ বিপুল—
আমারও পারিশ্রমিক তদপেক্ষা কম ছিলনা।
কিন্তু আমার সকল সৌন্দর্য্য এখন আমার
নিকট বিরক্তিকর, শ্রান্তিজনক; আমি
মোহমুক্ত, পুনর্জন্ম ও মৃত্যুর চক্রে আমি আর
ঘূর্ণিত হইব না! আমি ত্রিবিদ্যার[১] ফল প্রাপ্ত
হইয়াছি। ভগবান বুদ্ধের আদেশ পালিত
হইয়াছে।

১ ত্রিবিদ্যা—জাতি-স্মরতা, দিব্য চক্ষু এবং আসবের নাশ।

২৩

চিত্রা

এই ভিক্ষুণীও অতীত বুদ্ধদিগের সময় দৃঢ় সংকল্পের সহিত জন্ম জন্মান্তরে পুণ্যার্জ্জন করিয়া ৯৪তম কল্পে অপ্সরারূপে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি পুস্পার্ঘ্য দ্বারা এক পচ্চেক[১] বুদ্ধের পূজা করিয়া দেব ও মনুষ্যের মধ্যে একাধিক জন্মগ্রহণ পূর্ব্বক বুদ্ধ গৌতমের আবির্ভাবকালে রাজগৃহ নগরে জনৈক ধনাঢ্য নাগরিকের পরিবারে জন্ম লাভ করেন। বয়ঃপ্রাপ্তান্তে রাজগৃহ নগরের প্রবেশদ্বারে ভগবান বুদ্ধের উপদেশ শ্রবণে ধর্ম্মে শ্রদ্ধাবতী হইয়া তিনি গৌতমী মহাপ্রজাপতি কর্ত্তৃক অভিষিক্ত হইলেন। অবশেষে, বার্দ্ধক্যে গৃধ্রকূট পর্ব্বতের শিখরে অবস্থান পূর্ব্বক তপস্বিনীর ব্রত উদযাপন করিয়া অন্তর্দ্দৃষ্টি লাভান্তে অর্হত্ব প্রাপ্ত হইলেন। অতীত দিবসের চিন্তা করিয়া তিনি নিম্নলিখিত গীতি গাহিয়াছিলেন :

> আমি দুঃখক্লিষ্ট, বলহীন—বিগতযৌবনা ;
> তথাপি যষ্টির সাহায্যে আমি পর্ব্বত শিখরে
> আরোহণ করিয়াছি।
>
> আমার স্কন্ধদেশ চীবরোন্মুক্ত, ভিক্ষাপাত্র
> উৎপাতিত। শৈলগাত্র আশ্রয়পূর্ব্বক আমি
> এই দেহ রক্ষা করিয়াছি—উদ্ভ্রান্তকারী,
> বন্ধন স্বরূপ, দীর্ঘ অন্ধকার ভেদ করিয়াছি।

১ সং—গীতি দেখ

২৪

মেত্তিকা

অতীত বুদ্ধদিগের সময়ে পুণ্যরাশি অর্জ্জন করিয়া বুদ্ধ সিদ্ধার্থের[১] আবির্ভাবকালে এই ভিক্ষুণী সম্ভ্রান্তবংশে জন্মগ্রহণ করিয়া বুদ্ধের মন্দিরে রত্নখচিত কটিবন্ধ অর্ঘ্য দিয়া পূজা করেন। ঐ সুকৃতির ফলে যথাক্রমে স্বর্গে ও পৃথিবীতে বহুবার জন্মগ্রহণ করিয়া তিনি গৌতম বুদ্ধের সময় রাজগৃহ নগরে জনৈক উচ্চ পদস্থ ব্রাহ্মণের সন্তানরূপে জন্ম পরিগ্রহ করেন। অন্যান্য বিষয়ে তাঁহার আখ্যান পূর্ব্ববর্ত্তী আখ্যানের ন্যায়, মাত্র এই প্রভেদ যে তিনি যে পর্ব্বতে আরোহণ করিয়াছিলেন উহা গৃধ্রকূট নহে, অন্য একটী পর্ব্বত[২]।

তিনিও সিদ্ধির উল্লাসে গাহিয়াছিলেন :

আমি দুঃখক্লিষ্ট, বলহীন—বিগত যৌবনা,
তথাপি যষ্টির সাহায্যে আমি পর্ব্বতশিখরে
আরোহণ করিয়াছি।

আমার চীবর দূরে নিঃক্ষিপ্ত, ক্ষুদ্র ভিক্ষাপাত্র
উৎপাতিত। আমি শৈলোপরি উপবিষ্ট।
আমার চিত্ত মুক্ত। ত্রিবিদ্যা[৩] আমার আয়ত্তে।
বুদ্ধের ইচ্ছা পূর্ণ হইয়াছে।

১ চতুর্ব্বিংশ বুদ্ধের মধ্যে অন্যতম (পরবর্ত্তী কালের স্থিরীকৃত সংখ্যা)। ১৯সং —গীতি দেখ।

২ রাজগৃহ সাতটি পর্ব্বত দ্বারা পরিবেষ্টিত।

৩ ২২সং—গীতি দেখ।

২৫

মিত্তা

মিত্তা, বিপস্‌সি বুদ্ধের সময়ে সম্ভ্রান্তবংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। অর্হত্ব প্রাপ্ত একজন ভিক্ষুণীকে খাদ্য এবং মূল্যবান্‌ পরিচ্ছদ দান করিয়া তিনি পুণ্যার্জ্জন করেন। সর্ব্বশেষে বুদ্ধ গৌতমের আবির্ভাব কালে তিনি কপিলবস্তু নগরে শাক্যবংশে জন্মগ্রহণ করিয়া গৌতমী মহাপ্রজাপতির সহিত একত্রে সংসার ত্যাগ পূর্ব্বক অন্তর্দ্দৃষ্টির অনুশীলনের শিক্ষায় ব্রতী হইয়া অচিরে অর্হত্ব লাভ করেন।

বিগতজীবন চিন্তা করিয়া হর্ষাবেশে তিনি গাহিয়াছিলেন:

চতুর্দ্দশ ও পঞ্চদশ দিবস এবং প্রতি মাসার্দ্ধের অষ্টম দিবস আমি পালন করিয়াছি; শীলা এবং উপবাস ব্রত পালন করিয়াছি, দেবপ্রেমানুরাগিনী হইয়া স্বর্গে বাস করিয়াছি।
আজ আমি একাহারী, মুণ্ডিত মস্তক, পীতাম্বর--চ্ছাদিতা। দেবস্থান স্বর্গ আর আমার কাম্য নয়। হৃদয়ের জ্বালা—অনুশোচনা সমুদয় দূরে পরিহার করিয়াছি।

২৬

অভয়ের মাতা

অতীত বুদ্ধদিগের সময়ে পুণ্যার্জ্জন করিয়া তিস্‌স বুদ্ধের আবির্ভাব কালে এই ভিক্ষুণী তাঁহাকে ভিক্ষায় বহির্গত হইতে দেখিয়া সানন্দে

তাঁহার হস্ত হইতে ভিক্ষাপাত্র গ্রহণ করিয়া উহাতে খাদ্য রক্ষা করিয়াছিলেন। এই সুকৃতির জন্য তিনি দেবতা ও মনুষ্যদিগের মধ্যে একাধিক জন্ম গ্রহণান্তর বুদ্ধ গৌতমের সময় উজ্জয়িনী নগরে জন্মগ্রহণ করিয়া সুন্দরী পদ্মাবতী নামে খ্যাতি লাভ করেন। মগধ নৃপতি বিম্বিসার তাঁহার বৃত্তান্ত অবগত হইয়া রাজপুরোহিতের নিকট সুন্দরীকে দেখিবার বাসনা প্রকাশ করিলেন। পুরোহিতের মন্ত্রবলে আনীত এক যক্ষ স্বীয় শক্তির প্রয়োগে নৃপতিকে উজ্জয়িনীতে লইয়া গেল। পরবর্ত্তীকালে পদ্মাবতী বিম্বিসারের নিকট সংবাদ প্রেরণ করিলেন যে তিনি নৃপতি কর্ত্তৃক সন্তান-সম্ভবা হইয়াছেন। ঐ সংবাদে বিম্বিসার উত্তর দিলেন যে সন্তান যদি পুত্র হয়, তাহা হইলে শৈশব অতিক্রম করিলে তিনি তাহাকে দেখিতে ইচ্ছা করেন। পদ্মাবতী পুত্র সন্তান প্রসব করিয়া তাহার নাম অভয় রাখিলেন। সাত বৎসর বয়ঃক্রমকালে তিনি পুত্রকে তাহার পিতা কে তাহা বলিয়া তাহাকে বিম্বিসারের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। নৃপতি বালকের প্রতি অনুরক্ত হইলেন। প্রাসাদস্থ অন্যান্য বালকের সহিত সে বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। তাহার দীক্ষা ও অভিষেক থেরগাথায় বর্ণিত হইয়াছে। পরবর্ত্তী সময়ে মাতা পুত্রের ধর্ম্মোপদেশ শ্রবণ করিয়া সংসার ত্যাগ পূর্ব্বক যথাকালে অর্হত্ব লাভ করিয়া ধর্ম্মের সর্ব্বাঙ্গীন জ্ঞান লাভ করিলেন। সিদ্ধি লাভান্তে পুত্র যে শ্লোকদ্বারা তাঁহাকে উপদিষ্ট করিয়াছিলেন তিনি ঐ শ্লোকের পুনরাবৃত্তি করিয়া উহাতে স্বরচিত গীতি সংযোজন করেন ঃ

> 'মাতা, অশুচি পুতিগন্ধময় এই দেহের পদতল
> হইতে ঊর্দ্ধে এবং মস্তকের কেশাগ্র হইতে নিম্ন-
> দিকে দৃষ্টি নিঃক্ষেপ কর।'

ঐ চিন্তায় ধ্যানস্থ হইয়া আমি বাসনার মূল
উৎপাটন পূর্ব্বক নির্ব্বাণের শান্তি লাভ
করিয়াছি।

২৭

অভয়া

এই ভিক্ষুণীও অতীত বুদ্ধদিগের সময়ে অবিচলিত সংকল্পে জন্ম জন্মান্তরে সুকৃতি সঞ্চয় করিয়া শিখি[১] বুদ্ধের সময় সম্ভ্রান্তবংশে পুনর্জন্ম গ্রহণ পূর্ব্বক তদীয় পিতা অরুণের প্রধানা মহিষী হইয়াছিলেন। একদিন ভিক্ষা গ্রহণের সময় শিখি বুদ্ধ প্রাসাদে প্রবেশ করিলে তিনি রাজদত্ত রক্তপদ্মের দ্বারা বুদ্ধের পূজা করেন। এই সুকৃতির ফলে তিনি স্বর্গ ও মনুষ্যলোকে একাধিক জন্ম পরিগ্রহ পূর্ব্বক গৌতম বুদ্ধের আবির্ভাবকালে পুনরায় উজ্জয়িনীর এক সম্ভ্রান্তবংশে জন্ম লইয়া অভয়ের মাতার ক্রীড়াসঙ্গিনী হইয়াছিলেন। অভয়ের মাতা সংসার ত্যাগ করিলে, অভযাও তৎপ্রতি প্রেমের আকর্ষণে ভিক্ষুণীব্রত গ্রহণ করেন। উভয়ে রাজগৃহে অবস্থানকালে অভয়া একদিন অশুভ ভাবনার[২] জন্য নিভৃত স্থানে গমন করিয়াছিলেন। গন্ধকুটীতে উপবিষ্ট বুদ্ধ অভয়ার বাঞ্ছিত দৃশ্য তাঁহাকে প্রদর্শন করিলে অভয়া ভীতি-বিহ্বল হইলেন। তদনন্তর বুদ্ধ অভয়ার সম্মুখে উপবিষ্টরূপে প্রকাশিত হইয়া কহিলেন:

১ সপ্ত বুদ্ধের মধ্যে দ্বিতীয়।

২ এইস্থানে মৃতদেহের ভাবনা কথিত হইয়াছে। যে সময়ের কথা বর্ণিত হইয়াছে, ঐ সময়ে মৃত দেহ দগ্ধ কিম্বা প্রোথিত করিবার প্রথা সর্ব্বসাধারণের মধ্যে প্রচলিত ছিল না। উহা অধিকাংশস্থলে শ্মশানক্ষেত্রে পরিত্যক্ত হইত। পরিত্যক্ত দেহের ভীতিজনক ক্রমিকধ্বংস ‘অশুভ’ শব্দ দ্বারা ব্যক্ত হইয়াছে।

অভয়া, দেহ ক্ষণ-ভঙ্গুর, ঐ অনিশ্চিতের উপর
সাংসারিকের সুখ নির্ভর করে। সর্ব্ববিষয়ে
চিত্তকে যথাস্থানে রক্ষা করিয়া ধৃতি সহকারে
এই নশ্বর দেহ আমি পরিত্যাগ করিব।
দুঃখের সর্ব্বপ্রকার উৎসের সহিত সংগ্রাম
করিয়া আমি মুক্ত। তৃষ্ণার বিনাশ-সাধন
করিয়া আমি বুদ্ধ প্রদর্শিত মার্গের প্রতিষ্ঠা
করিয়াছি।

বুদ্ধের বচন শেষ হইলে অভয়া অর্হত্ব লাভ করিয়া উচ্ছ্বসিত হৃদয়ে ঐ শ্লোক নিজের প্রতি প্রয়োগ করিয়া উহার পুনরাবৃত্তি করিলেন।

২৮

সামা

এই ভিক্ষুণীও অতীত বুদ্ধদিগের সময় কৃতসংকল্প হইয়া জন্ম জন্মান্তরে সুখময় জীবনযাপন ও পুণ্যসঞ্চয়পূর্ব্বক গৌতমবুদ্ধের আবির্ভাবকালে কৌশাম্বিনগরে জনৈক প্রতিষ্ঠাবান নাগরিকের পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন এবং তাঁহার প্রিয় সখী সামাবতীর মৃত্যু হইলে শোকাতিশয্যে সংসার ত্যাগ করেন। কিন্তু শোক দমনে অসমর্থ হইয়া তিনি আর্য্য ধর্ম্মমার্গ অনুধাবন করিতে অক্ষম হইলেন। একদিন বুদ্ধের প্রধান শিষ্য আনন্দের প্রচারিত ধর্ম্মোপদেশ শ্রবণ করিবার সময় তিনি অন্তর্দ্দৃষ্টিতে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া সপ্তম দিবসে অর্হত্বে উপনীত হইয়া ধর্ম্মের সম্যক জ্ঞানের অধিকারিণী হইলেন।

পরে স্বীয় সাফল্যের বিষয় চিন্তা করিয়া নিম্নলিখিত সংগীতে উহা প্রকাশ করিলেন ঃ

অলব্ধ চিত্ত-শান্তির প্রার্থী হইয়া এবং বিদ্রোহী চিন্তা-প্রবাহের, দমনের অভিপ্রায়ে চারিবার, পাঁচবার আমি কক্ষত্যাগ করিয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়াছিলাম !

অষ্টম দিবসে সাফল্য আমার দ্বারে আসিল— আমি তখন সর্ব্ববিধ তৃষ্ণা হইতে মুক্ত। বহু গভীর দুঃখের সহিত একান্তে সংগ্রাম করিয়া আমি জয়ী হইয়াছিলাম ! তৃষ্ণার উচ্ছেদ ও ভগবন্তের ইচ্ছা পূর্ণ হইয়াছিল।

তৃতীয় সর্গ

ত্রিশ্লোকাত্মক গীতি

২৯

অপর সামা

এই ভিক্ষুণীও পূর্ব্বোল্লিখিত ভিক্ষুণীদিগের ন্যায় সুকৃতি অর্জ্জন করিয়া বিপস্‌সি বুদ্ধের আবির্ভাবকালে চন্দ্রভাগা নদীতীরে অপ্সরারূপে জন্মগ্রহণ করেন। জাতিসুলভ ক্রীড়ারতা অপ্সরী একদিন দেখিলেন যে বুদ্ধ প্রাণীগণের মধ্যে মঙ্গল বিতরণের জন্য নদীতীরে ভ্রমণ করিতেছেন। মহানন্দে অপ্সরী পুষ্পার্ঘ্য দ্বারা বুদ্ধের পূজা করিলেন। এই সুকৃতির ফলে দেব ও মনুষ্যের মধ্যে যথাক্রমে জন্মগ্রহণ করিয়া বুদ্ধ গৌতমের সময়ে তিনি কোশাম্বি নগরে এক সম্ভ্রান্তবংশে জন্ম পরিগ্রহ করেন। তিনিও সামাবতীর সহিত বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ হন এবং সামাবতীর মৃত্যুতে শোকার্ত্ত হইয়া সঙ্ঘে প্রবেশ করেন। পঞ্চবিংশ বৎসর তিনি আত্মজয়ে অক্ষম হইয়া বৃদ্ধ বয়সে সময়োচিত একটী উপদেশ শ্রবণ করিয়া অন্তর্দ্দৃষ্টিলাভ পূর্ব্বক অর্হত্ব প্রাপ্ত হন। সাফল্যের উল্লাসে তাঁহার উচ্ছ্বসিত হৃদয় গাহিয়াছিল ঃ

পূর্ণ পঞ্চবিংশ বৎসর আমি সংসার ত্যাগ
করিয়াছি! কিন্তু আমার তপ্ত হৃদয়ে আমি
বিজয়ের শান্তি অনুভব করি নাই।

বহু ঈপ্সিত চিত্তের শান্তি আমি পাই নাই ;
মর্ম্মবেদনায় আমি বুদ্ধবাক্য[১] স্মরণ করিয়াছি।
অশুভের সমুদয় উৎস হইতে নিজমার্গ মুক্ত
করিবার জন্য উন্মত্ত উৎসাহে সংগ্রাম করিয়া
আমি এখন জয়ী! তৃষ্ণা অন্তর্হিত ও বুদ্ধের
ইচ্ছা পূর্ণ হইয়াছে। আজ তৃষ্ণানাশের সপ্তম
রাত্রি।

উত্তমা

এই ভিক্ষুণীও অতীত বুদ্ধদিগের সময়ে সুকৃতি সঞ্চয় করিয়া বিপস্‌সি বুদ্ধের আবির্ভাবকালে বন্ধুমতী নগরের জনৈক ধনশালী ভূস্বামীর গৃহে জন্মগ্রহণ পূর্ব্বক পরিচারিকা বৃত্তি অবলম্বন করেন। বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া তিনি প্রভুর গৃহকর্ম্মের তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত হন। ঐ সময়ে বিপস্‌সির পিতা রাজা বন্ধুমা পুণ্যাহ পালনার্থে মধ্যাহ্ন ভোজনের পূর্ব্বে দান বিতরণ পূর্ব্বক ভোজনান্তে ধর্ম্মোপদেশ শ্রবণ করিতেন। জনগণও তাঁহার এই সাধু দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিত। ইহা দেখিয়া ক্রীতদাসী চিন্তা করিলেন, 'সকলেই যাহা করিতেছে আমিই বা তাহা না করি কেন?' তৎপরে পুণ্যাহের সর্ব্বাঙ্গীন প্রতিপালন করিয়া তিনি ত্রয়-ত্রিংশ দেবতাদিগের মধ্যে এবং অন্যান্য সুখময় স্থানে জন্মগ্রহণ করিয়া পরিশেষে বুদ্ধ গৌতমের সময়ে শ্রাবস্তীনগরের কোষাধ্যক্ষের

---

১ ধর্ম্মোপদেশের যে অংশে মানবজন্মের দুর্লভত্ব ও ক্ষণস্থায়ীত্ব ব্যক্ত হইয়াছে, এখানে উহাই উল্লিখিত হইয়াছে।

গৃহে জন্ম পরিগ্রহ করেন। বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া তিনি পঠাচারার ধর্ম্মোপদেশ শ্রবণ করিয়া সঙ্ঘে প্রবেশ করিলেন; কিন্তু অন্তর্দ্দৃষ্টির পূর্ণতায় উপনীত হইতে অক্ষম হইলেন। ইহা দেখিয়া পঠাচারা তাঁহাকে উপদেশ দিলেন। উপদিষ্ট হইয়া তিনি ধর্ম্মের সর্ব্বাঙ্গীন জ্ঞানের সহিত অর্হত্ব লাভ করিলেন। ঐ সফলতায় উচ্ছ্বসিত হৃদয়ে তিনি গাহিলেন:—

> অলব্ধ চিত্তশান্তির প্রার্থী হইয়া এবং বিদ্রোহী
> চিন্তাপ্রবাহের দমনের অভিপ্রায়ে চারিবার,
> পাঁচবার আমি কক্ষত্যাগ করিয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ
> করিয়াছিলাম।
>
> তিনি আসিলেন, সেই উচ্চমনা ভিক্ষুণী;
> আমার ধর্ম্মমাতা—তিনি আমাকে ধর্ম্মশিক্ষা
> দিলেন, আমি স্কন্ধ সমূহের অনিত্যতার জ্ঞান
> প্রাপ্ত হইলাম।
>
> ঐ উপদেশ হৃদয়ে রক্ষা করিয়া সপ্তাহ কাল
> আমি একাসনে ধ্যানানন্দ অনুভব করিলাম,
> অবশেষে অষ্টম দিবসে অজ্ঞানের অন্ধকার ছিন্ন
> করিয়া শান্ত চিত্তে আসন ত্যাগ করিলাম।

৩১

অপর উত্তরা

এই ভিক্ষুণীও অতীত বুদ্ধদিগের সময়ে কৃতসংকল্প হইয়া জন্ম-জন্মান্তরে অক্ষয় পুণ্যার্জ্জন পূর্ব্বক বিপস্‌সি বুদ্ধের সময়ে বন্ধুমতীনগরে

পরিচারিকা রূপে জন্মগ্রহণ করেন। একদা বুদ্ধের সঙ্ঘভুক্ত একজন অর্হন্তকে ভিক্ষায় নিযুক্ত দেখিয়া তিনি ঐ ভিক্ষুকে তিনখানি মিষ্ট পিষ্টক দান করেন। এই সুকৃতির ফলে একাধিক সুখময় জন্ম পরিগ্রহান্তে সর্ব্বশেষে তিনি গৌতম বুদ্ধের আবির্ভাবকালে কোশল দেশে জনৈক প্রতিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণের বংশে জন্মগ্রহণ করেন। বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া তিনি বুদ্ধের ধর্ম্মোপদেশ শ্রবণ করিয়া সংসার ত্যাগ পূর্ব্বক ধর্ম্মের সম্যক জ্ঞানের সহিত অর্হত্ব লাভ করেন। সাফল্যের আনন্দে তিনি গাহিয়াছিলেন :—

> আমি বুদ্ধশাসনের অনুবর্ত্তিনী হইয়া নির্ব্বাণ প্রদায়ী সপ্ত বোজ্ঝঙ্গের[১] বিকাশ ও পূর্ণতা সাধন করিয়াছি।
>
> অন্তরের বাসনা এক্ষণে পূর্ণ : আমি শূন্যতায়[২] উপনীত হইয়াছি, অনিমিত্তকে[৩] লাভ করিয়াছি! সদা নির্ব্বাণাভিরতা আমি বুদ্ধের কন্যা।
>
> দেব ও মনুষ্যের বিঘ্নজনক ইন্দ্রিয়াসক্তি নিঃশেষে উৎপাটিত হইয়াছে। জন্মচক্র ধ্বংস হইয়াছে। আমি পুনর্জন্মের অতীত।

১ ২০সং—গীতি দেখ

২ লোভ, দোষ ও মোহ-শূন্য অবস্থা। লোভ, দোষ ও মোহ এই তিনটা সমুদয় অশুভের উৎস।

৩ ১৯সং—গীতি দেখ। ইহার অর্থ—যাহা কিছু অনিত্য, দুঃখ ও অনাত্মা, ঐ সমস্ততেই আমি সর্ব্বপ্রকার আসক্তিহীন।

৩২

দন্তিকা

এই ভিক্ষুণীও অতীত বুদ্ধদিগের সময় কৃতসংকল্প হইয়া জন্ম জন্মান্তরে অক্ষয় পুণ্য সঞ্চয় পূর্ব্বক যৎকালে পৃথিবীতে কোন বুদ্ধই ছিলেন না, ঐ সময় চন্দ্রভাগা নদীতীরে অপ্সরা রূপে জন্মগ্রহণ করেন। একদিন ক্রীড়ারতা অপরাপর অপ্সরী হইতে ক্ষণেকের জন্য বিচ্ছিন্ন হইয়া তিনি বৃক্ষতলে উপবিষ্ট এক পচ্চেক বুদ্ধের দর্শন পাইয়া সবিশ্বাসে পুষ্পার্ঘ্য দ্বারা তাঁহার পূজা করেন। এই সুকৃতি বলে দেব ও মনুষ্যলোকে যথাক্রমে জন্ম গ্রহণ করিয়া তিনি সর্ব্বশেষে গৌতম বুদ্ধের আবির্ভাবকালে শ্রাবস্তীনগরে ব্রাহ্মণ বংশীয় রাজপুরোহিতের গৃহে জন্ম গ্রহণ করেন। বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে ধর্ম্মে শ্রদ্ধাবতী হইয়া তিনি জেতবনে অবস্থান করেন। পরে গৌতমী মহাপ্রজাপতি কর্ত্তৃক অভিষিক্ত হইয়া সঙ্ঘে প্রবিষ্ট হন। এইরূপে রাজগৃহে অবস্থানকালে একদিন আহারান্তে তিনি গৃধ্রকূট পর্ব্বতে আরোহণ করেন। ঐ স্থানে বিশ্রাম করিতে করিতে একটী দৃশ্য তাঁহার নয়নগোচর হইল। তাঁহার গীতিতে তিনি ঐ দৃশ্যের বর্ণনা করিয়াছেন। ঐ দৃশ্য তাঁহাকে অর্হত্বে উপনীত করিয়াছিল। পরে সিদ্ধির উল্লাসে তিনি গাহিয়াছিলেন :—

> দিবসে বিহার হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গৃধ্রকূট
> পর্ব্বতে অবস্থান কালে এক হস্তীকে স্নান
> সমাপনান্তে নদীতীর উত্তীর্ণ হইতে দেখিলাম।
> অঙ্কুশধারী এক মনুষ্য কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া
> বিশালদেহ নাগ তাহার পাদ প্রসারিত করিল,

মনুষ্য তাহার পৃষ্ঠোপরি আরোহণ করিল। অদান্ত দমিত হইয়া মনুষ্যের বশ্যতা স্বীকার করিল। ইহা দেখিয়া গভীর অরণ্যে প্রবেশ-পূর্ব্বক আমি চিত্তকে নিয়ন্ত্রিত ও বশীভূত করিলাম।

৩৩

উব্বিরী

এই মহিলাও অতীত বুদ্ধদিগের সময়ে জন্ম জন্মান্তরে পুণ্যরাশি অর্জ্জন করিয়া পদুমুত্তরা বুদ্ধের আবির্ভাব কালে হংসবতী নগরে জন্মগ্রহণ করেন। বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে, পিতামাতার অনুপস্থিতিতে একাকী অবস্থান কালে তিনি একদিন এক অরহন্তকে গৃহাভিমুখে অগ্রসর হইতে দেখিয়া তাঁহাকে অভিবাদনপূর্ব্বক কহিলেন, 'স্বাগত, আর্য্য'। পরে তাঁহাকে আসনপ্রদান করিয়া তাঁহার পূজা করিলেন ও তাঁহার ভিক্ষা-পাত্র লইয়া উহা খাদ্যে পূর্ণ করিয়া দিলেন। অরহন্ত তাঁহাকে সাধুবাদ দানান্তে প্রস্থান করিলেন। ঐ সুকৃতির ফলে তিনি ত্রয়-ত্রিংশ দেবলোকে ও অন্যান্য সুখময় স্থানে জন্মগ্রহণ করিয়া গৌতম বুদ্ধের সময়ে শ্রাবস্তী নগরে এক সম্ভ্রান্ত বংশে জন্মগ্রহণ করেন। সৌন্দর্য্যের জন্য তিনি কোশলরাজের অন্তঃপুরে স্থান প্রাপ্ত হইলেন। কিছুকাল পরে তাঁহার একটী কন্যা জন্মিল। কন্যার নাম হইল জীবা। রাজা শিশুকে দেখিয়া এত প্রীত হইলেন যে উব্বিরীকে রাজমহিষীর পদে অভিষিক্ত করিলেন। কিন্তু শিশু অচিরে মৃত্যুমুখে পতিত হইল। শোকার্ত্তা মাতা প্রতিদিন শ্মশান ক্ষেত্রে যাইতে লাগিলেন। একদিন

তিনি বুদ্ধের সমীপে গিয়া বুদ্ধের পূজান্তে উপবেশন করিলেন; কিন্তু সত্বরেই সেস্থান ত্যাগ করিয়া অচিরাবতী নদীতীরে দণ্ডায়মান হইয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন। বুদ্ধ দূর হইতে তাঁহাকে দেখিলেন এবং তাঁহার সম্মুখে প্রকাশিত হইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন: 'কি হেতু কাঁদিতেছ?' 'দেব, আমি কন্যার জন্য কাঁদিতেছি।' 'এই শ্মশান ক্ষেত্রে তোমার ৮৪০০০ চুরাশি হাজার কন্যা ভস্মীভূত হইয়াছে। কোন্ কন্যার জন্য অশ্রুপাত করিতেছ?' এই কথা বলিয়া বুদ্ধ শ্মশানের যে স্থানে যে কন্যার সংকার হইয়াছিল তাহা দেখাইয়া গীতির অর্দ্ধাংশ উচ্চারণ করিলেন:

উব্বিরী! 'মা জীবা, মা জীবা' রবে তুমি বনে
বনে কাঁদিয়া বেড়াইতেছ'! শান্ত হও! দেখ,
এই সমাধিক্ষেত্রে তোমার সহস্র সহস্র জীবা
নাম্নী কন্যা ভস্মীভূত হইয়াছে। তুমি কোন্
জীবার নিমিত্ত শোকার্ত্ত হইতেছ?

গীতির অন্তর্নিহিত উপদেশে চিত্ত-সংযোগ করিয়া উব্বিরীর অন্তর্দৃষ্টি এতাদৃশ স্ফুট হইয়া উঠিল যে, তিনি অচিরে অর্হত্ব[১] রূপ সর্ব্বোচ্চ ফলের অধিকারিণী হইয়া গীতির অপরার্দ্ধ গাহিয়া স্বীয় গৌরবমণ্ডিত সাফল্য ঘোষণা করিলেন:

আমার অন্তরে বিদ্ধ শর অপসারিত হইয়াছে!
প্রিয় সন্তানের নিমিত্ত প্রাণনাশী শোক আমার
সমস্ত জীবনকে বিযাক্ত করিয়াছিল। ঐ
শোক আর নাই।

১. সঙ্ঘভুক্ত না হইয়াও উব্বিরী অর্হৎ হইয়াছিলেন।

আজ আমার হৃদয় শান্ত, আকুলতা-শূন্য।
চিত্ত নির্ম্মল ও শান্তিপূর্ণ। আমি সর্ব্বজ্ঞ বুদ্ধ,
তদীয় ধর্ম্ম ও সঙ্ঘের শরণ লইতেছি।

৩৪

শুক্রা

ইনিও পূর্ব্বোল্লিখিত ভগ্নীগণের ন্যায় অতীত জীবনে সুকৃতি সঞ্চয় করিয়া এক সম্ভ্রান্ত বংশে[১] জন্মগ্রহণ করেন। বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে সঙ্ঘ-বহির্ভূত স্ত্রীশিষ্যগণের সহিত বিহারে গমন পূর্ব্বক তিনি বুদ্ধের ধর্ম্মোপদেশ শ্রবণ করেন। শ্রদ্ধাবতী হইয়া সংসার ত্যাগ পূর্ব্বক তিনি বিদ্যাবতী, ধর্ম্মজ্ঞা ও বাকপটুতা সম্পন্না হইলেন। বহু শতাব্দী ধরিয়া ধর্ম্মানুরক্ত জীবন[২] যাপন করিয়াও দেহত্যাগ কালে তাঁহার চিত্ত সাংসারিকত্ব হইতে মুক্ত হয় নাই তুষিত স্বর্গে পরবর্ত্তী জন্মগ্রহণ করেন। পরে বিপস্‌সি এবং বেস্‌সভূ যথাক্রমে বুদ্ধ হইবার কালে তিনি শীলাব্রত গ্রহণপূর্ব্বক ধর্ম্মের গভীর জ্ঞানের অধিকারিণী হন। পুনরায় যখন ককুসন্ধ বুদ্ধ হইয়াছিলেন, এবং তৎপরে কোণা-গমনের বুদ্ধরূপে আবির্ভাবের সময়, তিনি ভিক্ষুণীব্রত গ্রহণপূর্ব্বক শুদ্ধাচারিণী, বিদ্যাবতী এবং প্রচারিকা হইয়াছিলেন। সর্ব্বশেষে, গৌতম বুদ্ধের সময়ে তিনি রাজগৃহ নগরে এক সম্ভ্রান্ত নাগরিকের বংশে জন্মগ্রহণ করেন। ঐ সময় তাঁহার নাম শুক্রা হইয়াছিল। বয়ঃপ্রাপ্তি কালে তিনি বুদ্ধানুশাসনে শ্রদ্ধাবতী হইয়া সঙ্ঘ-বহির্ভূত শিষ্যরূপে পরিগণিত হইলেন। কিন্তু পরবর্ত্তীকালে, ধর্ম্মদিন্নার উপদেশ তাঁহার

১ কোন্ বুদ্ধের সময়ে এই জন্ম গৃহীত হইয়াছিল তাহার উল্লেখ নাই।
২ অতি প্রাচীনকালে মনুষ্য অপেক্ষাকৃত দীর্ঘায়ু ছিল এইরূপ কথিত আছে।

মর্ম্মস্পর্শ করিল। তিনি সংসার ত্যাগ করিলেন। অন্তর্দৃষ্টির অনুশীলন করিয়া তিনি অচিরে অর্হত্ব প্রাপ্ত হইলেন।

তদনন্তর, পাঁচশত ভিক্ষুণী পরিবেষ্টিত হইয়া তিনি প্রচার কার্য্যে আত্মনিয়োগ পূর্ব্বক খ্যাতিলাভ করিলেন। একদিন রাজগৃহ নগরে ভিক্ষার্থ গমন করিয়া, তথা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক আহার সমাপনান্তে তাঁহারা ভিক্ষুণী উপনিবেশে প্রবেশ করিলেন। তথায় শুক্রা বহু শ্রোতা পরিবেষ্টিত হইয়া এরূপ ধর্ম্মোপদেশ দিলেন যে, উহা শ্রোতৃবর্গের নিকট অমৃত অনুমিত হইল। তাঁহারা মন্ত্রমুগ্ধবৎ ও নিশ্চল হইয়া উহা শ্রবণ করিলেন। উপদেশ সমাপ্ত হইলে, ভিক্ষুণী-দিগের কক্ষপ্রান্তে স্থিত বৃক্ষের দেবতা উহাতে অনুপ্রাণিত হইয়া রাজগৃহ নগরে গমনপূর্ব্বক শুক্রার শ্রেষ্ঠতা ঘোষণা করিয়া কহিল:

> রাজগৃহবাসীগণ, শুক্রা প্রচারিত অমূল্য বুদ্ধবাণী
> শ্রবণে বিরত থাকিয়া কি নিমিত্ত তোমরা
> পানোন্মত্তের ন্যায় শায়িত?
> পর্য্যটকের আদৃত বারিবর্ষণের ন্যায় শুক্রার
> মধুর বাণীরূপ জীবন সঞ্চারিণী সুধা জ্ঞানীগণের
> আদৃত।

বৃক্ষ দেবতার বাক্য শ্রবণ করিয়া জনগণ বিচলিত হইয়া ভিক্ষুণীর নিকট আগমণ পূর্ব্বক তাঁহার উপদেশ শ্রবণ করিল।

পরবর্ত্তীকালে, অন্তিম সময়ে তাঁহার মুক্তি প্রদায়ী শিক্ষার সফলতা প্রদর্শন করিয়া তিনি গাহিয়াছিলেন:

> শুক্রা! তুমি জ্ঞানালোকের সাহায্যে ভয়াবহ
> তৃষ্ণা হইতে মুক্ত; দৃঢ়তা ও ধৃতির সহিত শান্ত

চিত্তে ঐ সিদ্ধি সম্মুখে রাখিয়া তোমার এই
শেষ মূর্ত্তি রক্ষা কর। মার ও তদীয় অনুচরবর্গ
তোমার নিকট পরাজিত।

৩৫

সেলা

এই নারীও পূর্ব্বোক্ত ভগ্নীদিগের ন্যায় বহু জন্ম পরিগ্রহান্তে হংসবতী' নগরে এক সম্ভ্রান্ত বংশে জন্মলাভ করেন। সমপদস্থ পুরুষের সহিত বিবাহিত হইয়া তিনি স্বামীর মৃত্যু পর্য্যন্ত সুখে কালযাপন করেন। তৎপরে, বার্দ্ধক্যে, মঙ্গলের অন্বেষণে আরাম হইতে আরামান্তরে, বিহার হইতে বিহারান্তরে গমন পূর্ব্বক তিনি ধর্ম্মানুরাগীদিগকে উপদিষ্ট করেন। এইরূপে তিনি একদিন বুদ্ধের বো-বৃক্ষের সমীপস্থ হইয়া বৃক্ষতলে উপবেশন পূর্ব্বক চিন্তা করিলেন: 'যদি মনুষ্যলোকে কোন মহিমাময় অতুলনীয় বুদ্ধ থাকেন, তিনি যেন আমাকে বুদ্ধত্বের অলৌকিক প্রভাব দর্শন করান'। এই চিন্তা তাঁহার মনে উদিত হইবামাত্র বৃক্ষ আলোকে উদ্ভাসিত হইল, উহার শাখা সমূহ স্বর্ণময় প্রতীয়মান হইল। চতুর্দ্দিক উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। এই দৃশ্যে অনুপ্রাণিত হইয়া তিনি ভূমিষ্ঠ হইয়া পূজা করিলেন। সপ্ত দিবস তিনি এইরূপে ঐ স্থানে উপবিষ্ট থাকিয়া সপ্তম দিবসে মহা সমারোহের সহিত বুদ্ধ পূজা সম্পন্ন করিলেন। ঐ সুকৃতির ফলে গৌতম বুদ্ধের সময়ে তিনি আলবীরাজ্যের রাজ কন্যা সেলারূপে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে বুদ্ধ

কোন্ বুদ্ধের সময়ে তাহা কথিত হয় নাই।

তাঁহার পিতাকে উপদিষ্ট ও দীক্ষিত করেন ও তাঁহার সহিত আলবী নগরীতে গমন করেন। সেলা বুদ্ধের ধর্ম্মোপদেশ শ্রবণ করিয়া ও উহাতে শ্রদ্ধাবতী হইয়া সঙ্ঘবহির্ভূত শিষ্য স্থানীয়া হইলেন। পরবর্ত্তীকালে তিনি ভিক্ষুণীব্রত গ্রহণ করিয়া অন্তর্দৃষ্টির অনুশীলন পূর্ব্বক পূর্ণজ্ঞান লাভ ও সংস্কারের বিনাশ সাধন পূর্ব্বক অর্হত্ব প্রাপ্ত হইলেন।

তদনন্তর তিনি শ্রাবস্তীনগরে বাস করেন। ঐ সময়ে একদিন মধ্যাহ্ন বিশ্রামের নিমিত্ত তিনি নগরের বাহিরে অন্ধবন উদ্যানে বৃক্ষতলে উপবিষ্ট হইলে, আগন্তুকের ছদ্মবেশে মার তথায় উপস্থিত হইয়া কহিল্ঃ

যতদিন পৃথিবীতে স্থিতি ততদিন মুক্তি নাই!
নির্জ্জন বাসে কি লাভ? সময় থাকিতে
ভোগসুখ রত হও। অন্যথা অনুতাপিনী
হইবে।

'নির্ব্বানের পথে আমাকে বাধা দিবার জন্য নিশ্চয়ই মূঢ় মার আসিয়া ইন্দ্রিয়াসক্ত জীবন যাপনে আমাকে উদ্বুদ্ধ করিতেছে। আমার অর্হত্ব প্রাপ্তি সে অবগত আছে। আমি তাহাকে সমুচিত উত্তর দিব'—এইরূপ চিন্তা করিয়া ভিক্ষুণী কহিলেনঃ

ভোগের আনন্দ শূলসম আমাদের নশ্বর দেহ
বিদ্ধ করে। যাহাকে তুমি সুখ কহিতেছ,
আমার কাছে তাহা মূল্যহীন।
ভোগানুরক্তি দমিত ও অজ্ঞানান্ধকার বিদীর্ণ
হইয়াছে। হে পাপী, ইহা জানিয়া রাখ!
এখানে তোমার স্থান নাই।

৩৬

সোমা

এই নারীও পূর্ব্বোক্ত ভগ্নীদিগের ন্যায় বহু জন্ম পরিগ্রহণান্তর শিখি বুদ্ধের সময়ে এক প্রতিষ্ঠাবান সম্ভ্রান্ত বংশে পুনর্জন্মগ্রহণ করিয়া বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে রাজা অরুণাভার প্রধানা মহিষী হইয়াছিলেন। বুদ্ধ গৌতমের আবির্ভাবকালে তিনি রাজগৃহ নগরে নৃপতি বিম্বিসারেব পুরোহিতের কন্যা সোমারূপে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার তৎপূর্ব্বেব জীবন ভিক্ষুণী অভয়ার ন্যায়। বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া তিনি বুদ্ধের প্রতি শ্রদ্ধাবতী হইয়া স্বগৃহে সঙ্ঘবহির্ভূত শিষ্যার শ্রেণীভুক্ত হন। পরে ভিক্ষুণীব্রত গ্রহণপূর্ব্বক অন্তর্দ্দৃষ্টির অনুশীলন করেন ও অনতিবিলম্বে ধর্ম্মের সম্যক জ্ঞান লাভ পূর্ব্বক অর্হত্ব প্রাপ্ত হন।

তদনন্তর, শ্রাবস্তী নগরে মুক্তির আনন্দ উপভোগকালে তিনি একদিন মধ্যাহ্ন বিশ্রামের জন্য অন্ধবন উদ্যানে উপবিষ্ট হইলে মার আকাশপথে অদৃশ্যরূপে তাঁহার সমীপস্থ হইয়া কহিল ঃ

যে স্থান ঋষিদিগের প্রাপ্তব্য উহা লাভ করা
সুকঠিন। নারীগণ তাহাদের দুই অঙ্গুলি
পরিমিত জ্ঞান দ্বারা উহা প্রাপ্ত হইতে পারে না!

যেহেতু নারী সপ্তম অষ্টম বৎসর বয়স হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত জীবন অন্ন পক্কে অভ্যস্ত হইয়াও পাত্রস্থ চাউল কোন্ সময়ে সিদ্ধ হইল জানে না; উহা জানিবার জন্য তাহাকে দুই একটি চাউল হাতার সাহায্যে উঠাইয়া দুই অঙ্গুলি দ্বারা টিপিয়া দেখিতে হইবে। এই কারণে 'দুই অঙ্গুলি পরিমিত জ্ঞান' কথিত হইয়াছে। তৎপরে ভিক্ষুণী মারকে ভর্ৎসনা করিয়া কহিলেন ঃ

চতুর্থ সর্গ

চারি-শ্লোকাত্মকগীতি

৩৭

ভদ্রাকাপিলানী

এই নারী পদুমুত্তরা বুদ্ধের সময় হংসবতী নগরে এক সম্ভ্রান্ত বংশে জন্মগ্রহণ করেন। বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া তিনি বুদ্ধের ধর্ম্মোপদেশ শ্রবণকালে একজন ভিক্ষুণী বুদ্ধ কর্তৃক সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জাতিস্মররূপে স্বীকৃত হইলেন। উহাতে উৎসাহিত হইয়া তিনি নিজেও ঐপ্রকার প্রতিষ্ঠালাভে কৃতসংকল্প হইলেন। জীবনব্যাপী সুকর্ম্ম সাধন করিয়া তিনি বারাণসীর এক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির গৃহে জন্মগ্রহণ করেন। ঐ সময় কোন বুদ্ধের আবির্ভাব হয় নাই। যথাসময়ে তিনি বিবাহিতা হন।

একদিন তাঁহার সহিত তাঁহার ননদিনীর কলহ হয়। ঐ সময়ে শেষোক্ত নারী কোন পচ্চেক বুদ্ধকে আহার্য্য দান করিলে, ভদ্রা চিন্তা করিলেন, 'ননদিনী এই দানে গৌরবান্বিত হইবে'। এই রূপ চিন্তা করিয়া তিনি বুদ্ধের হস্ত হইতে ভিক্ষাপাত্র লইয়া আহার্য্যের পরিবর্ত্তে উহা মৃত্তিকাপূর্ণ করিলেন। জনগণ কহিল, 'মূঢ় নারী! পচ্চেক বুদ্ধ তোমার নিকট কি অপরাধ করিয়াছেন?' লজ্জিত হইয়া তিনি ভিক্ষা পাত্র পুনর্গ্রহণ পূর্ব্বক উহা শূন্য করিয়া সুগন্ধ চূর্ণে মার্জ্জিত করিলেন। পরে চতুর্ব্বিধ সুমিষ্ট খাদ্যে উহা পূর্ণ করিয়া আহার্য্যের উপরিভাগ পদ্মকোষবর্ণ ঘৃতে প্রোক্ষণ পূর্ব্বক

পচ্চেক বুদ্ধকে পাত্র পুনঃ প্রত্যার্পণ করিলেন এবং প্রার্থনা করিলেন : 'আমি যেন এই ভিক্ষাপাত্রের ন্যায় উজ্জ্বল দেহ প্রাপ্ত হই !'

বহু সুখময় জন্ম জন্মান্তরের পর তিনি কাশ্যপ বুদ্ধের আবির্ভাব কালে বারাণসীর ধনাঢ্য কোষাধ্যক্ষের কন্যারূপে পুনর্জন্ম গ্রহণ করেন। কিন্তু পূর্ব্ব কর্ম্মের ফলে তাঁহার দেহ হইতে দুর্গন্ধ নির্গত হইত, অপরে তাঁহার নিকট হইতে দূরে থাকিত। অতিশয় ব্যথিত হইয়া তিনি স্বীয় স্বর্ণাভরণ গলিত করিয়া উহা বুদ্ধ মন্দিরে রক্ষা পূর্ব্বক পদ্মপূর্ণ হস্তে তথায় পূজা করিলেন। ঐ সুকৃতির ফলে, ঐ জন্মেই তাঁহার দেহ সৌগন্ধময় ও মনোহর হইল। স্বামীর আদরিণী হইয়া জীবনব্যাপী সুকর্ম্ম করিয়া তিনি স্বর্গে পুনর্জন্ম গ্রহণ করেন এবং বহুকাল পরে বারাণসীর রাজকন্যারূপে তাঁহার জন্ম হয়। তথায় তিনি পরম সুখে বাস করিয়া পচ্চেক বুদ্ধদিগের সেবা করেন। তাঁহারা দেহত্যাগ করিলে ক্লিষ্ট হইয়া তিনি তপস্যার জন্য সংসার ত্যাগ করেন। অরণ্যে বাস করিয়া তিনি ধ্যানের অনুশীলন করেন। তৎপরে ব্রহ্মলোকে জন্ম গ্রহণান্তর তথা হইতে সাগলে কোশীয় বংশীয় এক ব্রাহ্মণের গৃহে তাঁহার জন্ম হয়। ঐশ্বর্য্যের মধ্যে প্রতিপালিত হইয়া তিনি মহাতীর্থ নামক স্থানে পিপ্পলি নামক তরুণ ব্রাহ্মণ যুবককে বিবাহ করেন। স্বামী সংসার ত্যাগ করিলে তিনিও তাঁহার অনুবর্ত্তিণী হইবার জন্য সমুদয় ধনৈশ্বর্য্য আত্মীয় স্বজনকে দান করিলেন। তৎপরে তিনি পাঁচ বৎসর তির্থীয়ারামে[১] বাস করিবার পর গৌতমী মহাপ্রজাপতি কর্ত্তৃক অভিষিক্ত হন। অন্তর্দৃষ্টি লাভান্তে অচিরে তিনি অর্হত্ব প্রাপ্ত হন।

তদনন্তর তাঁহার পূর্ব্ব জীবন সমূহের স্মৃতি তাঁহার গোচরীভূত

১ তির্থীয়ারাম—শ্রাবস্তীর অন্তর্গত জেতবন বিহারের নিকটে স্থিত।

হইল ও তিনি বুদ্ধ কর্ত্তৃক সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জাতিস্মর রূপে স্বীকৃত হইলেন। ঐ সময়ে বুদ্ধ জেতবন বিহারে আর্য্যগণ[২] পরিবেষ্টিত হইয়া ভিক্ষুণীদিগের শ্রেণীবিভাগে ব্যাপৃত ছিলেন। একদিন হৃদয়ের উচ্ছ্বাসে নিম্নলিখিত গাথায় তিনি নিজের কাহিনী ও ভিক্ষু মহাকাশ্যপের[৩] গুণাবলী কীর্ত্তন করিয়াছিলেন :

আত্মবিজয়ী, শান্ত মহাকাশ্যপ বুদ্ধের পুত্র
ও উত্তরাধিকারী! তাঁহার দৃষ্টি বহুদূর গামী,
স্বর্গ ও মর্ত্ত্যে তাঁহার অবিদিত কিছুই নাই।
তিনি পুনর্জ্জন্মের ধ্বংস সাধন করিয়াছেন, তিনি
অভিজ্ঞার গভীর জ্ঞানের অধিকারী, এই
ত্রিবিধ জ্ঞানের জন্য তিনি দেব ও শ্রেষ্ঠ মনুষ্যের
মধ্যে ত্রিবিদ্যা-সিদ্ধ।
ভদ্রা কাপিলানীও ত্রিবিদ্যা-সিদ্ধ, জন্ম মৃত্যুজয়ী,
ঐ পরিণতির উদ্দেশ্যে তিনি তাঁহার সর্বশেষ
মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন, তিনি সবাহন মারকে
পরাজিত করিয়াছেন।
সংসারের দৈন্য দেখিয়া আমরা উভয়েই উহা
ত্যাগ করিয়াছি। আমরা উভয়েই আত্ম-
বিজয়ী অরহন্, উভয়েই শান্ত, উভয়েই
নির্ব্বাণ-প্রাপ্ত!

২ আর্য্য শব্দ বুদ্ধগণ, পচ্চেক বুদ্ধগণ এবং তাঁহাদের শিষ্যবর্গের সম্বন্ধে প্রযুক্ত হয়।

৩ মহাকাশ্যপ গৃহস্থ জীবনে ভদ্রার স্বামী ছিলেন।

পঞ্চম সর্গ

পঞ্চশ্লোকাত্মক গীতি

১৮

বড্ঢেসী

এই ভিক্ষুণীও পূর্ব্বোক্ত ভিক্ষুণীদিগের ন্যায় বহু জন্ম পরিগ্রহ করিয়া বুদ্ধ গৌতমের আবির্ভাব কালে দেবদহ নগরে জন্মগ্রহণ করিয়া গৌতমী মহাপ্রজাপতির সেবিকা রূপে নিযুক্ত হন। তাঁহার নাম বড্ঢেসী ছিল, কিন্তু তাঁহার বংশের নাম অজ্ঞাত। তাঁহার কর্ত্রী সংসার ত্যাগ করিলে তিনিও তাঁহার অনুবর্ত্তিনী হন। কিন্তু পঞ্চবিংশতি বৎসর তিনি ঐন্দ্রিক লালসা দ্বারা উৎপীড়িত হইয়া মুহূর্ত্তের জন্যও চিত্তের একাগ্রতা সাধনে সক্ষম হইলেন না। ঐ অক্ষমতার জন্য বহু বিলাপান্তে অবশেষে তিনি ধর্ম্মদিন্নার উপদেশ শ্রবণ করিলেন। ঐ উপদেশ শ্রবণে তাঁহার চিত্ত ইন্দ্রিয়ের প্রভাব হইতে মুক্ত হইল। তিনি ধ্যানের অনুশীলন করিয়া অচিরে অভিজ্ঞা[১] লাভ করিলেন। সাফল্যের উচ্ছ্বাসে তিনি গাহিলেনঃ

গৃহত্যাগের পর পঞ্চবিংশতি বৎসর আমি
মুহূর্ত্তের জন্যও চিত্তে শান্তি অনুভব করি নাই।
আমার প্রত্যেক চিন্তা ঐন্দ্রিক লালসা সিক্ত

---

১ অভিজ্ঞার পূর্ণতা ও অর্হত্ব বস্তুতঃ একই।

ছিল। প্রসারিত বাহু ও ক্রন্দনরতা হইয়া
আমি বিহারে প্রবেশ করিতাম।
পরিশেষে যিনি আমার মাতৃস্থানীয়া, তিনি
আসিয়া আমাকে ধর্ম্মোপদেশ দিলেন। আমি
স্কন্ধায়তনধাতুর জ্ঞান লাভ করিয়া তাঁহার
নিকট উপবেশন পূর্ব্বক ধ্যানরত হইলাম।
এখন অতীত জন্ম আমার জ্ঞাত, বিশোধিত
দিব্য চক্ষু আমার অধিকারে। আমি অপরের
চিন্তা নির্ণয়ে সক্ষম, আমি বিশোধিত শ্রবণ
শক্তির দ্বারা অবর্ণনীয় বস্তুর শব্দ শ্রবণ করি।
আমি সিদ্ধি লাভ করিয়াছি, আসবের বিনাশ
করিয়াছি। ষড় অভিজ্ঞা আমার নিকট জীবন্ত
সত্য, বুদ্ধের আদেশ পালিত হইয়াছে।

৩৯

বিমলা

(প্রথম জীবনে গণিকা ছিলেন)

এই নারীও পূর্ব্বোক্ত নারীদিগের ন্যায় বহু জন্ম গ্রহণান্তর গৌতম বুদ্ধের সময়ে বেশালী নগরে এক গণিকার কন্যারূপে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার নাম বিমলা ছিল। বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া দূষিত জীবন যাপন কালে একদিন তিনি মাননীয় মহা মৌদ্গল্যায়ণকে ভিক্ষার্থ ভ্রমণ করিতে দেখিয়া তৎপ্রতি প্রেমাসক্ত হইয়া তাঁহার বাসস্থানে

গমন পূর্ব্বক তাঁহাকে প্রলুব্ধ করিতে চেষ্টা করেন। কেহ কেহ কহেন বিরুদ্ধ সম্প্রদায় বিশেষ কর্তৃক প্ররোচিত হইয়া তিনি ঐ কার্য্য করিয়াছিলেন। ভিক্ষু তাঁহার অসঙ্গত আচরণে তাঁহাকে ভর্ৎসনা করিয়া পরে তাঁহাকে উপদেশ দিলেন। ভিক্ষুর উপদেশে তিনি লজ্জিত ও অনুতপ্ত হইয়া শ্রদ্ধা সহকারে সঙ্ঘবহির্ভূত শিষ্য শ্রেণীভুক্ত হইলেন। পরবর্ত্তীকালে তিনি সঙ্ঘে প্রবেশ করিয়া শ্রম ও অধ্যবসায়ের ফলে অচিরে অর্হত্ব লাভ করিলেন। সফলতার উল্লাসে তিনি গাহিলেন ঃ

সৌন্দর্য্যের লাবণ্যে উদ্দীপিত হইয়া জন-
সাধারণে সৌভাগ্য ও খ্যাতি লাভ করিয়া,
যৌবনের অহঙ্কারে মত্ত হইয়া, অজ্ঞান ও
অনবহিত হইয়া আমি কতই স্ফীত হইতাম!

আমার বিভূষিত সুরঞ্জিত দেহ তরুণগণকে
আকর্ষণ করিত; আমি পাশনির্ম্মাণরত ধূর্ত্ত
ব্যাধের ন্যায় গণিকালয়ের দ্বারে সতর্ক দৃষ্টিতে
দাঁড়াইতাম।

আমি লজ্জা ত্যাগ পূর্ব্বক অনাবৃতবসনা
হইতাম; বিবিধ মায়ার প্রয়োগে বহু জনকে
কলঙ্কিত করিতাম।

আজ আমি মুণ্ডিত মস্তক, পীতাম্বর পরিহিতা,
ভিক্ষারতা; আমি বৃক্ষমূলে উপবিষ্টা অবিতর্ক[১]
লব্ধা ভিক্ষুণী।

[১] অবিতর্ক—ধ্যান মার্গের অবস্থা বিশেষ। উহা দ্বিতীয় ধ্যানের অবস্থা। ঐ অবস্থায় সকল বিতর্কের অবসান হইয়া সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্য বর্ত্তমান থাকে।

দেব ও মনুষ্যের নিগড় স্বরূপ সর্ব্ববিধ বন্ধন
আমি ছিন্ন করিয়াছি। চিত্ত বিমূঢ়কর সমুদয়
আসব আমি দূর করিয়াছি। আমি শান্ত ও
নির্ব্বাণ প্রাপ্ত।

৪০

সিংহা

এই নারীও পূর্ব্বোক্ত নারীদিগের ন্যায় বহু জন্ম পরিগ্রহান্তর গৌতম বুদ্ধের আবির্ভাব কালে বেশালীতে সেনাপতি সিংহের ভগ্নীর কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করেন। মাতুলের নামানুসারে তাঁহার নামকরণ হওয়ায় তিনি সিংহা নামে অভিহিত হইয়াছিলেন। বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া একদিন তিনি সেনাপতিকে বুদ্ধের প্রদত্ত উপদেশ শ্রবণ করিয়া উহাতে শ্রদ্ধাবতী হইলেন এবং সঙ্ঘে প্রবেশের জন্য পিতামাতার অনুমতি গ্রহণ করিলেন। অন্তর্দ্দৃষ্টির অনুশীলন কালে তিনি বাহ্যবস্তুর কুহক হইতে চিত্তকে মুক্ত করিতে সমর্থ হইলেন না। সাত বৎসর এইরূপে উৎপীড়িত হইয়া তিনি স্থির করিলেন, 'এই দুঃখের জীবন হইতে কি উপায়ে মুক্তি লাভ করি? আমি মরিব।' এই সংকল্পের পর তিনি একটী পাশ বৃক্ষ শাখায় লম্বিত করিয়া উহা গলদেশে বদ্ধ করিলেন। এই অবস্থায় তিনি সর্ব্বশক্তি প্রয়োগ পূর্ব্বক চিত্তকে অন্তর্দ্দৃষ্টির দিকে ধাবিত করিলেন। সেই মুহূর্ত্তেই তিনি সর্ব্বোচ্চ জ্ঞান লাভ করিলেন এবং অন্তর্দ্দৃষ্টির পূর্ণ বিকাশ হইয়া অর্হত্ত্ব প্রাপ্ত হইলেন। অতঃপর গলদেশ হইতে রজ্জু অপসারিত করিয়া তিনি প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। অর্হত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত হইয়া ভিক্ষুণী গাহিয়াছিলেন:

ভোগ তৃষ্ণায় বিভ্রান্ত ও উৎপীড়িত হইয়া, বস্তু সমূহের কারণ সম্বন্ধে উদাসীন হইয়া, অতীত দিবসের বিদ্রোহী এবং চিত্ত উন্মার্গকারী স্মৃতি কর্ত্তৃক আমি দষ্ট ও স্ফীত হইতাম।

অনবহিত হইয়া আমি সুখের স্বপ্ন দেখিতাম, চিত্তের সমতা রক্ষা আমার ক্ষমতার বহির্ভূত ছিল, উহা ভোগের স্বপ্নে আবিষ্ট ছিল।

এইরূপে দীর্ঘ সাত বৎসর অশান্তির উৎপীড়নে আমি ক্ষীণ ও পাণ্ডুবর্ণ হইয়াছিলাম।

দুঃখমগ্না হইয়া দিবারাত্রি সুখ আমার অজ্ঞাত ছিল। হতাশ হইয়া রজ্জু হস্তে আমি বন প্রবেশ করিলাম ঃ 'উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগপূর্ব্বক দেহান্তরে পুনরায় হীন জীবন যাপন করাও শ্রেয়ঃ'।

দৃঢ় পাশ বৃক্ষ শাখায় বদ্ধ করিয়া উহা গলদেশে স্থাপন করিলাম। সেই মুহূর্ত্তেই আমার চিত্ত মুক্তি লাভ করিল!

৪১

সুন্দরী নন্দা

ইনি পদুমুত্তরা বুদ্ধের সময় হংসবতী নগরে জন্মগ্রহণ করেন। বয়ঃপ্রাপ্ত হইরা তিনি বুদ্ধের উপদেশ শ্রবণ করিয়াছিলেন। ঐ

উপদেশ দানকালে বুদ্ধ একজন ভিক্ষুণীকে ধ্যানের ক্ষমতায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, বলিয়া স্বীকার করেন। ঐরূপ শ্রেষ্ঠত্ব লাভের জন্য তিনিও বদ্ধপরিকর হইয়া সুকর্ম্ম করিতে আরম্ভ করেন।[১] বহু কল্প দেব ও মনুষ্যলোকে জন্মিয়া তিনি গৌতম বুদ্ধের সময়ে শাক্য রাজবংশে নন্দারূপে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সুন্দরী নন্দা নামে খ্যাত হইয়াছিলেন। বুদ্ধত্ব প্রাপ্তির পর ভগবান যখন কপিলবস্তুতে প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক নন্দ এবং রাহুল নামক রাজকুমারদ্বয়কে সঙ্ঘভুক্ত করাইলেন, এবং পরে যখন রাজা শুদ্ধোদনের মৃত্যু হইলে মহাপ্রজাপতি ভিক্ষুণী সঙ্ঘভুক্ত হইলেন, তখন নন্দা চিন্তা করিলেন: 'আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সাম্রাজ্যের অধিকার ত্যাগ করিয়া সংসার হইতে বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক বুদ্ধ, পুরুষোত্তম, হইয়াছেন। তাঁহার পুত্র রাহুল ও সংসার ত্যাগ করিয়াছেন; ভ্রাতা রাজা নন্দ, মাতা মহাপ্রজাপতি এবং ভগ্নী, রাহুলের মাতা, সকলেই ঐ পথের অনুসরণ করিয়াছেন। এক্ষণে আমি গৃহে থাকিয়া কি করিব? আমিও গৃহ ত্যাগ করিব।' এইরূপে তিনি সংসার ত্যাগ করিলেন, কিন্তু শ্রদ্ধাবশতঃ নহে, স্বজনের প্রতি প্রেমবশতঃ। এই কারণে সংসাব ত্যাগ করিয়াও তিনি স্বীয় সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইতেন, এবং বুদ্ধের তিরস্কারের ভীতিতে তাঁহার সমীপবর্ত্তী হইতেন না। কিন্তু তাঁহার সমুচিত শিক্ষা হইল, যেরূপ অভিরূপ নন্দার হইয়াছিল[১], উভয় ঘটনার মধ্যে মাত্র এই প্রভেদ: ভগবান কর্ত্তৃক উপস্থাপিত স্ত্রীমূর্ত্তিকে ক্রমশঃ বার্দ্ধক্যে উপনীত হইতে দেখিয়া তাঁহার চিত্ত জীবনের অনিত্যতা ও দুঃখে কেন্দ্রীভূত হইয়া ধ্যান মার্গের অনুগামী হইল। ইহা দেখিয়া ভগবান তাঁহাকে নিম্নলিখিত গাথায় উপদেশ দিলেন:

১ . ১৯সং—গীতি দেখ

নন্দা! পুতি, অশুচি ও ব্যাধির এই সমষ্টিকে অবলোকন কর। সুসমাহিত ও একাগ্র হইয়া অশুভ ভাবনায় চিত্তকে নিয়োজিত কর।

এই দেহ যাহা, তোমার দেহও তাহাই; তোমার সৌন্দর্য্যের যে পরিণতি, এই সৌন্দর্য্যেরও সেই পরিণতি—মূঢ়ের আদরের বস্তু এই দুর্গন্ধময় অপবিত্র দেহের উহাই পরিণাম।

অতএব দৃঢ়সঙ্কল্পের সহিত একাগ্রচিত্তে অনুক্ষণ ইহার উপর দৃষ্টি সংবদ্ধ কর। উহাতে যথা-সময়ে একাকিনী নিজ জ্ঞানের সাহায্যে সৌন্দর্য্যের দাসত্ব মুক্ত হইরা সত্য দৃষ্টি লাভ করিবে।

এই উপদেশে মনঃসংযোগ করিয়া নন্দার জ্ঞানের উন্মেষ হইল এবং তিনি প্রথম মার্গে দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। পরে বুদ্ধ তাঁহাকে উচ্চতর জ্ঞান লাভের অনুকুল শিক্ষা প্রদান করিয়া কহিলেন: 'নন্দা, এই দেহে বিন্দুমাত্রও সার পদার্থ নাই। ইহা কেবলমাত্র ক্ষয় এবং মৃত্যুরূপে অস্থিরাশির উপর মাংস ও রক্তের লেপন।' যেরূপ ধর্ম্মপদে[১] উক্ত হইয়াছে:

'ইহা রক্ত মাংসের লেপন নিম্নস্থ অস্থি রাশি দ্বারা নির্ম্মিত দুর্গ বিশেষ, উহার অভ্যন্তরে জরা, মরণ, অহম্‌কার এবং প্রবঞ্চনা লুক্কায়িত।'

---

১ ১৫০সং শ্লোক।

বুদ্ধের বাক্য শেষ হইলে নন্দা অর্হত্ব লাভ করিলেন। স্বকীয় জয় চিন্তা করিয়া সোল্লাসে তিনি ভগবদ্বাক্যের পুনরাবৃত্তিপূর্ব্বক উহাতে স্ব-রচিত গীতি যোজনা করিলেন :

অদম্য উৎসাহের সহিত দেহের স্বরূপ ও
উৎপত্তির কারণ জিজ্ঞাসু হইয়া আমি উহার
বাহির ও অন্তর সম্যকরূপে দেখিয়াছি।
এই দেহের জন্য আর আমার চিন্তা নাই,
আমি সম্পূর্ণরূপে রাগমুক্ত।
লক্ষ্যবদ্ধ, অনাসক্ত ও শান্তচিত্তে আমি নির্ব্বাণের
শান্তি উপভোগ করিতেছি।

৪২

নন্দুত্তরা

এই নারীও পূর্ব্বোক্ত নারীদিগের ন্যায় বহু জন্মগ্রহণের পর বুদ্ধ গৌতমের আবির্ভাব কালে কুরুরাজ্যে কম্মস্‌সধম্ম নগরে ব্রাহ্মণ বংশে জন্মগ্রহণ করেন। ব্রাহ্মণদিগের শিল্প ও বিজ্ঞান শিক্ষা করিয়া নির্গ্রন্থ[১] দিগের সঙ্ঘে প্রবেশ পূর্ব্বক ভদ্রা কুণ্ডলকেশার[২] ন্যায় বাগ্মিতায় শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়া, তিনি ভারত ভ্রমণে বহির্গত হইলে ভিক্ষু মহামৌদ্গল্যায়ণের সহিত সাক্ষাৎ হইয়া তাঁহার সহিত তর্কে পরাস্ত হন। তৎপরে ভিক্ষুর উপদেশে বৌদ্ধ সঙ্ঘভুক্ত হইয়া অচিরে অর্হত্ব প্রাপ্ত হন। এই সফলতায় উচ্ছ্বসিত হৃদয়ে তিনি গাহিয়াছিলেন :

১। জৈনদিগের অপর নাম।

২।. ৪৬ সং—গীতি দেখ।

স্নানানুষ্ঠানের জন্য নদীতীর্থে গমনকালে আমি
অগ্নি, চন্দ্র, সূর্য্য ও দেবতাদিগের পূজা করিতাম।
শীর্ষার্দ্ধমুণ্ডন, ভূ-শয্যায় শয়ন, রাত্রিভোজনে
বিরতি রূপ বহুবিধ ব্রত আমি পালন করিতাম।
রাগের উদ্দীপনায় আমি রত্নালঙ্কার ও সুগন্ধ
প্রলেপাদি দ্বারা এই দেহকে ভূষিত করিতাম।
অবশেষে দেহের স্বরূপদর্শনান্তে শ্রদ্ধালাভ-
পূর্ব্বক গৃহত্যাগ করিয়া অনাগারীত্ব আশ্রয়
করিলাম। কামরাগ নির্ম্মূল হইল।
সর্ব্ব বাসনা ও কামনার সহিত জন্মচক্র ছিন্ন
হইল। সর্ব্ববন্ধনবিমুক্ত হইয়া আমি চিত্তের
শান্তি পাইলাম।

৪৩

মিত্তকালী

এই নারীও পূর্ব্বোক্ত ভিক্ষুণীদিগের ন্যায় বহু জন্ম পরিগ্রহান্তে বুদ্ধ গৌতমের আবির্ভাব কালে কুরুরাজ্যে কম্মস্‌সধম্ম নগরে ব্রাহ্মণ বংশে জন্মগ্রহণ করেন। স্মৃতি প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধীয় বিখ্যাত উপদেশ শ্রবণ করিয়া শ্রদ্ধালাভ পূর্ব্বক তিনি ভিক্ষুণী সঙ্ঘে প্রবেশ করেন। তৎপরে সাত বৎসর তিনি দান গ্রহণ এবং সম্মান অর্জ্জনে আসক্ত ছিলেন এবং গৃহত্যাগিণী হইয়াও ঐ কালে প্রায়ঃশই কলহে প্রবৃত্ত হইতেন। পরবর্ত্তী জন্মে অন্তর্দৃষ্টিতে প্রতিষ্ঠিত হইয়া তিনি অর্হত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং সাফল্যের উল্লাসে গাহিয়াছিলেন :

শ্রদ্ধায় গৃহত্যাগপূর্ব্বক অনাগারীত্ব অবলম্বন করিয়া আমি ভক্তদিগের দান এবং সংকার গ্রহণে উৎসুক ছিলাম।

পরমার্থ অবহেলা করিয়া আমি হীনার্থ সেবী হইয়াছিলাম। অনাচারে আসক্ত হইয়া প্রব্রজ্যার উচ্চ লক্ষ্যে উপনীত হইবার কোন প্রয়াস করি নাই।

স্বীয় ক্ষুদ্র কক্ষে উপবিষ্ট হইয়া মর্ম্মবেদনায় চিন্তা করিলাম: তৃষ্ণার বশবর্ত্তী হইয়া আমি উন্মার্গগামী হইয়াছি!

আমার আয়ুষ্কাল প্রায় পূর্ণ: প্রাণনাশী বার্দ্ধক্য ও ব্যাধি আসন্ন। এই দেহের বিলয়ের পূর্ব্বে আমাকে ক্ষিপ্র হইতে হইবে।

উৎপত্তি ও ধ্বংসশীল স্কন্ধ সমূহের প্রকৃত রূপ অনুধাবন করিয়া বিমুগ্ধ চিত্তে আমি উত্থান করিলাম! বুদ্ধবাক্য সত্য হইল।

৪৪

সকুলা[১]

এই নারী বুদ্ধ পদুমুত্তরের আবির্ভাবকালে হংসবতী নগরে রাজা আনন্দের কন্যা এবং বুদ্ধের বৈমাত্রেয় ভগ্নীরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া

১ ইনি পকুলা নামেও উল্লিখিত হইয়াছেন।

নন্দা নামে অভিহিত হন। একদিন তিনি বুদ্ধের উপদেশ শ্রবণ করিতেছিলেন। ঐ সময়ে বুদ্ধ একজন ভিক্ষুণীকে দিব্যচক্ষু সম্পন্ন নারীদিগের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান দান করিলে তিনিও একদিন ঐ স্থান অধিকার করিবার জন্য কৃত সংকল্প হইলেন। তৎপরে বহু সুকর্ম্ম করিয়া এবং তজ্জনিত একাধিক সুখময় জন্ম গ্রহণান্তে, যখন কাশ্যপ বুদ্ধ হইয়াছিলেন, ঐ সময় পৃথিবীতে ব্রাহ্মণ বংশে জন্ম গ্রহণপূর্ব্বক পরিব্রাজিকারূপে সংসার ত্যাগ করেন। একদিন তিনি বুদ্ধের মন্দিরে সমস্ত রাত্রিব্যাপী দীপদানের অনুষ্ঠান করেন। ফলে ত্রয়ত্রিংশতি দেবতাদিগের স্বর্গে পুনর্জন্ম গ্রহণ করিয়া তিনি দিব্যচক্ষু লাভ করেন। পরে বুদ্ধ গৌতমের সময়ে শ্রাবস্তী নগরে ব্রাহ্মণ বংশে জন্ম গ্রহণপূর্ব্বক তিনি সকুলা নামে অভিহিত হন। বুদ্ধ কর্ত্তৃক জেতবনের দান গ্রহণ অনুষ্ঠানে সহায়তা করিয়া তিনি ধর্ম্মে শ্রদ্ধাবতী হন; এবং পরবর্ত্তীকালে সঙ্ঘভুক্ত জনৈক অরহন্তের উপদেশ শ্রবণ করিয়া দ্বিধাশূন্য হৃদয়ে সঙ্ঘে প্রবেশ পূর্ব্বক অন্তর্দৃষ্টির অনুশীলন দ্বারা অচিরে অর্হত্ব প্রাপ্ত হন।

তৎপরে, পূর্ব্বোক্ত সংকল্পের ফলে তিনি দিব্যদৃষ্টিতে নৈপুণ্যের প্রতিষ্ঠা করিয়া বুদ্ধ কর্ত্তৃক উহাতে সর্ব্বোচ্চ স্থান প্রদত্ত হন। তদনন্তর হর্ষাবেশে তিনি গাহিয়াছিলেন :

গৃহবাস কালে এক ভিক্ষুর ধর্ম্মোপদেশ শ্রবণ
করিয়া আমি অক্ষয় নির্ব্বাণের মার্গ দর্শন
করিলাম।

পুত্র কন্যাও ধনধান্যাদি পরিত্যাগ পূর্ব্বক মস্তক
মুণ্ডনান্তে আমি গৃহত্যাগ করিয়া প্রব্রজ্যা
আশ্রয় করিলাম।

শিক্ষার্থিণী হইয়া উচ্চতর মার্গের অনুসরণে
আমি রাগদোষাদির সহিত সমুদয় আসব
পরিহার করিলাম।
ভিক্ষুণী ব্রত উদ্‌যাপনান্তে পূর্ব্ব জন্মের স্মৃতি
ফিরিয়া আসিল। ধ্যানোৎকর্ষলব্ধ বিশুদ্ধ,
বিমল দিব্যদৃষ্টি আমি পাইলাম।
সংস্কারকে অনাত্মা, অনিত্য ও হেতুজাত
জানিয়া, সর্ব্ব আসবের বিনাশ সাধন করিয়া
আমি এখন শান্ত, নির্ব্বাণের শান্তি প্রাপ্ত।

৪৫

সোণা

এই নারীও বুদ্ধ পদুমুত্তরের আবির্ভাবকালে হংসবতী নগরে জন্ম গ্রহণ করেন। একদিন তিনি বুদ্ধের উপদেশ শ্রবণ করিতেছিলেন। ঐ সময়ে বুদ্ধ একজন ভিক্ষুণীকে সম্যক ব্যায়ামের জন্য লব্ধপ্রতিষ্ঠ ভিক্ষুণীদিগের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান স্থান দান করিলে তিনিও একদিন ঐ স্থান অধিকার করিবার জন্য দৃঢ়সংকল্প হইলেন। অতঃপর বহু সুখময় জন্ম পরিগ্রহান্তর তিনি বুদ্ধ গৌতমের সময়ে শ্রাবস্তী নগরে এক সম্ভ্রান্ত বংশে জন্মগ্রহণ করেন। বিবাহের পর তিনি দশ সন্তানের জননী হইয়া 'বহু পুত্রিকা' নামে খ্যাত হইলেন। তাঁহার স্বামী সংসার ত্যাগ করিলে, তিনি সমস্ত ধনসম্পত্তি পুত্রগণের মধ্যে বিতরণ করিয়া নিজের জন্য কিছুই রাখিলেন না। অল্পকালের মধ্যেই পুত্র পুত্রবধূগণ তাঁহার প্রতি সম্মান প্রদর্শনে বিরত হইল।

তদনন্তর, 'যে গৃহে আমার সম্মান নাই সেখানে থাকিয়া আমি কি করিব?' ইহা কহিয়া তিনি ভিক্ষুণী সঙ্ঘে প্রবেশ করিলেন। তৎপরে তিনি চিন্তা করিলেনঃ, 'আমি বৃদ্ধ বয়সে সংসার ত্যাগ করিয়াছি; সুতরাং আমাকে একান্তে বর্ত্তমান কর্ত্তব্যে রত হইতে হইবে।' এইরূপ চিন্তা করিয়া তিনি দিবাভাগ ভিক্ষুণীদিগের সেবার জন্য নির্দ্দিষ্ট রাখিয়া সমস্ত রাত্রি ধর্ম্ম গ্রন্থ পাঠে মনোনিবেশ করিবার সংকল্প করিলেন। এইরূপে তিনি স্থির লক্ষ্যে ও অবিচলিত চিত্তে স্বীয় সংকল্প কার্য্যে পরিণত করিলেন। তাঁহার দৃঢ় অধ্যবসায় সর্ব্বজনবিদিত হইল। ভগবান বুদ্ধ তাঁহার জ্ঞানের পূর্ণতা দেখিয়া মহিমা বলে তাঁহার সম্মুখে উপবিষ্টরূপে প্রকাশিত হইয়া কহিলেনঃ

'শতবর্ষের দীর্ঘায়ু লইয়া অমৃতপদের সন্ধান না পাওয়া অপেক্ষা উহার সন্ধান পাইয়া মাত্র একদিন জীবন ধারণও শ্রেয়ঃ।'

বুদ্ধের বাক্য শেষ হইলে তিনি অর্হত্ব প্রাপ্ত হইলেন। তৎপরে ভিক্ষুণীদিগের শ্রেণী নির্দ্দেশকালে ভগবান তাঁহাকে সম্যক ব্যায়ামে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান দান করিলেন। সিদ্ধির উল্লাসে তিনি গাহিলেনঃ

> স্কন্ধ সমূহের এই মিলন মন্দিরে[১] আমি দশ পুত্রকন্যা ধারণ করিয়াছিলাম। দুর্ব্বল ও জীর্ণ হইয়া আমি এক ভিক্ষুণীর নিকট গমন করিলে তিনি আমাকে স্কন্ধ ও আয়তন[২] সমূহের ধর্ম্ম সম্বন্ধে উপদেশ দিলেন।

১ এই দেহে।

২ পঞ্চ স্কন্ধ—যথা, রূপ, বেদনা, অনুভূতি, সংস্কার ও চৈতন্য।

আয়তন—(ক) ছয়টী অধ্যাত্মিকা এবং (খ) ছয়টী বাহিরা, যথা—(ক) চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, কায় এবং মন; (খ) রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ ও ধর্ম্ম।

তাঁহার উপদেশ শ্রবণে মুণ্ডিত মস্তক হইয়া
আমি প্রব্রজ্যা আশ্রয় করিলাম।
ত্রিবিদ্যার অনুশীলনে[১] আমি নির্ম্মল দিব্য চক্ষু
লাভ করিলাম; দূরাতীতের জন্ম ও নিবাসস্থল
সমূহ আমার জ্ঞাত হইল।
আমি এখন একাগ্র ও সুসমাহিত হইয়া
অনিমিত্তের[২] ভাবনা করিতেছি। মুক্তি প্রাপ্ত
ও অনাসক্ত হইয়া আমি নির্ব্বাণে প্রবেশ
করিয়াছি।
পঞ্চস্কন্ধের এই সংযোগ আমার পরিজ্ঞাত।
উহা এক্ষণে ছিন্ন মূল। আমি অচল—
পুনর্জন্মহীন।

৪৬

ভদ্রা কুণ্ডলকেশা

এই নারীও যখন পদুমুত্তর বুদ্ধ হইয়াছিলেন, ঐ সময় হংসবতী নগরে এক সম্ভ্রান্ত কুলে জন্মগ্রহণ করেন। একদিন তিনি বুদ্ধের উপদেশ শ্রবণকালে বুদ্ধ এক ভিক্ষুণীকে তীক্ষ্ণ উপজ্ঞা সম্পন্ন ভিক্ষুণী-দিগের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান নির্দ্দেশ করায়, তিনি একদিন ঐ স্থান অধিকার করিতে কৃত সংকল্প হইলেন। বহু পুণ্য সঞ্চয় করিয়া

১ ৪ সং-গীতি দ্রষ্টব্য।
২ ১৯ সং-গীতি দ্রষ্টব্য।

এবং দেব ও মনুষ্যলোকে বহু জন্ম পরিগ্রহান্তর, বুদ্ধ কাশ্যপের আবির্ভাবকালে তিনি কাশীরাজ কিকির সপ্ত কন্যার মধ্যে অন্যতম[১] হইয়া জন্ম গ্রহণ পূর্ব্বক বিংশতি সহস্র[২] বৎসর ধরিয়া শীলাব্রত পালন করেন এবং সঙ্ঘের জন্য একটী বাসস্থান নির্ম্মাণ করিয়া দেন। সর্ব্বশেষে বুদ্ধ গৌতমের সময় তিনি রাজগৃহ নগরে রাজ কোষাধ্যক্ষের বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া ভদ্রা নামে অভিহিত হন। বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া একদিন তিনি দেখিলেন যে নগররক্ষী রাজাদেশে রাজপুরোহিতের পুত্র সখুকে দস্যুতার অপরাধে বধার্থ লইয়া যাইতেছে। অপরাধীর প্রতি প্রেমাকৃষ্ট হইয়া তিনি শয্যাশ্রয় পূর্ব্বক কহিলেনঃ 'উঁহাকে পাইলে জীবন ধারণ করিব, নচেৎ মরিব।' পিতা ইহা অবগত হইয়া কন্যার প্রতি গভীর স্নেহবশতঃ রক্ষীকে প্রচুর উৎকোচ দান পূর্ব্বক অপরাধীকে মুক্ত করিলেন। পিতার অনুমতিক্রমে চৌর রত্নালঙ্কার ভূষিতা ভদ্রার নিকট আনীত হইলে সে ভদ্রার রত্নসমূহের প্রতি লোভপরবশ হইয়া কহিলঃ 'ভদ্রা, নগর রক্ষীরা যখন আমাকে শৈলশৃঙ্গে বধ্যভূমিতে লইয়া যাইতেছিল, তখন আমি উক্ত স্থানের দেবতার নিকট অঙ্গীকার করিয়াছিলাম যে প্রাণরক্ষা হইলে অর্ঘ্যদ্বারা তাঁহার পূজা করিব। তুমি অর্ঘ্য প্রস্তুত কর।' তাহার মনোরঞ্জনার্থ ভদ্রা ঐ অনুরোধ পালন করিলেন। সমুদয় রত্নাদি অঙ্গে ধারণ করিয়া তিনি দুষ্টের সহিত রথারোহণে শৈল শৃঙ্গাভিমুখে গমন করিলেন। দুষ্ট ভদ্রার অনুচরবর্গকে বিদায় দিয়া একাকী তাঁহাকে লইয়া শৈলারোহণ করিল। তাহার আচরণে ভদ্রা তাহার অভিসন্ধি বুঝিতে পারিলেন। তৎপরে সে ভদ্রাকে

১ ১২সং—গীতি দেখ

২ কাশ্যপ বুদ্ধের সময় আয়ুষ্কাল ঐরূপ দীর্ঘ ছিল।

তাঁহার সমুদয় অলঙ্কার দেহ হইতে উন্মোচন করিতে আদেশ করিল। ভদ্রা জিজ্ঞাসা করিলেন তিনি কি অপরাধ করিয়াছেন। উত্তরে দুষ্ট কহিল: 'তুমি কি মনে কর আমি এখানে অর্ঘ্য দিতে আসিয়াছি? আমি তোমার রত্নাভরণ লইবার জন্য এখানে আসিয়াছি।' 'কিন্তু, প্রিয়, অলঙ্কার কাহার, আমিই বা কাহার?' 'আমি তাহা জানি না' 'তথাস্তু; কিন্তু আমার একটি ইচ্ছা পূর্ণ কর: আমাকে সালঙ্কারা হইয়া তোমায় আলিঙ্গন করিতে দাও।' দুষ্ট সম্মত হইল। আলিঙ্গন করিবার ছলে ভদ্রা তাহাকে ধাক্কা দিয়া শৈল শৃঙ্গ হইতে ফেলিয়া দিলেন। স্থানীয় দেবতা ইহা দেখিয়া ভদ্রার চাতুর্য্যের প্রশংসা করিয়া কহিলেন:

'সর্ব্বক্ষেত্রেই মানুষ নারীর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নয়; নারীও তীক্ষ্ণদৃষ্টি হইলে পুরুষের সমকক্ষ হইতে পারে। নারীও চতুর, সে চিন্তা করিতে মুহূর্ত্তমাত্র সময় লয়।'

তদনন্তর ভদ্রা চিন্তা করিলেন: 'অতঃপর আমি আর গৃহে ফিরিব না;' আমি সংসার ত্যাগ করিব। এইরূপে তিনি নিগ্রর্ন্থদিগের-সঙ্ঘভুক্ত হইলেন। তাহারা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল: 'তুমি কোন্ শ্রেণীর ভিক্ষুণী হইবে?' তিনি উত্তর করিলেন, 'যে শ্রেণীতে কঠোরতম নিয়ম পালন করিতে হয় সেই শ্রেণীতে।' এইরূপে তাহারা তালবৃন্তের কঙ্কতিকা দ্বারা তাঁহার কেশোৎপাটন করিল। (কুণ্ডলাকারে কেশের পুনরাবির্ভাব হইলে তিনি কুণ্ডলকেশা নামে অভিহিত হইলেন)। নিগ্রর্ন্থদিগের শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া তিনি সিদ্ধান্ত করিলেন যে উহা সম্যক জ্ঞান দানে অসমর্থ। এই হেতু তিনি নিগ্রর্ন্থদিগকে পরিত্যাগ করিয়া যেখানেই বিদ্বানগণের সন্ধান পাইলেন সেইখানেই গমন পূর্ব্বক তাহাদের নিকট শিক্ষাগ্রহণ করিয়া

এতই বিদুষী হইলেন যে বিতর্কে তাঁহার সমকক্ষ তিনি কাহাকেও দেখিলেন না। তৎপরে তিনি একটী গ্রামের প্রবেশদ্বারে একটী বালুকার স্তূপ করিয়া উহার উপর একটী জম্বুবৃক্ষের শাখা রোপণ পূর্ব্বক বালক বালিকাদিগকে উহার প্রতি দৃষ্টি রাখিতে অনুরোধ করিয়া কহিলেন, "'যে আমার সহিত তর্কযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে সক্ষম, সে এই শাখা পদদলিত করিতে পারে।' ইহা কহিয়া তিনি আবাসে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। সপ্তাহকাল পরেও শাখা দণ্ডায়মান রহিল দেখিয়া তিনি উহা লইয়া প্রস্থান করিলেন।

ঐ সময় ভগবান বুদ্ধ ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তনে নিযুক্ত হইয়া শ্রাবস্তীর নিকটস্থ জেতবন উদ্যানে অবস্থান করিতেছিলেন। তাঁহার প্রিয় শিষ্য সারিপুত্র উক্ত শাখা দেখিয়া ভদ্রার অহঙ্কারকে দমন কবিবার ইচ্ছা করিলেন। তিনি বালক বালিকাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কিজন্য এই শাখা এখানে রক্ষিত হইয়াছে?' তাহারা তাঁহাকে সমস্ত বলিল। সারিপুত্র কহিলেন, 'যদি তাহাই হয়, শাখা পদদলিত কর।' বালক বালিকারা তাহাই করিল। তৎপরে কুণ্ডলকেশা নগরে ভিক্ষা হইতে প্রত্যাবর্ত্তনকালে পদদলিত শাখা দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন কে এইরূপ করিয়াছে। সমস্ত অবগত হইয়া তিনি চিন্তা করিলেন, 'অসমর্থিত তর্ক ফলপ্রসূ হয় না।' তৎপরে পুনরায় শ্রাবস্তীতে গমন পূর্ব্বক পথ হইতে পথান্তরে ভ্রমণ করিয়া কহিতে লাগিলেন, 'শাক্য-বংশীয় তপস্বীদিগের সহিত আমার তর্কযুদ্ধ কে দেখিতে চাও?' এইরূপে বহু ব্যক্তি তাঁহার সমীপবর্ত্তী হইলে তিনি তাহাদিগকে লইয়া বৃক্ষতলোপবিষ্ট সারিপুত্রের নিকট উপস্থিত হইয়া রীত্যনুযায়ী অভি-বাদনান্তে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আমার জম্বু শাখা কি আপনারই আদেশে দলিত হইয়াছে?' 'হাঁ, আমারই আদেশে।' 'তাহা হইলে

আসুন, আমরা তর্কে প্রবৃত্ত হই।' 'উত্তম।' 'কে প্রশ্ন করিবে, কে উত্তর দিবে?' 'আমাকেই প্রশ্ন কর; ইচ্ছামত আমাকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা কর।' এইরূপে উভয়ে প্রশ্নোত্তরে নিযুক্ত হইয়া সারিপুত্র জিজ্ঞাসিত সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিলেন। প্রশ্ন নিঃশেষ হইলে ভদ্রা নিরস্ত হইলেন। তৎপরে সারিপুত্র কহিলেন, 'তুমি আমাকে অনেক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছ; আমি তোমাকে মাত্র একটি প্রশ্ন করিব।' 'তথাস্তু।' 'এক কি?' কুণ্ডলকেশা হতবুদ্ধি হইয়া কহিলেন, 'দেব, আমি জানি না।' সারিপুত্র কহিলেন, 'তুমি যখন ইহাও জান না, তখন আর কি জানা তোমার পক্ষে সম্ভব হইবে?' ইহা কহিয়া তিনি ভদ্রাকে ধর্ম্মশিক্ষা দিলেন। ভদ্রা তাঁহার পদতলে পতিত হইয়া কহিলেন, 'দেব, আমি আপনার শরণ লইতেছি।' 'ভদ্রা, আমার শরণ লইও না; ভগবান বুদ্ধের নিকট গিয়া তাঁহার শরণ লও, তিনি দেব ও মনুষ্যলোকে সর্ব্বপ্রধান।' 'আমি তাহাই করিব' ভদ্রা ইহা কহিয়া সেই দিনই সন্ধ্যায় ভগবান নির্দ্দিষ্ট ধর্ম্মোপদেশের সময় তাঁহার নিকট গিয়া ও তাঁহার পূজা করিয়া এক প্রান্তে দণ্ডায়মান রহিলেন। বুদ্ধ, ভদ্রার জ্ঞানের, পূর্ণতা অবগত হইয়া কহিলেন:

'গাথা সহস্র শ্লোকাত্মক হইলেও যদি উহা অর্থহীন হয়, তাহা হইলে অর্থপূর্ণ শান্তিপ্রদায়ী একটী মাত্র শ্লোকও উহাপেক্ষা শ্রেয়ঃ।'

বুদ্ধের বাক্য সমাপ্ত হইলে ভদ্রা অর্হত্ব প্রাপ্ত হইলেন। পরে তিনি বুদ্ধ কর্ত্তৃক অভিষিক্ত হইয়া সঙ্ঘে প্রবেশ করিলেন। ভিক্ষুণী-দিগের জন্য নির্দ্দিষ্ট বাসস্থানে গমন করিয়া তিনি নির্ব্বাণের শান্তি উপভোগ পূর্ব্বক পরমানন্দে গাহিলেন:

কেশহীন, ধূলিম্লান ও একবস্ত্রাবৃত হইয়া আমি
ভ্রমণ করিতাম। যাহা বর্জ্জনীয় তাহা গ্রহণীয়

মনে করিতাম, যাহা অবর্জ্জনীয় তাহা পরিহার
করিতাম।

দিবা বিশ্রামান্তে গৃধ্রকূটে গমন করিয়া ভিক্ষু-
সঙ্ঘপূজিত ভগবান বুদ্ধকে দেখিলাম।

নতজানু হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে বুদ্ধের পূজা
করিলাম। 'ভদ্রে, এস!' কহিয়া বুদ্ধ আমাকে
অভিষিক্ত করিলেন।

পঞ্চাশৎ বৎসর অঙ্গ, মগধ, বজ্জী, কাশী এবং
কোশলদেশে ভ্রমণ করিয়া, অঋণী হইয়া,
ভিক্ষালব্ধ অন্নে আমি জীবনধারণ করিয়াছি।

যে বিজ্ঞ উপাসক মুক্তচিত্ত ভদ্রাকে চীবর দান
করিয়াছিলেন, তিনি বহু পুণ্য অর্জ্জন
করিয়াছেন।

৪৮

পটাচারা

এই নারীও বুদ্ধ পদুমুত্তর আবির্ভূত হইবার কালে হংসবতী নগরে এক সম্ভ্রান্ত বংশে জন্মগ্রহণ করেন। একদিন যখন তিনি বুদ্ধের উপদেশ শ্রবণ করিতেছিলেন, তখন বুদ্ধ একজন ভিক্ষুণীকে সঙ্ঘের নিয়মাবলীতে অভিজ্ঞ ভিক্ষুণীদিগের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান দান করিলেন। উহা দেখিয়া তিনিও ঐরূপ সম্মান লাভ করিবার জন্য দৃঢ় সংকল্প করিলেন। জীবনব্যাপী সুকর্ম্ম করিয়া তিনি স্বর্গে ও পৃথিবীতে বহু

জন্মগ্রহণান্তর বুদ্ধ কাশ্যপের সময় কাশীরাজ কিকির সপ্ত কন্যার মধ্যে, অন্যতমা রূপে জন্মগ্রহণ করেন। বিংশতি সহস্র বৎসর পবিত্র জীবন যাপন করিয়া তিনি সঙ্ঘের নিমিত্ত বাসস্থান নির্ম্মাণ করিয়া দেন। পৃথিবীতে যখন কোন বুদ্ধ ছিলেন না ঐ সময় ঐশ্বর্য্যশালিনী হইয়া তিনি দেবতাদিগের মধ্যে বাস করেন। সর্ব্বশেষে, গৌতম বুদ্ধের আবির্ভাব কালে তিনি শ্রাবস্তী নগরে রাজকোষাধ্যক্ষের গৃহে জন্মগ্রহণ করেন। বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া তিনি গৃহে নিযুক্ত একজন পরিচারকের সহিত ঘনিষ্ঠতা স্থাপন করিয়াছিলেন। পিতামাতা সমপদস্থ এক যুবকের সহিত তাঁহার বিবাহের দিন স্থির করিলে তিনি প্রণয়ীর সহিত গৃহত্যাগ করিয়া এক ক্ষুদ্র পল্লীতে বাস করিতে লাগিলেন। প্রসবের সময় নিকটবর্ত্তী হইলে তিনি কহিলেন, 'স্বামিন্, আমার শুশ্রূষা করিবার এখানে কেহই নাই, চল আমরা গৃহে যাই।' স্বামী 'আজ যাইব, কাল যাইব' করিয়া বিলম্ব করায় তিনি অবশেষে কহিলেন, 'এই নির্ব্বোধ কখনই আমাকে গৃহে লইয়া যাইবে না।' তৎপরে স্বামীর অনুপস্থিতিতে পথভ্রমণের সমস্ত আয়োজন শেষ করিয়া একাকিনী বহির্গত হইলেন। যাইবার সময় তাঁহার গৃহযাত্রার সংবাদ স্বামীকে দিবার জন্য প্রতিবেশীগণকে অনুরোধ করিয়া গেলেন। গৃহে ফিরিয়া সমস্ত অবগত হইয়া স্বামী অনুতাপ সহকারে কহিলেন, 'আমারই কারণে সম্ভ্রান্ত বংশের কন্যা আজ অসহায়।' তৎপরে তিনি দ্রুতপদে গমন করিয়া স্ত্রীর নিকটে পৌছিলেন। গৃহে পৌছিবার অর্দ্ধপথ অতিক্রম করিলে স্ত্রী প্রসববেদনা অনুভব করিলেন। প্রসবান্তে তাঁহারা পুনরায় পল্লীতে ফিরিয়া আসিলেন। আসন্ন দ্বিতীয় প্রসবের সময়ও পূর্ব্বানুরূপ ঘটিল। প্রভেদ এই যে মধ্যরাত্রিতে স্ত্রী যখন প্রসববেদনা অনুভব করিলেন, তখন প্রবল ঝটিকা উত্থিত হইল। স্ত্রী কহিলেন, 'স্বামিন্,

বৃষ্টি নিবারণের উপায় কর।' যখন স্বামী অরণ্যে তৃণ ও কাষ্ঠ সংগ্রহে প্রবৃত্ত ছিলেন, ঐ সময় সর্প দংশনে ভূপতিত হইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। স্ত্রী গভীর উদ্বেগে স্বামীর অপেক্ষায় ভয়ার্ত্ত রোরুদ্যমান শিশুদ্বয়কে বক্ষে ধারণ করিয়া ভূমিতে অবনত দেহে সমস্ত রাত্রি অতিবাহিত করিবার পর প্রত্যূষে স্বামীর অনুসন্ধান করিয়া তাঁহার মৃতদেহ দেখিতে পাইলেন। ক্রন্দন করিয়া তিনি কহিলেন, 'হায়, আমারই জন্য স্বামী মৃত।' সমস্ত রাত্রি তিনি অশ্রুমোচন ও বিলাপ করিলেন। এদিকে তাঁহার পথস্থ নদী অত্যধিক বারিপাতে স্ফীত হইয়া আজানু গভীর হইয়াছিল, তিনি উদ্ভ্রান্তি ও দুর্ব্বলতা বশতঃ উভয় শিশুকে লইয়া নদী উত্তরণে অক্ষম হইয়া বয়োজ্যেষ্ঠকে এই তীরে রক্ষা করিয়া কনিষ্ঠকে লইয়া অপর পারে গমন করিলেন। স্বীয় মস্তকাবরণ বস্ত্র বিস্তৃত করিয়া তদুপরি শিশুকে শায়িত করিয়া পুনরায় নদীমধ্যে গমন করিলেন। অর্দ্ধপথ অতিক্রম করিবার পর একটী শ্যেন পক্ষী, শিশুটীকে মাংসখণ্ড বোধে তাহার উপর পতিত হইয়া তাহাকে উর্দ্ধে তুলিল। মাতার করতালির শব্দ ও চীৎকার কার্য্যকরী হইল না, কারণ তিনি অনেক দূরে ছিলেন। বয়োজ্যেষ্ঠ শিশু, মাতা তাহারই জন্য চীৎকার করিতেছেন মনে করিয়া, উত্তেজনায় নদীগর্ভে পতিত হইল। এইরূপে উভয় সন্তানই হারাইয়া মাতা ক্রন্দন করিতে করিতে শ্রাবস্তীতে উপনীত হইলেন। তথায় একজন মনুষ্যের সহিত সাক্ষাৎ হইলে তিনি উহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমি কোথায় বাস কর?' সে উত্তর করিল, 'শ্রাবস্তীতে।' তৎপরে স্বীয় পিতামাতা ও তাঁহাদের বাসস্থানের উল্লেখ করিয়া তিনি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, 'শ্রাবস্তীর ঐ লোকদিগকে তুমি জান?' 'আমি তাহাদিগকে জানি, কিন্তু তাহাদের কথা আমাকে জিজ্ঞাসা করিবেন না, অন্য কিছু জিজ্ঞাসা করুন।'

'আমি অন্য কিছু জানিতে চাই না। আমি তাহাদের বিষয়ই জানিতে চাই।' 'আপনি কি নিজেই বুঝিতে পারিতেছেন না? গতরাত্রির বৃষ্টি আপনি অবগত আছেন?' 'সত্য, আমি নিজে সমস্ত রাত্রি বৃষ্টিতে ভিজিয়াছি। আমি এখনই তোমাকে সমস্ত বলিব। কিন্তু প্রথমে তুমি আমাকে বল, ঐ কোষাধ্যক্ষের পরিবারবর্গের কি হইয়াছে।' 'গত রাত্রে গৃহ ভগ্ন হইয়া তাহাদের উপর পতিত হয়, এখন কোষাধ্যক্ষ, তাঁহার স্ত্রী ও তাঁহার পুত্র একাই চিতায় দগ্ধ হইতেছেন। ঐ দেখুন, চিতার ধূম দেখা যাইতেছে।' ইহা শুনিয়া তিনি শোকে উন্মাদিনী প্রায় হইলেন, অঙ্গের বসন খসিয়া পড়িতে লাগিল, তিনি তাহাও জানিতে পারিলেন না।

> 'দুই সন্তানই হারাইয়াছি, অরণ্যে স্বামীর
> মৃতদেহ পড়িয়া আছে; একই চিতায় মাতা,
> পিতা ও ভ্রাতা দগ্ধ হইতেছেন,'

এইরূপ বিলাপোক্তি করিয়া ঐ দিন হইতে তিনি ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। কটিসংলগ্ন বস্ত্র চ্যুত হওয়ায় তাঁহার নাম হইয়াছিল 'পটাচারা'।[১] জনসাধারণ তাঁহাকে দেখিয়া কহিল, 'দূর হও, উন্মাদিনী।' কেহ তাঁহার মস্তকে আবর্জ্জনা নিক্ষেপ করিল, কেহ ধূলি, কেহ বা মৃত্তিকা নিক্ষেপ করিল। ঐ সময় বুদ্ধ জেতবন উদ্যানে বহু সংখ্যক শ্রোতা পরিবেষ্টিত হইয়া ধর্ম্মোপদেশ দিতেছিলেন। তিনি নারীকে ঐরূপে ভ্রমণ করিতে দেখিয়া তাঁহার জ্ঞানের পূর্ণতা প্রাপ্তি অভিলাষ করিলেন। নারী বিহারাভিমুখে আগমন করিলে ভগবানও সেইদিকে অগ্রসর হইলেন। শ্রোতৃবর্গ নারীকে দেখিয়া কহিল:

---

১. পট (পট্ট) + আচার।

'উন্মাদিনীকে যেন এখানে আসিতে দেওয়া না হয়।' ভগবান কহিলেন, : 'উহাকে বাধা দিও না।' তৎপরে নারী তাঁহার সমীপবর্ত্তিনী হইলে তিনি তাঁহাকে কহিলেন : 'ভগিনি, তুমি স্মৃতি পুনঃ প্রাপ্ত হও।' বুদ্ধের অলৌকিক প্রভাবে হৃত স্মৃতি পুনঃ প্রাপ্ত হইয়া তিনি দেখিলেন যে তিনি বিবসনা। লজ্জা ও জ্ঞানের উদয়ে অভিভূত হইয়া তিনি সঙ্কুচিত দেহে বসিয়া পড়িলেন। এক ব্যক্তি তাহার গাত্রবস্ত্র তাঁহাকে দান করিল। তিনি উহাতে দেহ আবৃত করিয়া বুদ্ধের নিকটস্থ হইয়া তাঁহার পদতলে পতিত হইলেন। পরে বুদ্ধের পূজা করিয়া কহিলেন : 'ভগবান, রক্ষা কর। আমার এক সন্তান শ্যেন পক্ষী দ্বারা অপহৃত, অপরটী জলমগ্ন; পিতামাতা ও ভ্রাতা ভগ্ন গৃহের পতনে বিনষ্ট হইয়া একই চিতায় দগ্ধ হইতেছেন।' এইরূপে তিনি বুদ্ধের নিকট শোকের কারণ ব্যক্ত করিলেন। বুদ্ধ তাঁহাকে এইরূপ শিক্ষা দিলেন : 'পটাচারা, তোমার হৃত ধনের পুনরুদ্ধার অসম্ভব। সন্তান প্রভৃতির জন্য তুমি যেমন এখন অশ্রুপাত করিতেছ, সেইরূপ পূর্ব্বেও অগণ্য জন্মে একই কারণে অশ্রুপাত করিয়াছ। তোমার অশ্রু চারিটী মহাসমুদ্রের একত্রীভূত বারি অপেক্ষাও অধিক :

'দুঃখতপ্ত মানুষের অশ্রুর রাশি মহাসমুদ্র চতুষ্টয়ের বারিরাশি অপেক্ষাও অধিক। শোকমগ্ন হইয়া বৃথা কেন জীবন নষ্ট করিতেছ?'

এইরূপে কোন্ পথে মুক্তি অলভ্য, ভগবানের উপদেশে তাহা অবগত হইয়া সন্তপ্তা জননীর শোকের ভার অপেক্ষাকৃত লঘু হইল। ভগবান্ পুনরায় কহিলেন, 'পটাচারা, লোকান্তরে সন্তান সন্ততি, আত্মীয় কুটুম্ব কেহই মানুষকে কোন প্রকার সাহায্য করণে অক্ষম। এই পৃথিবীতেই তাহারা উহা করিতে অসমর্থ। সেই হেতু, জ্ঞানী

মাত্রই বিশুদ্ধ আচারপরায়ণ হইয়া নির্ব্বাণ-প্রদায়ী মার্গের অনুশীলন করিবেন।' শোকাতুরা নারীকে এইরূপ উপদেশ দানান্তে বুদ্ধ কহিলেন:

'পুত্র, পিতা, আত্মীয়বর্গ কেহই রক্ষা করিতে সমর্থ নয়। মৃত্যুর গ্রাসে পতিত হইলে রক্তের সম্বন্ধ তোমাকে আশ্রয় দিবে না। এই সত্য অনুধাবন করিয়া প্রাজ্ঞ শীলা পালন পূর্ব্বক সত্বরে নির্ব্বাণের পথ পরিষ্কৃত করেন।'

বুদ্ধের বাক্য সমাপ্ত হইলে পটাচারা 'সোতাপন্ন'[১] হইয়া অভিষেকের বাসনা করিলেন। বুদ্ধ তাঁহাকে ভিক্ষুণীদিগের সমীপস্থ করিয়া সঙ্ঘভুক্ত করাইলেন।

উচ্চতর মার্গের অনুশীলনে রত হইয়া পটাচারা একদিন একটি বাটি জলে পূর্ণ করিয়া পাদ প্রক্ষালনান্তে পাত্রস্থ জলের কিয়দংশ ঢালিয়া ফেলিলেন। জল অল্পদূর গড়াইয়া অদৃশ্য হইল। পুনরায় তিনি ঐরূপ করিলেন, জল পূর্ব্বাপেক্ষা বেশীদূর গমন করিল। তৃতীয়বার জল আরও বেশীদূর গিয়া পরে অদৃশ্য হইল। এই ঘটনাকে ধ্যানের ভিত্তি করিয়া তিনি চিন্তা করিলেন. 'এইরূপেই জীবসমূহও বাল্যে, কিম্বা মধ্য বয়সে, কিম্বা বার্দ্ধক্যে মরণ প্রাপ্ত হয়।' গন্ধ-কুটীতে উপবিষ্ট ভগবান মহিমার বিকাশ পূর্ব্বক পটাচারার সম্মুখস্থরূপে প্রকাশিত হইয়া কহিলেন: 'পটাচারা, সর্ব্বজীবই মৃত্যুর অধীন; অতএব; এমন ভাবে জীবনধারণ করা উচিত যাহাতে পঞ্চস্কন্ধের আবির্ভাব ও তিরোভাব দৃষ্ট হয়। ঐ দৃষ্টি লাভ না করিয়া শতবর্ষ বাঁচিয়া থাকা অপেক্ষা উহা লাভ করিয়া মাত্র একদিন—এক মুহূর্ত্তও জীবন ধারন শ্রেয়:

১ মুক্তির চারিটী সোপানের প্রথম। অপর তিনটা যথাক্রমে সকৃতাগামী, অনাগামী, অর্হৎ।

'যে মানুষ শতবর্ষ জীবিত থাকিয়া বস্তু সমূহের উৎপত্তি ও বিনাশ দেখিতে পায় না, তাহার পক্ষে উহা দেখিয়া মাত্র এক দিন জীবন ধারনও শ্রেয়ঃ।'

বুদ্ধের বাক্য শেষ হইলে পটাচারা অর্হত্ব প্রাপ্ত হইলেন। স্বীয় সফলতার উল্লাসে তিনি গাহিলেনঃ

লাঙ্গলদ্বারা ভূমি কর্ষণ ও বীজ বপনপূর্ব্বক মনুষ্য ধন লাভ করিয়া স্ত্রীপুত্র প্রতিপালন করে।

শীলাবতী ও বুদ্ধশাসন পালনে তৎপর হইয়া, অনলস ও নিরহঙ্কার হইয়া আমি নির্ব্বাণ পাইব না ?

একদিন পাদপ্রক্ষালনান্তে নিম্নগামী জলপ্রবাহ নিরীক্ষণ করিয়া, উচ্চ শ্রেণীর অশ্ব যেরূপে শিক্ষিত হয়, সেইরূপ আমি চিত্তকে শান্ত করিলাম।

তৎপরে কক্ষে গমনপূর্ব্বক দীপ জ্বালিয়া শয্যোপরি উপবিষ্ট হইয়া দীপশিখা নিরীক্ষণ করিতে লাগিলাম। পরে সূচী লইয়া দীপ-বর্ত্তিকা নিম্নে টানিয়া তৈলে নিমজ্জিত করিলাম —দীপের নির্ব্বাণ হইল! আমার চিত্তও দীপেরই ন্যায় মুক্ত হইল!

৪৮

পটাচারার ত্রিংশতি ভিক্ষুণী

এই নারীগণও পূর্ব্ববর্ত্তী বুদ্ধদিগের সময়ে সংকল্পবদ্ধ হইয়া, জন্ম জন্মান্তরে অক্ষয় পুণ্য সঞ্চয় করিয়া মুক্তির পথে সুপ্রতিষ্ঠিত হইযাছিলেন। বুদ্ধ গৌতমের আবির্ভাব কালে তাঁহারা বিভিন্ন-স্থানে সদ্বংশে জন্ম গ্রহণ পূর্ব্বক পটাচারার উপদেশ শ্রবণান্তর তদ্দ্বারা দীক্ষিত হইয়া সঙ্ঘে প্রবেশ করেন। যৎকালে তাঁহারা ধর্ম্মানু-শীলনে ও স্বীয় স্বীয় কর্ত্তব্যে রত ছিলেন, ঐ সময় পটাচারা তাঁহা-দিগকে নিম্নলিখিত উপদেশে সম্বুদ্ধ করেন:

> পুরুষ মুষলাদি দ্বারা ধান্য চূর্ণ করণে রত হইয়া, স্ত্রীপুত্রের ভরণপোষণার্থে, ধনাহরণ করে।
>
> তোমরা বুদ্ধের ইচ্ছা পূরণে রত হও, উহা অনুতাপ আনয়ন করিবে না। শীঘ্র পাদ-প্রক্ষালনান্তে একাকিনী হইয়া উপবেশন কর, চিত্তকে শান্ত করিয়া বুদ্ধের ইচ্ছা পূর্ণ কর।

উপদেশ শ্রবণান্তে ভিক্ষুণীগণ উদ্বুদ্ধ হইয়া অন্তর্দৃষ্টিতে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। পরে উহার যথাযথ অনুশীলনে জ্ঞানের উচ্চ শিখরে আরোহণ পূর্ব্বক অর্হত্ব লাভ করিলেন। তাঁহারা সাফল্যের উল্লাসে নিম্নলিখিত গীতি গাহিয়া উহাতে পটাচারার উক্তি যোজনা করিলেন:

> পটাচারার উপদেশানুবর্ত্তিনী হইয়া ভিক্ষুণীগণ অবিলম্বে পাদপ্রক্ষালন করিয়া একাকিনী

হইয়া উপবেশন পূর্ব্বক চিত্তের শান্তি রক্ষায় নিযুক্ত হইয়া বুদ্ধশাসন পালনে রত হইলেন।

রাত্রির প্রথম প্রহরে পূর্ব্বজন্মের স্মৃতি এবং দ্বিতীয় প্রহরে নির্ম্মল দিব্য চক্ষু আসিল ; শেষ প্রহরে অবিদ্যার অন্ধকার দূর হইল।

উত্থান করিয়া তাঁহারা পটাচারার পাদ বন্দনা করিলেন ঃ তোমার ইচ্ছা পূর্ণ! সংগ্রামে অপরাজেয় ত্রিংশতি দেবাধিপতি ইন্দ্র যেরূপ পূজিত, আমরাও সেইরূপেই তোমার পূজা করিব। আমরা ত্রিবিদ্যালব্ধ ও আসবমুক্ত।

৪৯

চন্দ্রা

এই নারীও পূর্ব্বোক্তদিগের ন্যায় অতীতে বহু জন্ম পরিগ্রহান্তর বুদ্ধ গৌতমের সময় এক ব্রাহ্মণ-পল্লীতে কোন অজ্ঞাতনামা ব্রাহ্মণের কন্যারূপে জন্ম গ্রহণ করেন। শৈশবেই পিতামাতা হৃতসর্ব্বস্ব হওয়ায় তিনি অতিশয় দুঃখ দুর্দ্দশার মধ্যে প্রতিপালিত হইয়াছিলেন।

সংক্রামক ব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়া আত্মীয়বর্গ মৃত্যুমুখে পতিত হইলে স্বীয় ভরণ-পোষণে অক্ষম হইয়া তিনি দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া জীবন ধারণ করিতে লাগিলেন। একদিন তিনি পটাচারার সমীপে উপস্থিত হইলেন। উহার কিয়ৎ পূর্ব্বেই পটাচারা আহার সমাপ্ত করিয়াছিলেন। ভিক্ষুণীগণ, দুর্দ্দশাগ্রস্তা ক্ষুধার্ত্তা নারীকে দর্শন করিয়া

তাঁহার প্রতি দয়াপরবশ হইয়া ভুক্তাবশিষ্ট খাদ্যে তাঁহার ক্ষুধা শান্তি করিলেন। ভিক্ষুণীদিগের বদান্যতায় হৃষ্টচিত্ত হইয়া চন্দ্রা উপদেশ দান নিরতা থেরীর সমীপবর্ত্তী হইয়া তাঁহাকে সম্মান প্রদর্শনান্তে এক প্রান্তে উপবেশন করিলেন। মনোনিবেশ পূর্ব্বক উপদেশ শ্রবণ করিয়া ভবিষ্যতের জন্য চিন্তিত হইয়া তিনি সংসার ত্যাগ করিলেন। অধ্যবসায়ের সহিত থেরীর উপদেশ পালন করিয়া তিনি অন্তর্দৃষ্টিতে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। অনতিবিলম্বে অর্হত্ব প্রাপ্ত হইয়া তিনি গাহিয়াছিলেন:

বিধবা, নিঃসন্তান, মিত্র ও জ্ঞাতিহীন, নিরন্ন ও
বস্ত্রহীন হইয়া আমি দুর্দ্দশাগ্রস্ত ছিলাম।
দণ্ড ও ভিক্ষাপাত্র হস্তে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা
করিতাম। রৌদ্রতপ্ত ও শীতার্ত্ত হইয়া সাত
বৎসর ভ্রমণ করিয়াছিলাম।

তৎপরে এক ভিক্ষুণীর দর্শন পাইলাম। তিনি
আমাকে সাদরে গ্রহণপূর্ব্বক পানভোজনে তৃপ্ত
করিয়া অনাগারীত্ব আশ্রয় করিতে কহিলেন।

তিনি—পটাচারা—কৃপাপূর্ব্বক আমাকে
প্রব্রজ্যা দান করিলেন। তৎপরে ধর্ম্মোপদেশ
দ্বারা তিনি আমাকে পরমার্থে নিয়োজিত
করিলেন।

ঐ উপদেশ পালন করিয়া আমি তাঁহার ইচ্ছা
পূর্ণ করিয়াছি—অমোঘ এই দেবীর উপদেশ!
আমি এক্ষণে ত্রিবিদ্যা সিদ্ধ ও আসব মুক্ত।

ষষ্ঠ সর্গ

ষড় শ্লোকাত্মক গীতি

৫০

পটাচারার পাঁচশত ভিক্ষুণী

এই নারীগণও পূর্ব্বোক্ত ভিক্ষুণীদিগের ন্যায় অতীত বুদ্ধগণের সময়ে বহু জন্ম গ্রহণ করিয়া গৌতম বুদ্ধের আবির্ভাব কালে বিভিন্ন স্থানে সদ্বংশে জন্ম লাভ পূর্ব্বক বিবাহিত ও সন্তানবতী হইয়া সাংসারিক জীবন যাপন করিয়াছিলেন। কর্ম্ম ফলে তাঁহারা সন্তান বিয়োগ জনিত দুঃখ ভোগ করেন। শোকাভিভূত হইয়া তাঁহারা পটাচারার নিকট আসিয়া দুঃখের কাহিনী বর্ণনা করিলেন। ভিক্ষুণী তাঁহাদের দুঃখ শান্ত করিয়া কহিলেন:

মানুষ কোন্ পথে আসে এবং কোন্ পথে
চলিয়া যায় তাহা অজ্ঞাত। তবে কি নিমিত্ত,
যে তোমার নিকট আসিয়াছিল, তাহাকে
'আমার পুত্র, আমার পুত্র' বলিয়া রোদন
করিতেছ ?
সে কোন্ পথে আসিয়াছিল এবং কোন্ পথে
চলিয়া গেল তাহা তোমার অজ্ঞাত। রোদন
করিও না, পৃথিবীতে ইহাই প্রাণীর ধর্ম্ম।

অযাচিত হইয়া সে আসিয়াছিল, চলিয়া
যাইতেও সে আদিষ্ট হয় নাই। মাত্র
কতিপয় দিনের জন্য কোথা হইতে এই আগমন
ও অবস্থান ?

একপথে আগমন, অন্য পথে গমন, মরণান্তে
রূপান্তর গ্রহণ—যেরূপ আগমন সেইরূপই
প্রস্থান, রোদন কি নিমিত্ত ?

থেরীর উপদেশে বিক্ষোভিত অন্তরে নারীগণ সংসার ত্যাগ করিলেন। অন্তর্দৃষ্টির অনুশীলন পূর্ব্বক অনতিবিলম্বে তাঁহারা অর্হত্ব প্রাপ্ত হইলেন। আনন্দোচ্ছ্বাসে তাঁহারা থেরীর গাথা পুনরাবৃত্তি পূর্ব্বক উহাতে নিম্নলিখিত গীতি যোজনা করিলেন :

হৃদয়ের অভ্যন্তরে স্থিত যে শেলসম পুত্রশোক
আমাকে দগ্ধ করিতেছিল উহা আজ উন্মূলিত,
আজ আমার হৃদয় শান্ত।

আমি মুনী বুদ্ধ, ধর্ম্ম ও সঙ্ঘের শরণ লইলাম।

উক্ত পাঁচশত ভিক্ষুণী পটাচারার উপদেশে পারদর্শী হওয়ায় তাঁহারা পটাচারার ভিক্ষুণী অভিহিত হন।

৫১

বাশিষ্ঠী

পূর্ব্বোল্লিখিত নারীগণের ন্যায় এই নারীও অতীতে বহু জন্ম গ্রহণান্তে বুদ্ধ গৌতমের আবির্ভাব কালে বেশালী নগরে সম্ভ্রান্ত বংশে জন্ম লাভ করেন। উপযুক্ত পাত্রে বিবাহিত হইয়া তিনি এক পুত্র লাভ করিয়া

স্বামীর সহিত সুখে বাস করেন। পুত্রটী যখন চলিতে শিখিল সেই সময় তাহার মৃত্যু হইল। মাতা শোকে উন্মাদিনী প্রায় হইলেন। আত্মীয়বর্গ যখন স্বামীকে সান্ত্বনা দানে রত ছিলেন, সেই সময় তাঁহাদের অজ্ঞাতে শোকাতুরা মাতা আর্ত্তনাদ করিতে করিতে গৃহ-ত্যাগ করিলেন। ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়া তিনি মিথিলায় উপনীত হইলেন। ঐস্থানে তিনি তথাগতের দর্শন লাভ করিলেন। ভগবান তখন নগরীর পথে চলিতেছিলেন। তাঁহার শান্ত সংযত অপূর্ব্ব মূর্ত্তি দর্শনে এবং তদীয় অলৌকিক মহিমার প্রভাবে পুত্রশোকোন্মাদিনী জননী স্বস্থ হইলেন। তৎপরে বুদ্ধ তাঁহাকে সংক্ষেপে ধর্ম্ম শিক্ষা দান করিলে তিনি সোদ্বেগে সঙ্ঘে প্রবেশের অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। বুদ্ধের আদেশে তিনি অভিষিক্ত হইলেন। শিক্ষার্থিণীর প্রাথমিক কর্ত্তব্য সমাপ্ত করিয়া তিনি অন্তর্দৃষ্টি লাভ করিলেন এবং সর্ব্বশক্তি প্রয়োগপূর্ব্বক সাধনার ফলে অচিরে অর্হত্ব লাভ করিলেন। সাফল্যের আনন্দে তিনি গাহিলেন :

> পুত্রশোকার্ত্তা, উন্মাদিনীপ্রায়, বিবসনা ও আলুলায়িতকেশা হইয়া, আমি পথিপার্শ্বস্থ জঞ্জাল স্তূপে, শ্মশানে ও শকটবর্ত্মে ক্ষুধার্ত্তা ও তৃষ্ণার্ত্তা হইয়া তিন বৎসর ভ্রমণ করিয়াছি।
>
> পরিশেষে মিথিলা নগরে সুগতের দর্শন পাইলাম—সেই সুগত, যিনি অদান্তের দমন কারক, অকুতোভয় বুদ্ধ।
>
> স্বস্থ হইয়া তাঁহার বন্দনা করিয়া উপবেশন

করিলাম। তিনি, সেই গৌতম, অনুকম্পা
পরবশ হইয়া আমাকে ধর্ম্মশিক্ষা দিলেন।

তাঁহার উপদেশ শ্রবণ করিয়া সংসারত্যাগ
পূর্ব্বক প্রব্রজ্যা আশ্রয় করিলাম—বুদ্ধ বাক্য
পালন করিয়া সর্ব্বোত্তম মঙ্গলের অধিকারিণী
হইলাম।

এক্ষণে আমি সর্ব্বশোক হইতে বিমুক্ত,
যেহেতু, যাহা হইতে শোকের উৎপত্তি তাহা
আমার পরিজ্ঞাত।

৫২

ক্ষেমা

যখন বুদ্ধ পদ্মুত্তর আবির্ভূত হইয়াছিলেন, ঐ সময়ে এই নারী হংসবতী নগরে জন্মগ্রহণ পূর্ব্বক দাসীবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছিলেন। একদিন ভিক্ষু সুজাতকে ভিক্ষায় নিযুক্ত দেখিয়া তিনি তাঁহাকে তিনখানি সুমিষ্ট পিষ্টক এবং স্বীয় মস্তকের কেশ দান করিয়া কহিলেন: 'আমি যেন ভবিষ্যতে কোন বুদ্ধের শিষ্যত্ব লাভ করি!' যথাশক্তি সুকৃতি অর্জ্জন পূর্ব্বক বহু জন্ম দেব ও মনুষ্যলোকে রাজ্ঞীরূপে বিচরণ করিয়া বুদ্ধ বিপস্সির সময় তিনি মনুষ্যরূপে জন্মগ্রহণ করেন। সংসার ত্যাগ করিয়া তিনি ধর্ম্মপ্রচার কার্য্যে ব্রতী হন। বুদ্ধ ককুসন্ধের সময়ে তিনি ধনবানের গৃহে জন্মগ্রহণ পূর্ব্বক এক বৃহৎ উদ্যান নির্ম্মাণ করিয়া সবুদ্ধ সঙ্ঘকে উহা দান করেন। বুদ্ধ কোণা-

গমনের সময়েও তিনি ঐ প্রকার দানের অনুষ্ঠান করেন। কাশ্যপ বুদ্ধ হইবার কালে তিনি নৃপতি কিকির[১] জ্যেষ্ঠা কন্যা সমণীরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া সাধুজীবন যাপন করেন ও সঙ্ঘকে বাসস্থান নির্ম্মাণ করিয়া দেন। অবশেষে, বুদ্ধ গৌতমের সময় তিনি মগধদেশে সাগল নগরে মগধরাজের কন্যা ক্ষেমারূপে জন্মগ্রহণ করেন। সুন্দরী ও স্বর্ণবর্ণা ক্ষেমা নৃপতি বিম্বিসারের পত্নী হন। ঐ সময় বুদ্ধের বেণুবনে[২] অবস্থানকালে, ক্ষেমা বুদ্ধের সমীপে গমন করিতে অস্বীকৃত হন, কারণ সৌন্দর্য্য-গর্ব্বিতা ক্ষেমা মনে করিতেন যে তাঁহার রূপাভিমান বুদ্ধ কর্ত্তৃক নিন্দিত হইবে। তাঁহাকে বুদ্ধদর্শনে প্রবৃত্ত করাইবার জন্য রাজাদেশে রাজপুরীস্থ সকলে তাঁহার নিকট উদ্যানের প্রশংসা কীর্ত্তন করিলে তিনি অবশেষে ঐ স্থানে যাইতে সম্মত হইলেন। উদ্যানে গিয়া অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাঁহার বুদ্ধের দর্শনলাভ ঘটিল। তিনি বুদ্ধের সম্মুখবর্ত্তিনী হইলে, ভগবান স্বীয় অলৌকিক ক্ষমতাবলে এক স্বর্গের অপ্সরার সৃষ্টি করিলেন, উহা তালবৃন্ত লইয়া বুদ্ধকে ব্যজনে রত হইল। ঐ দৃশ্য দেখিয়া ক্ষেমা মনে করিলেন: 'ভগবান স্বর্গের দেবীর ন্যায় সৌন্দর্য্যশালিনী নারীগণ কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত। আমি উহাদিগের দাসী হইবারও উপযুক্ত নই। আমার হীন অভিমান আমাকে ধ্বংস করিয়াছে!' তিনি দেখিতে লাগিলেন। বুদ্ধের ইচ্ছাক্রমে ব্যজনরতা অপ্সরা যৌবন হইতে মধ্য বয়সে এবং উহা হইতে বার্দ্ধক্যে উপনীত হইল, ঐ দশায় দন্তহীন, পক্বকেশ ও লোলচর্ম্ম হইয়া অবশেষে তালবৃন্ত হস্তে ভূপতিত হইল। তৎপরে ক্ষেমা, পূর্ব্বজন্মের সংকল্পবশতঃ, চিন্তা করিলেন: 'ঐ অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যের

১ ১২ সং-গীতি দ্রষ্টব্য।

২ বিম্বিসার কর্ত্তৃক সঙ্ঘকে উপহৃত উদ্যান। উহা রাজগৃহ হইতে ছয় মাইল দূরে স্থিত।

এই পরিণতি? তবে ত আমার দেহেরও ঐ পরিণাম!' বুদ্ধ তাঁহার মনোভাব অবগত হইয়া কহিলেন:

> 'স্বকৃত জালে উর্ণনাভের নিম্নগতির ন্যায় কামাসক্তগণের অধঃপতন হয়। কিন্তু যাঁহারা সমস্ত শৃঙ্খল মোচন করিয়া মুক্ত, যাঁহাদের চিত্ত পরমার্থে সংলগ্ন হইয়াছে, তাঁহারা সংসারত্যাগ করিয়া ভোগসুখ পরিহার করেন।'[১]

বুদ্ধের বাক্য সমাপ্ত হইলে ক্ষেমা অর্হত্ব লাভ করিলেন। পরবর্ত্তী কালে জেতবন বিহারে আর্য্যসম্মিলনে তিনি বুদ্ধ ও ভিক্ষুগণ কর্ত্তৃক অন্তর্দ্দৃষ্টিতে সর্ব্বপ্রধান রূপে স্বীকৃত হন।

একদিন যখন ক্ষেমা বৃক্ষতলে উপবিষ্ট হইয়া বিশ্রাম লাভ করিতেছিলেন, ঐ সময় মার, মূর্ত্ত অশুভ, তরুণের বেশে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে প্রলুব্ধ করিতে চেষ্টা করিল:

> তুমি রূপসী যুবতী, আমি রূপবান যুবক,
> এস ক্ষেমা, পঞ্চাঙ্গিক[২] তূর্য্যের ধ্বনির সহিত
> আমরা প্রমোদে রত হই।
> 'এই ঘৃণিত, ক্ষণভঙ্গুর, ব্যাধিমন্দির কর্ত্তৃক
> আমি উৎপীড়িত। আমি কামতৃষ্ণার
> মূলোচ্ছেদ করিয়াছি।
> কামতৃষ্ণা ও স্কন্ধসমূহ ছুরিকা ও শূলের ন্যায়

১ ধর্ম্মপদ—৩৪৭ শ্লোক।

২ পঞ্চবিধ তূর্য্য—আতত, বিতত, আতত-বিতত, ঘন, সুসির।

বিদ্ধ করে। তোমার কাছে যাহা ভোগের আনন্দ, আমার কাছে তাহা দুঃখ।

অজ্ঞানের অন্ধকার বিদূরিত করিয়া আমি সর্ব্ববিধ ভোগতৃষ্ণার বিনাশ সাধন করিয়াছি। হে পাপী, ইহা জানিয়া রাখ; হে কাল, তুমি পরাজিত।

মূঢ়গণ, তোমরা যথার্থের জ্ঞানহীন হইয়া, নক্ষত্রগণকে নমস্কার ও তপোবনে অগ্নিপূজা করিয়া শুদ্ধি লাভের আশা কর।

আমি সর্ব্বোত্তম পুরুষ বুদ্ধের পূজা করিয়া, বুদ্ধ-শাসন পালন করিয়া সর্ব্বদুঃখ হইতে মুক্ত হইয়াছি।'

৫৩

সুজাতা

এই নারীও পূর্ব্ববর্ত্তী বুদ্ধগণের সময়ে সংকল্পবদ্ধ হইয়া জন্ম জন্মান্তরে অক্ষয় পুণ্যরাশি সঞ্চয়পূর্ব্বক বুদ্ধ গৌতমের সময়ে সাকেতা নগরে তত্রত্য শ্রেষ্ঠীর গৃহে জন্মগ্রহণ করেন। উপযুক্ত পাত্রে সমর্পিতা হইয়া তিনি স্বামীর সহিত সুখে বাস করেন। একদা প্রমোদ-উদ্যানে নক্ষত্রোৎসব হইতে অনুচরবর্গের সহিত নগরে প্রত্যাবর্ত্তন কালে অঞ্জন উদ্যানে তিনি বুদ্ধের দর্শন লাভ করেন। ভগবানের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া তিনি তাঁহার নিকটবর্ত্তী হইলেন ও বন্দনান্তে আসন

গ্রহণ করিলেন। বুদ্ধ সুজাতার চিত্তের নির্ম্মলতা জ্ঞাত হইয়া তাঁহাকে প্রাণস্পর্শী ধর্ম্মোপদেশ দিলেন। ঐ উপদেশ শ্রবণ করিয়া পরিণত বোধশক্তি সম্পন্না সুজাতা সেইক্ষণেই অর্হত্ব লাভ করিলেন। বুদ্ধের বন্দনা করিয়া গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক তিনি স্বামী ও স্বামীর পিতা মাতার অনুমতি লইয়া বুদ্ধের আদেশক্রমে ভিক্ষুণীসঙ্ঘে প্রবেশ লাভ করিলেন। সাফল্যের উল্লাসে তিনি গাহিলেন ঃ

অলঙ্কৃতা, সুবসনা, মাল্যবিভূষিতা, চন্দনচর্চ্চিতা,
সর্ব্বাভরণশোভিতা হইয়া দাসীগণ সমভিব্যা-
হারে পর্য্যাপ্ত পানাহারের সহিত গৃহ হইতে
নিষ্ক্রান্ত হইয়া প্রমোদ উদ্যানে আসিলাম।

তথায় আমোদ প্রমোদে কালাতিপাত করিয়া
স্বীয় গৃহাভিমুখে অগ্রসর হইলাম। সাকেতর
নিকটস্থ অঞ্জন উদ্যানে বিহার দর্শন করিয়া
উহাতে প্রবেশ করিলাম।

জগজ্জ্যোতির দর্শনলাভান্তে বন্দনাপূর্ব্বক
উপবেশন করিলাম। সেই চক্ষুষ্মান অনুকম্পা
পরবশ হইয়া আমাকে ধর্ম্মোপদেশ দিলেন।
মহর্ষির উপদিষ্ট সত্য আমার মর্ম্ম স্পর্শ করিল,
তদ্দণ্ডেই অমৃত পদপ্রদর্শী ধর্ম্মের পূর্ণানুভূতি
হইল।

এইরূপে সদ্ধর্ম্মের জ্ঞানলাভ করিয়া আমি
গৃহত্যাগ করিলাম। এক্ষণে আমি 'ত্রিবিদ্যা-
সিদ্ধ। বুদ্ধবাক্য অমোঘ!

৫৪

অনোপমা

এই নারীও পূর্ব্ববর্ত্তী বুদ্ধদিগের সময়ে কৃতসংকল্প হইয়া জন্ম জন্মান্তরে অক্ষয় সুকৃতি অর্জ্জন পূর্ব্বক বুদ্ধ গৌতমের আবির্ভাবকালে সাকেত নগরে শ্রেষ্ঠী-মজ্ঝের কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করেন। অসাধারণ সৌন্দর্য্যের অধিকারিণী হইয়া তিনি 'অনোপমা'[১] নামে অভিহিত হন। বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে বহু ধনবান যুবক, রাজমন্ত্রী, রাজপুত্র প্রভৃতি তাঁহারা পাণিপ্রার্থী হইলেন। কিন্তু অনোপমা গার্হস্থ্য-জীবনে সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলেন, কারণ তাঁহার চিত্ত উচ্চতর লক্ষ্যে আবদ্ধ ছিল। তিনি বুদ্ধের সমীপবর্ত্তিণী হইলে বুদ্ধ তাঁহাকে উপদিষ্ট করিলেন। ঐ উপদেশে প্রবুদ্ধ হইয়া অন্তর্দ্দৃষ্টি লাভের একান্ত আগ্রহে তিনি মুক্তির তৃতীয় সোপান অনাগামীত্বে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। পরে বুদ্ধের অনুমতিক্রমে ভিক্ষুণীসঙ্ঘে প্রবেশ লাভ পূর্ব্বক সপ্ত দিবসান্তে তিনি অর্হত্ব প্রাপ্ত হইলেন। স্বীয় সাফল্য স্মরণ করিয়া তিনি গাহিলেন:

আমি বহু ধনৈশ্বর্য্যশালী উচ্চবংশোদ্ভূত মজ্ঝের
কন্যা, রূপে ও বর্ণে শ্রেষ্ঠা।
রাজপুত্র, শ্রেষ্ঠী পুত্র প্রভৃতি সোৎসুকে আমার
পাণিপ্রার্থী হইয়াছিলেন। তাঁহারা পিতার
নিকট দূত প্রেরণপূর্ব্বক কহিয়াছিলেন:
'অনোপমাকে আমায় দান করুন। তুলাদণ্ডে
তুলিতা অনোপমার দেহভারের অষ্টগুণ
পরিমিত স্বর্ণরত্নাদি আমি দিতে প্রস্তুত।'

---

১ অনুপমা।

কিন্তু আমি পুরুষ শ্রেষ্ঠ, অদ্বিতীয়, বুদ্ধের
সমীপবর্ত্তিনী হইয়া তদীয় পাদ বন্দনান্তে
অদূরে উপবেশন করিলাম।

সেই গৌতম অনুকম্পা পরবশ হইয়া আমাকে
ধর্ম্মোপদেশ দিলেন। আসনোপবিষ্ট হইয়াই
মার্গের তৃতীয় ফল[১] প্রাপ্ত হইলাম।

তৎপরে কেশ কর্ত্তন পূর্ব্বক প্রব্রজ্যা অবলম্বন
করিলাম। আমার তৃষ্ণার নিবৃত্তির আজ
সপ্তম রাত্রি।

৫৫

মহাপ্রজাপতি গৌতমী

এই নারী. যে সময় পদুমুত্তর বুদ্ধ হইয়াছিলেন, ঐ সময়ে হংসবতী নগরে সম্ভ্রান্ত বংশে জন্ম গ্রহণ করেন। একদিন বুদ্ধ ধর্ম্মোপদেশ দান কালে একজন ভিক্ষুণীকে অভিজ্ঞতায় সর্ব্বোচ্চ স্থান দান করিলে পূর্ব্বোক্তা নারীও একদিন ঐ আসন অধিকার করিতে বদ্ধ-পরিকর হন। বহু জন্মের পর তিনি, বুদ্ধ কাশ্যপ এবং বুদ্ধ গৌতমের আবির্ভাবের মধ্যবর্ত্তী যুগে, যখন জগতে কোন বুদ্ধ ছিলেন না, ঐ যুগে পুনরায় বারাণসীতে পঞ্চশত দাসীর প্রধানা রূপে জন্ম গ্রহণ করেন। বর্ষা আগত প্রায় হইলে পাঁচজন পচ্চেক বুদ্ধ ভিক্ষায় বহির্গত হইয়া

---

১ অনাগামীত্ব।

নন্দমূলক পর্ব্বতগুহা হইতে ইসিপতনে[১] আসিলে উল্লিখিত দাসীগণ বর্ষার তিন মাস অতিবাহিত কবিবার জন্য বুদ্ধদিগকে পাঁচটী কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন ও ঐ সময়ের জন্য তাঁহাদের যাবতীয় আবশ্য-কীয় দ্রব্যাদি দান করিয়াছিলেন। পূর্ব্বোক্তা নারী বারাণসীর নিকটস্থ এক তন্তুবায় পল্লীতে তত্রত্য প্রধানের গৃহে পুনর্জন্ম গ্রহণ করিয়া পুনরায় পচ্চেক বুদ্ধগণের সেবা করিয়াছিলেন। সর্ব্বশেষে, বুদ্ধ গৌতমের আবির্ভাবের অব্যবহিত পূর্ব্বে তিনি দেবদহ নগরে মহা সুপ্রবুদ্ধের গৃহে পুনর্জন্ম প্রাপ্ত হন। তিনি গৌতম বংশীয়া এবং মায়াদেবীর সর্ব্ব-কনিষ্ঠা ভগ্নী ছিলেন। নৃপতি শুদ্ধোদন দুই ভগ্নীর পাণিগ্রহণ করিয়া-ছিলেন। পরবর্ত্তী কালে বুদ্ধ ধর্ম্ম প্রচার কার্য্যে ব্রতী হইয়া বেশালি নগরে আগমন করিলে তদীয় পিতা স্বর্গগত হন।

স্বামীর মৃত্যুর পর মহাপ্রজাপতি সংসার ত্যাগ করিবার বাসনা করিয়া বুদ্ধের অনুমতি প্রার্থনা করিলেন কিন্তু বুদ্ধ অনুমতি দানে অস্বীকৃত হইলেন। তৎপরে প্রজাপতি মস্তক মুণ্ডন ও পীতবস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক পাঁচশত শাক্যবংশীয় নারী সমভিব্যাহারে বেশালিতে গমন করিলেন। তথায় থের আনন্দ তাঁহাদের পক্ষ গ্রহণ পূর্ব্বক তাঁহাদের অভিষেক প্রার্থনা করিয়া বুদ্ধের নিকট আবেদন করিলেন। এইবার প্রজাপতির প্রার্থনা পূর্ণ হইল, নারীগণ ভিক্ষুণী সঙ্ঘভুক্ত হইলেন।

অভিষেকান্তে মহাপ্রজাপতি বুদ্ধের সমীপে আগমন পূর্ব্বক তাঁহার বন্দনা করিয়া দণ্ডায়মান রহিলে, বুদ্ধ তাঁহাকে ধর্ম্মোপদেশ দান করিলেন। অধ্যবসায় বলে অবিলম্বে তিনি অর্হত্ব লাভ করিলেন।

পরবর্ত্তী কালে, জেতবন বিহারে ভিক্ষু সম্মিলনীতে মহাপ্রজাপতি

---

১ বারাণসীর নিকটস্থ বর্ত্তমান সারনাথ।

বুদ্ধ কর্ত্তৃক অভিজ্ঞতায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আসন প্রদত্ত হইয়াছিলেন। নির্ব্বাণের শান্তির অধিকারিণী হইয়া কৃতজ্ঞতা পূর্ণ হৃদয়ে তিনি গাহিয়াছিলেন ঃ

সর্ব্বোত্তম প্রাণী বীর বুদ্ধকে নমস্কার। তিনি আমারও অন্য বহুজনের দুঃখ মোচন করিয়াছেন। সর্ব্ব দুঃখের কারণ আমার পরিজ্ঞাত। অশুভের হেতু তৃষ্ণা এক্ষণে বিশুষ্ক। আমি দুঃখের নিবৃত্তিদায়ক আর্য্য অষ্টাঙ্গিক মার্গে বিচরণ করিতেছি।

যথার্থ অপরিজ্ঞাত ও লক্ষ্যহীন হইয়া আমি পূর্ব্বে মাতা, পুত্র, পিতা, ভ্রাতা ও মাতামহী-রূপে বহু জন্ম গ্রহণ করিয়াছি।

এক্ষণে ভগবানের সন্দর্শনে আমি জানিয়াছি এই দেহই আমার সর্ব্বশেষ দেহ। জাতি-চক্র চূর্ণীকৃত হইয়াছে, আমার আর পুনর্জন্ম অসম্ভব।

আন্তরিক উদ্যমসম্পন্ন, দৃঢ়-চেতা, অটল, শক্তিশালী সঙ্ঘভুক্ত সমগ্র ভ্রাতৃমণ্ডলীর প্রতি দৃষ্টিপাত কর, ইহাই বুদ্ধের বন্দনা।

অহো! সত্যই বহুজনের মঙ্গলার্থে মায়াদেবী গৌতমকে প্রসব করিয়াছিলেন, সেই গৌতম যিনি ব্যাধি মরণ-জনিত দুঃখের নাশ করিয়াছেন!

৫৬

গুপ্তা

এই নারীও পূর্ব্ববর্ত্তী বুদ্ধদিগের সময়ে সংকল্পবদ্ধ হইয়া জন্ম জন্মান্তরে অক্ষয়পুণ্য সঞ্চয় পূর্ব্বক গৌতম বুদ্ধের আবির্ভাব কালে শ্রাবস্তী নগরে এক ব্রাহ্মণ বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া গুপ্তা নামে অভিহিত হন। বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া তিনি গার্হস্থ্য জীবনে বীতরাগ হন এবং পিতামাতার অনুমতিক্রমে মহা প্রজাপতির নিকট দীক্ষিত হইয়া সঙ্ঘে প্রবেশ করেন। তদনন্তর, সানুরাগে ধর্ম্মসাধনে নিযুক্ত হইলেও তাঁহার চিত্ত বাহ্যবস্তুতে আকৃষ্ট হইয়া একাগ্রতা লাভে অসমর্থ হইয়াছিল। তাঁহাকে উৎসাহিত করিবার জন্য বুদ্ধ স্বীয় মহিমাবলে শূন্যে উপবিষ্ট রূপে তাঁহার নিকট প্রকাশিত হইয়া কহিলেন :

গুপ্তে, সন্তানাদি পার্থিব ঐশ্বর্য্যের আশা বিসর্জ্জন দিয়া যে ধনের জন্য তুমি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়াছ, উহাতেই একাগ্র হও, বিদ্রোহী মনোবৃত্তির বশীভূত হইও না।

চিত্ত কর্ত্তৃক বঞ্চিত হইয়া মনুষ্য মারের কবলে পতিত হয়, অজ্ঞানাচ্ছন্ন হইয়া জন্মবহুল সংসার চক্রের অনুসরণ করে।

কিন্তু, ভিক্ষুণী, তোমার লক্ষ্য অন্য, তুমি ভোগতৃষ্ণা, দ্বেষ, আত্মত্ব, ব্রতানুষ্ঠানুরাগ ও সংশয় রূপ ইহলোক সংক্রান্ত পঞ্চ বিঘ্ন

অতিক্রম করিবে, তুমি আর এই সংসারে
আসিবে না।

তুমি রাগ, মান, অবিদ্যা, অহঙ্কার বর্জ্জন করিয়া
সমুদয় বন্ধন ছিন্ন করিয়া, দুঃখের বিনাশ সাধন
করিবে।

পুনর্জ্জন্মের কারণ তোমার পরিজ্ঞাত, সংসার
চক্র ভেদ করিয়া, তৃষ্ণাহীন হইয়া তুমি শান্তিতে
অবস্থান করিবে।

বুদ্ধের বাক্য সমাপ্ত হইলে ভিক্ষুণী অর্হত্ব প্রাপ্ত হইলেন। পরে উল্লসিত হৃদয়ে তিনি বুদ্ধের উক্তি পুনরাবৃত্তি করিলেন। তদনুসারে উহা তাঁহারই গাথারূপে পরিচিত হইল।

৫৭

এই নারীও পূর্ব্ববর্ত্তী বুদ্ধদিগের সময়ে সংকল্পবদ্ধ হইয়া বহুজন্ম পুণ্য সঞ্চয় পূর্ব্বক গৌতম বুদ্ধের আবির্ভাব কালে রাজগৃহ নগরে সম্ভ্রান্ত বংশে জন্মগ্রহণ করেন। বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া তিনি ক্ষেমার সহচরী হইয়াছিলেন। ক্ষেমা সংসার পরিত্যাগ করিলে, তিনি কহিলেন: 'রাজমহিষী হইয়াও যদি ক্ষেমা সংসার ত্যাগ করিতে পারেন, তাহা হইলে আমিও অবশ্যই উহা করিতে পারি।' এইরূপে তিনি ক্ষেমার নিকট গমন করিলে ক্ষেমা তাঁহার চিত্তের গতি উপলব্ধি করিয়া তাঁহাকে ধর্ম্মশিক্ষা দিলেন। ক্ষেমার উপদেশে বিজয়ার চিত্ত উদ্বেলিত

হইল, তিনি ধর্ম্মের শরণ লইয়া ক্ষেমা কর্ত্তৃক ভিক্ষুণীরূপে অভিষিক্ত হইলেন। তদনন্তর সঙ্ঘের সেবা ও অধ্যয়নাদিতে রত হইয়া তাঁহার অন্তর্দ্দৃষ্টি বর্দ্ধিত হইল এবং অচিরে তিনি অর্হত্ব প্রাপ্ত হইলেন। পরে নিম্নলিখিত গাথায় তিনি স্বীয় সাফল্য ঘোষণা করিলেন :

> চিত্তের শান্তিলাভে এবং বিদ্রোহী চিন্তা প্রবাহের দমনে অসমর্থ হইয়া চারিবার পাঁচবার আমি বিহার হইতে নির্গত হইয়াছিলাম। পরে ভিক্ষুণীর নিকট গমনপূর্ব্বক সসম্মানে তাঁহাকে স্বীয় সংশয় সম্বন্ধীয় প্রশ্ন করিলাম। তিনি আমাকে ধর্ম্মশিক্ষা দিলেন : ধাতু ও আয়তন সমূহ, চতুরঙ্গ আর্য্যসত্য, ইন্দ্রিয় ও বল সমূহ, সপ্ত বোজ্ঝঙ্গ এবং পরমার্থদায়ক অষ্টাঙ্গিক মার্গ। তাঁহার উপদেশ শ্রবণ করিয়া ও উহার অনুবর্ত্তিনী হইয়া রাত্রির প্রথম প্রহরে পূর্ব্বজন্ম সমূহের স্মৃতি, এবং মধ্যম প্রহরে নির্ম্মল দিব্যচক্ষু লাভ করিলাম। শেষ প্রহরে অজ্ঞানান্ধকার বিদূরিত হইল। সুখ ও শান্তিতে দেহ ও মন ভরিয়া গেল, সপ্তদিবসান্তে আসন ত্যাগ করিলাম।

সপ্তম সর্গ

সপ্ত শ্লোকাত্মক গীতি

৫৮

উত্তরা

এই নারীও পূর্ব্ববর্ত্তী বুদ্ধগণের সময়ে জন্ম জন্মান্তরে অক্ষয় পুণ্য সঞ্চয় করিয়া বুদ্ধ গৌতমের আবির্ভাব কালে শ্রাবস্তী নগরে সম্ভ্রান্তবংশে জন্মগ্রহণ পূর্ব্বক উত্তরা নামে অভিহিত হন। পূর্ব্ব জন্মের সঞ্চিত পুণ্যরাশি ফলপ্রসূ হইয়া তাঁহার মুক্তির পথ পরিষ্কৃত করিয়া রাখিয়াছিল। বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে তিনি পটাচারার ধর্ম্মোপদেশ শ্রবণ করিয়া শ্রদ্ধাবতী হইয়া সঙ্ঘে প্রবেশ করেন, ও অর্হত্ব লাভ করেন। সোল্লাসে তিনি গাহিয়াছিলেন ঃ

'স্ত্রীপুত্রের ভরণপোষণার্থে মানব মুষলাদির
সাহায্যে ধান্য পেষণ পূর্ব্বক ধনাহরণ করে।
বুদ্ধশাসনের অনুবর্ত্তী হও, উহা কখনও
অনুতাপের কারণ হইবে না। সত্বরে পাদ
প্রক্ষালন পূর্ব্বক নির্জ্জনে উপবেশন কর।

একাগ্র ও সুসমাহিত হইয়া অটল চিত্তে
সংস্কার সমূহের অনাত্মাত্ব পর্য্যবেক্ষণ কর।'
পটাচারার এই উপদেশ শ্রবণে পাদ প্রক্ষালন
পূর্ব্বক নির্জ্জনে উপবেশন করিলাম।

রাত্রির প্রথম প্রহরে পূর্ব্বজন্মের স্মৃতি আসিল।
দ্বিতীয় প্রহরে নির্ম্মল দিব্য চক্ষু পাইলাম, শেষ
প্রহরে অজ্ঞানান্ধকার বিচ্ছিন্ন হইল।
ত্রিবিদ্যাসিদ্ধা হইয়া আমি উত্থান করিলাম।

দেবী, তোমার আদেশ পালিত। সংগ্রামে
অপরাজেয় ইন্দ্র যেরূপ ত্রিদশ দেবতার
অধিপতি, সেইরূপ আমিও তোমাকে শ্রেষ্ঠ
দেবীর আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া ত্রিবিদ্যা সিদ্ধ
ও আসব মুক্ত হইয়া কালাতিপাত করিব।

৫৯

চালা

এই নারীও পূর্ব্ববর্ত্তী বুদ্ধদিগের সময়ে জন্ম জন্মান্তরে অক্ষয় পুণ্য সঞ্চয় পূর্ব্বক বুদ্ধ গৌতমের আবির্ভাবকালে মগধ রাজ্যে নালক গ্রামে ব্রাহ্মণী সুরূপসারীর কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করেন। নামকরণের দিবস তিনি চালা নাম প্রাপ্ত হন। তাঁহার কনিষ্ঠা ভগ্নী উপচালা এবং সর্ব্বকনিষ্ঠা শিশুপচালা। তাঁহারা সকলেই তাঁহাদের ভ্রাতা সারীপুত্রের বয়োঃকনিষ্ঠ ছিলেন। ভ্রাতা সারীপুত্র সংসার ত্যাগ করিলে, ভগ্নীত্রয় কহিলেন: 'ভ্রাতা সারীপুত্রের ন্যায় ব্যক্তি যে ধর্ম্ম আশ্রয় করিয়া সংসার ত্যাগ করিয়াছেন, সে ধর্ম্ম অসাধারণ, ঐ সন্ন্যাসও অসাধারণ।' তাঁহারাও সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন, ক্রন্দনরতা আত্মীয় স্বজন হইতে বিচ্ছিন্ন হইলেন। তদনন্তর সাধনায় সিদ্ধিলাভ পূর্ব্বক অর্হত্ব প্রাপ্ত হইয়া তাঁহারা নির্ব্বাণের পরম সুখ উপভোগ করেন।

ভিক্ষুণী চালা একদা ভিক্ষা ও আহারান্তে বিশ্রাম লাভার্থ অন্ধবনে প্রবেশ করেন। তথায় মার আসিয়া তাঁহাকে প্রলুব্ধ করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। এইরূপে পুনরায় অপর এক দিবস মার তাঁহার নিকট আসিয়া তাঁহাকে পথভ্রষ্ট করিবার নিমিত্ত তাঁহাকে কতকগুলি প্রশ্ন করিয়াছিল। ঐ প্রশ্ন তাঁহার গাথায় উল্লিখিত হইয়াছে। উত্তরে তিনি বুদ্ধের গুণ ও ধর্ম্মের বল কীর্ত্তন করিলে মার বিষণ্ণ হইয়া স্থান ত্যাগ করিয়াছিল। নিম্নলিখিত তাঁহার গাথায় উভয়েরই উক্তি স্থান পাইয়াছে:

ধ্যানযোগ দ্বারা ইন্দ্রিয় সমূহের জ্ঞানের পূর্ণতা লাভ পূর্ব্বক সংস্কার সমূহের দমনান্তে আমি পরম পদ লাভ করিয়াছি।

মার

কি উদ্দেশ্যে মস্তক মুণ্ডন করিয়া শ্রমণীর বেশ ধারণ করিয়াছ, যদি তাপস সম্প্রদায়ভুক্ত না হইলে? মূঢ়ে, তোমার এই আচরণের কারণ কি?

চালা

মিথ্যাদৃষ্টি সম্পন্ন পাষণ্ডগণের[১] সহিত আমরা সম্পর্কহীন। ধর্ম্ম ও ধর্ম্মতত্ত্ব তাহাদের অবিদিত।

১ এইস্থানে 'পাষণ্ড' শব্দের অর্থ মিথ্যা মার্গাবলম্বী। মূলে ঐ শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে।

শাক্যকুলোদ্ভূত মনুষ্যলোকে অপ্রতিদ্বন্দ্বী বুদ্ধ আমাকে ভ্রান্তির উচ্ছেদকারী সত্য ধর্ম্মের শিক্ষা দিয়াছেন, যে ধর্ম্মে দুঃখ, দুঃখের কারণ, উহার নিবৃত্তি এবং ঐ নিবৃত্তির উপায় স্বরূপ অষ্টাঙ্গিক মার্গ প্রদর্শিত হইয়াছে।

তাঁহার উপদেশ শ্রবণ পূর্ব্বক উহা পালনে রত হইয়া আমি ত্রিবিধ বিদ্যায় সিদ্ধিলাভ করিয়াছি। বুদ্ধের ইচ্ছা পূর্ণ হইয়াছে।

ভোগানুরক্তি বিনষ্ট হইয়াছে, অজ্ঞানান্ধকার বিদূরিত হইয়াছে। হে পাপী, ইহা জানিয়া রাখ, তুমি পরাজিত।

৬০

উপচালা

এই নারীর বিষয় শেষোক্ত সংখ্যায় কথিত হইয়াছে। তাঁহার অর্হত্ত্ব প্রাপ্তির পর, মার তাঁহাকেও চালার ন্যায় প্রলুব্ধ করিতে বৃথা চেষ্টা করিয়াছিল। বিজয়গৌরবে তিনি গাহিয়াছিলেন:

আমি ভিক্ষুণী স্মৃতিমতী, চক্ষুষ্মতী ও ইন্দ্রিয় সমূহের জ্ঞানের পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়া সাধু সংসর্গজনিত পরম পদ লাভ করিয়াছি।

মার

জন্মে বিরাগ কি নিমিত্ত? জন্মলাভ করিয়া ভোগানন্দের অনুভব হয়। ভোগবিলাসে রত হও, নচেৎ পরে অনুতপ্তা হইবে।

উপচালা

জন্মের পরিণাম মৃত্যু। জন্ম হইলেই হস্তপদচ্ছেদন, বধ, বন্ধন ইত্যাদি দুঃখে নিমজ্জিত হইতে হয়।

শাক্যকুলে এক পুরুষ জন্মিয়াছেন—তিনি সম্পূর্ণ বুদ্ধ, অপরাজেয়। তিনি আমাকে ধর্ম্মশিক্ষা দিয়াছেন, ঐ ধর্ম্ম জন্মচক্রের ধ্বংস সাধক।

ঐ ধর্ম্মে দুঃখ, দুঃখের কারণ, দুঃখের নিবৃত্তি এবং ঐ নিবৃত্তির উপায় স্বরূপ আর্য্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ প্রদর্শিত হইয়াছে।

তাঁহার উপদেশ শ্রবণ পূর্ব্বক উহা পালনে রত হইয়া আমি ত্রিবিধ বিদ্যায় সিদ্ধিলাভ করিয়াছি। বুদ্ধের ইচ্ছা পূর্ণ হইয়াছে।

ভোগানুরক্তি বিনষ্ট হইয়াছে, অজ্ঞানান্ধকার বিদূরিত হইয়াছে। হে পাপী, ইহা জানিয়া রাখ, তুমি পরাভূত।

অষ্টম সর্গ

অষ্ট শ্লোকাত্মক গীতি

৬১

শিশূপচালা

এই নারীর বৃত্তান্ত তদীয় ভগ্নী চালার আখ্যানে কথিত হইয়াছে। স্বনামখ্যাত ভ্রাতার আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া তিনিও সঙ্ঘে প্রবেশ পূর্ব্বক অর্হত্ব লাভ করেন। চরম সিদ্ধির অন্তে পরম সুখময় অবস্থায় উপনীত হইয়া তিনি গাহিয়াছিলেন ঃ

আমি ভিক্ষুণী শীলাসম্পন্না ও সংযতেন্দ্রিয় হইয়া
জীবনসঞ্চারিণী সুধারূপ পরম পদে প্রতিষ্ঠিত
হইয়াছি।

মার

ত্রয়ত্রিংশ দেবগণ, যমলোকস্থ দেবগণ, তুষিত
স্বর্গস্থ দেবগণ এবং সংযতেন্দ্রিয় নিম্মাণরতি
দেবগণের বিষয় চিন্তা কর। যে সকল স্থানে
পূর্ব্বে বাস করিয়াছ, ঐ সকল স্থানে
মনোনিবেশ কর।

মারের উক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া থেরী কহিলেন: 'মার! ক্ষান্ত হও। যে কামলোকের কথা তুমি কহিতেছ, উহা ইহজগতেরই ন্যায় তৃষ্ণা, বিদ্বেষ ও অবিদ্যার অগ্নিতে জ্বলিতেছে। দৃষ্টিসম্পন্ন চিত্ত উহাতে আকৃষ্ট হইতে পারে না।' তদনন্তর মারকে ভৎর্সনা করিয়া নিম্নলিখিত গীতিতে তিনি স্বীয় চিত্তের অনাসক্তি ব্যক্ত করিলেন:

জন্মমৃত্যুচক্রের গতিপ্রদায়ী আত্মত্ত্বের দমনে
পরাঙ্মুখ হইয়া উহাতেই লক্ষ্যবদ্ধ হইয়া
তাহারা যুগে যুগে জন্ম হইতে মৃত্যুতে এবং
মৃত্যু হইতে জন্মে উপনীত হয়।

সর্ব্বজগত অগ্নিসংযুক্ত হইয়া জ্বলিতেছে—
প্রকম্পিত হইতেছে।

কিন্তু যাহা নিষ্কম্প, যাহা অতুলনীয়, সাংসারিক
কর্ত্তৃক যাহা অসেবিত, সেই ধর্ম্ম বুদ্ধ আমাকে
শিক্ষা দিয়াছেন। আমার মন তাহাতেই
নিরত।

তাঁহার উপদেশ শ্রবণপূর্ব্বক উহা পালনে রত
হইয়া আমি ত্রিবিধ বিদ্যায় সিদ্ধিলাভ
করিয়াছি। বুদ্ধের ইচ্ছা পূর্ণ হইয়াছে।

ভোগানুরক্তি বিনষ্ট হইয়াছে, অজ্ঞানান্ধকার
বিদূরিত হইয়াছে। হে পাপী ইহা জানিয়া
রাখ, তুমি পরাভূত।

নবম সর্গ

নব শ্লোকাত্মক-গীতি

৬২

বড্ঢ মাতা

এই নারীও পূর্ব্ববর্ত্তী বুদ্ধদিগের সময়ে সংকল্পবদ্ধ হইয়া জন্ম জন্মান্তরে অক্ষয় পুণ্যসঞ্চয় পূর্ব্বক গৌতম বুদ্ধের আবির্ভাব কালে ভারুকচ্ছ[১] নগরে সম্ভ্রান্তবংশে জন্মগ্রহণ করেন। বিবাহের পর তিনি এক পুত্রসন্তান প্রসব করেন। তাহার নাম হইয়াছিল বড্ঢ। ঐ সময় হইতেই তিনি বড্ঢের মাতা নামে পরিচিত হন। একদা এক ভিক্ষুর ধর্ম্মোপদেশ শ্রবণ করিয়া তিনি শ্রদ্ধাবতী হইয়া স্বীয় পুত্রকে এক আত্মীয়ের হস্তে সমর্পণ পূর্ব্বক ভিক্ষুণীদিগের আশ্রয় গ্রহণ করেন ও তথায় সঙ্ঘভুক্ত হন। বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া পুত্রও প্রব্রজিত হইয়াছিলেন। একদিন বড্ঢ মাতাকে দেখিবার জন্য একাকী ভিক্ষুণীদিগের বাসস্থানে প্রবেশ করিয়াছিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া জননী কহিলেন, 'তুমি একাকী এস্থানে কেন আসিয়াছ?' ইহা কহিয়া ভিক্ষুণী পুত্রকে নিম্নলিখিত উপদেশ দান করিলেন :

> বৎস বড্ঢ, এই পৃথিবীর তৃষ্ণার অরণ্যে কখনও
> প্রবেশ করিও না। হে পুত্র, পুনঃ পুনঃ দুঃখানু-
> সরণে নিবৃত্ত হও।

---

১ বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত আধুনিক ভরোচ। উহা সমুদ্রতীরস্থ বন্দর।

বৎস বদ্ধ, যাঁহারা সমস্ত সংশয় ছিন্ন করিয়াছেন,
তৃষ্ণাকে দমন করিয়া উহার বশ্যতা হইতে মুক্ত
হইয়াছেন, যাঁহারা শান্ত ও অনাসব, তাঁহারাই
প্রকৃত সুখের অধিকারী।

বদ্ধ, তুমিও উক্ত ঋষিদিগের অনুসৃত দুঃখ-
মোচনকারী দিব্যদৃষ্টিদায়ক মার্গের অনুশীলন
কর।

তদনন্তর বদ্ধ 'মাতা নিশ্চয়ই অর্হত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন' ইহা চিন্তা করিয়া কহিলেন :

জননী, তুমি যাহা কহিলে তাহা তোমার বিশ্বস্ত
অন্তরের কথা। মাতঃ, বিষবৃক্ষ তোমার নিকট
হইতে অদৃশ্য হইয়াছে।

তৎপরে ভিক্ষুণী স্বীয় সিদ্ধি ব্যক্ত করিয়া উত্তর করিলেন :

বদ্ধ, হীন সংস্কারজাত বিষারণ্যের বিন্দু মাত্রেরও
অস্তিত্ব আমার নিকট নাই।

অনলস হইয়া ধ্যানের অনুশীলনে আমি সর্ব্ব
আসবের নাশ করিয়াছি! আমি ত্রিবিদ্যা-
সিদ্ধ। বুদ্ধের ইচ্ছা পূর্ণ হইয়াছে।

ভিক্ষু মাতৃবাক্যে উদ্দীপিত হইয়া স্বীয় বিহারে প্রবেশ পূর্ব্বক আসন গ্রহণান্তে ধ্যাননিবিষ্ট হইলেন। অন্তর্দৃষ্টি স্ফুট হইয়া উঠিল, তিনি অর্হত্ব প্রাপ্ত হইলেন। পরে মাতৃ সদনে গমন পূর্ব্বক নিম্নলিখিত গাথায় স্বীয় সাফল্য ঘোষণা করিলেন :

মাতার অঙ্কুশাঘাত এবং সানুকম্পে প্রদত্ত তাঁহার পরমার্থ প্রদায়ী উপদেশ আমার উত্থান সাধন করিয়াছে।

তাঁহার বচন শ্রবণ করিয়া, তাঁহার উপদেশ হৃদয়স্থ করিয়া, লভিতব্য পরম শান্তির চিন্তায় আমি পুলক মগ্ন হইলাম।

অহোরাত্রব্যাপী অক্লান্ত প্রয়াস প্রয়োগে জননী কথিত সর্ব্বোত্তম শান্তির অধিকারী হইলাম।

দশম সর্গ

একাদশ শ্লোকাত্মক গীতি

৬৩

কৃশা-গৌতমী

এই নারী বুদ্ধ পদুমুত্তর যখন আবির্ভূত হইয়াছিলেন, ঐ সময় হংসবতী নগরে সম্ভ্রান্ত বংশে জন্মগ্রহণ করেন। একদা বুদ্ধ ধর্মোপদেশ দান কালে এক ভিক্ষুণীকে অমসৃণ বস্ত্র পরিধানে সর্ব্বোচ্চ স্থান দান করিলেন। উহা দেখিয়া উপরোক্তা নারী সংকল্প করিলেন যে তিনিও একদিন ঐ উচ্চাসন লাভ করিবেন। বুদ্ধ গৌতমের আবির্ভাবকালে তিনি শ্রাবস্তী নগরে দরিদ্রের গৃহে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার নাম গৌতমী ছিল। তাঁহার দেহ কৃশ হওয়ায় তিনি কৃশা-গৌতমী নামে অভিহিত হইয়াছিলেন। বিবাহিত জীবনে তিনি অনাদৃতা ছিলেন। লোকে তাঁহাকে অনাথা বলিত। কিন্তু এক পুত্র সন্তান প্রসব করিয়া তিনি সম্মান লাভ করিলেন। পুত্রটী বর্দ্ধিত হইয়া যখন চলিবার ক্ষমতা পাইল, ঐ সময় তাহার মৃত্যু হইল। মাতা শোকে উদ্‌ভ্রান্ত হইলেন। উন্মাদিনী প্রায় হইয়া তিনি সন্তানের মৃতদেহ বক্ষে লইয়া দ্বারে দ্বারে গিয়া কহিতে লাগিলেন: 'সন্তানের জন্য ঔষধ দাও।' নগরবাসীগণ ঘৃণাভরে কহিল: 'ঔষধ? কি জন্য?' শোকাতুরা জননী তাহাদের কথা বুঝিলেন না। অবশেষে একব্যক্তি আর্ত্তা নারীর বেদনা বুঝিয়া তাঁহাকে মহাপুরুষ বুদ্ধের নিকট গিয়া ঔষধ প্রার্থনা করিতে উপদেশ দিল। কৃশা, বুদ্ধের ধর্ম্মোপদেশ দানের নির্দ্দিষ্ট সময়ে, বিহারে গমন

পূর্ব্বক কহিলেন : 'ভগবন্! আমার সন্তানের জন্য ঔষধ দাও।' ভগবান কৃশার উচ্চতর জীবনের যোগ্যতা উপলব্ধি করিয়া কহিলেন : 'নগরে যাও, সেখানে গিয়া তথাকার এমন কোন গৃহ হইতে একটী সর্ষপবীজ লইয়া এস যে গৃহে কখনও কোনও মনুষ্যের মৃত্যু হয় নাই।' 'যে আজ্ঞা' বলিয়া কৃশা অপেক্ষাকৃত শান্ত হৃদয়ে নগরে প্রবেশ করিলেন। গৃহ হইতে গৃহান্তরে গিয়া তিনি সর্ষপ বীজ ভিক্ষা করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন ঐ গৃহে কোন মৃত্যু ঘটিয়াছে কি না। কিন্তু সর্ব্বত্রই এক উত্তর মিলিল, 'এখানে কত মৃত্যু হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই।' এই রূপে দ্বারে দ্বারে বিফলমনোরথ হইয়া কৃশা স্বস্থ হইলেন। তিনি বুঝিলেন কোন গৃহই মৃত্যুর করাল গ্রাস হইতে মুক্ত নয়। ঐ চিন্তা তাঁহার জীবনের স্রোতকে সম্পূর্ণ অন্য দিকে লইয়া গেল। নগর ত্যাগ করিয়া তিনি শ্মশান ক্ষেত্রে গমন পূর্ব্বক পুত্রের মৃতদেহ তথায় রক্ষা পূর্ব্বক কহিলেন :

> 'ইহা পল্লীবিশেষের ধর্ম্ম নয়, নগর বিশেষের
> নয়, কোন বংশ বিশেষেরও নয়; স্বর্গ, মর্ত্ত্য
> সর্ব্বজগতের জন্য এই ধর্ম্ম—সর্ব্ব বস্তু
> অনিত্য!'

ইহা কহিয়া তিনি বুদ্ধের নিকট গমন করিলেন। বুদ্ধ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন : 'গৌতমী, সর্ষপ বীজ পাইয়াছ?' কৃশা উত্তর করিলেন : 'ভগবন, সর্ষপ বীজের প্রয়োজন আর নাই। আমায় দীক্ষা দান করুন। তদনন্তর বুদ্ধ কহিলেন :

> 'মহাপ্লাবনে সুপ্ত পল্লী যেরূপ নিশ্চিহ্ন হইয়া
> যায়, ভোগবৃক্ষের পুষ্পচয়নে রত মনুষ্যও সেইরূপ
> মৃত্যু কর্ত্তৃক বিনষ্ট হইয়া যায়।'

বুদ্ধের বাক্য শেষ হইলে কৃশা সোতাপন্ন[১] হইয়া অভিষেকের প্রার্থিণী হইলেন। তাঁহার প্রার্থনা পূর্ণ হইল। তৎপরে সাধনার বলে অনতিবিলম্বে তিনি অন্তর্দ্দৃষ্টিতে প্রতিষ্ঠিত হইয়া অর্হত্ব প্রাপ্ত হইলেন। তিনি ভিক্ষুণী জীবনের নিয়ম পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পালন করিয়া এরূপ খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন যে জেতবনে সঙ্ঘ সম্মিলনে ভিক্ষুণীদিগের শ্রেণী বিভাগকালে বুদ্ধ তাঁহাকে অমসৃণ বস্ত্র পরিধানকারিণী ভিক্ষুণী-দিগের মধ্যে সর্ব্বোচ্চ আসন প্রদান করিলেন। স্বীয় সাফল্যের উল্লাসে তিনি গাহিয়াছিলেন ঃ

সজ্জনের সহিত মিত্রতা জ্ঞানীগণের প্রশংসিত,
উহার অনুসরণ কর। উহার অনুসরণে নির্ব্বোধ
ও জ্ঞানী হয়।

সৎপুরুষের অনুসরণে জ্ঞান বর্দ্ধিত হয়, সর্ব্ব
দুঃখ হইতে মুক্তি লাভ হয়।

দুঃখের স্বরূপ অবগত হও, উহার উৎপত্তি,
উহার নিরোধ এবং নিরোধক অষ্টাঙ্গিক মার্গ—
এই চতুর্ব্বিধ আর্য্য সত্যের জ্ঞান লাভ কর।

'স্ত্রীজন্ম দুঃখ' ইহা নরচিত্তদমনকারী বুদ্ধের
বাক্য। সপত্নী সহবাস দুঃখ, সন্তান প্রসব দুঃখ।
কেহ স্বকীয় কণ্ঠচ্ছেদন করে, কোন সুন্দরী
তরুণী বিষ পান করে। প্রাণনাশী ভ্রূণ মাতৃ-
কুক্ষিগত হইয়া উভয়েই বিনাশ প্রাপ্ত হয়।

---

১ মুক্তিমার্গের প্রথম সোপান।

'প্রসবার্থে গৃহাভিমুখিনী হইয়াছিলাম, পথে স্বামীকে হারাইলাম। প্রসব সময়ে গৃহে উপনীত হইতে অসমর্থ হইলাম।

হতভাগ্য নারী! দুই পুত্র হারাইলাম, পথে স্বামীর মৃত্যু দেখিলাম; মাতা, পিতা ও ভ্রাতাকে একচিতায় দগ্ধ হইতে দেখিলাম।' [১]

ভাগ্যহীনা নারী! তুমি বহু সহস্র জন্ম এইরূপ অপরিমিত দুঃখ ভোগ করিয়াছ, অশ্রুমোচন করিয়াছ।

শ্মশানে পরিত্যক্ত পুত্রের মৃতদেহ বন্যপশুর খাদ্য হইল, তাহাও দেখিয়াছি। হৃতসর্ব্বস্বা, সর্ব্বজন বর্জ্জিতা, পতিহীনা হইয়াছি। তথাপি এক্ষণে আমি মৃত্যুর অতীত!

আমি অমরত্ব প্রদায়ী আর্য্য অষ্টাঙ্গিক মার্গে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছি, নির্ব্বাণ উপলব্ধি করিয়াছি, ধর্ম্মের দর্পণে নিরীক্ষণ করিয়াছি।

আমি বেদনা মুক্ত, ভারমুক্ত, আমার সমুদয় কর্ত্তব্য শেষ হইয়াছে। আমার চিত্ত পূর্ণ মুক্তি প্রাপ্ত। আমি কৃশা গৌতমী ইহা কহিলাম!

১ স্ত্রীলোকের দুঃসহ জীবনভার অধিকতররূপে ব্যক্ত করিবার জন্য কৃশা পটাচারার কাহিনী এইস্থলে উল্লেখ করিতেছেন।

একাদশ সর্গ

দ্বাদশ শ্লোকাত্মক গীতি

উৎপল বর্ণা

এই নারীও যৎকালে পদুমুত্তর বুদ্ধের আবির্ভাব হইয়াছিল, ঐ সময়ে হংসবতী নগরে সম্ভ্রান্ত বংশে জন্ম গ্রহণ করেন। বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া একদা তিনি বুদ্ধের ধর্ম্মোপদেশ শ্রবণ করিলেন। ঐ সময় বুদ্ধ জনৈক ভিক্ষুণীকে ঋদ্ধি বলে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আসন দান করিয়াছিলেন। উহা দেখিয়া উক্ত নারীও ঐ শ্রেষ্ঠপদ লাভের নিমিত্ত বুদ্ধ ও সঙ্ঘকে সপ্ত-দিবস ব্যাপী দান বিতরণ করিয়াছিলেন। বুদ্ধ গৌতমের আবির্ভাব কালে তিনি শ্রাবস্তী নগরে তত্রত্য শ্রেষ্ঠীর কন্যারূপে পুনর্জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার দেহ নীল পদ্মের বর্ণ বিশিষ্ট হওয়ায় তিনি উৎপলবর্ণা কথিত হন। তিনি যখন বয়ঃপ্রাপ্ত হইলেন, তখন সমস্ত ভারত হইতে বহুজন তাঁহার পাণিপ্রার্থী হইল। সকলের প্রার্থনা পূরণ অসম্ভব দেখিয়া শ্রেষ্ঠী কন্যাকে জিজ্ঞাসা করিলেন তিনি সংসার ত্যাগ করিতে প্রস্তুত কি না। কন্যা তাঁহার শেষ জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। পিতার প্রশ্নের উত্তরে তিনি উৎফুল্ল চিত্তে কহিলেন: 'আমি এখনই প্রস্তুত।' পিতা সসম্মানে কন্যাকে অভিষিক্ত করিবার জন্য ভিক্ষুণীদিগের নিকট লইয়া গেলেন। কন্যা সেখানে অভিষিক্ত হইলেন। পরে সাধনার বলে যথা সময়ে অর্হৎ হইয়া তিনি ঋদ্ধি লাভ করিলেন।

তদনন্তর জেতবনে সঙ্ঘ সম্মিলনে বুদ্ধ তাঁহাকে ঋদ্ধি বলে সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ আসন দান করিলেন। সাধনা ও সিদ্ধির পরমানন্দ চিন্তা করিয়া একদিন তিনি কতকগুলি গাথা আবৃত্তি করেন। গাথাগুলি এক অনুতপ্তা জননীর মর্ম্মবাণী। ঐ নারী নিজকন্যার সহিত একই পুরুষে আসক্ত হইয়া মাতা পুত্রী উভয়েই দূষিত জীবন যাপন করিয়াছিলেন। যে পুরুষে তাঁহারা আসক্ত হইয়াছিলেন তিনি পরজীবনে সঙ্ঘভুক্ত হইয়া গঙ্গাতীরীয় স্থবির নামে খ্যাত হইয়াছিলেন। গাথাগুলি ইন্দ্রিয় লালসার অনিষ্টকারিতা, জঘন্যতা ও অপবিত্রতা ব্যক্ত করিতেছে :

ক

'আমরা, মাতা ও কন্যা, উভয়ে সপত্নীর জীবন যাপন করিতেছিলাম। ক্রমে অভূতপূর্ব্ব লোমহর্ষক হৃৎকম্প অনুভব করিলাম!

ধিক এই ইন্দ্রিয়লালসা—এই অশুচি, দুর্গন্ধময়, কণ্টকাকীর্ণ লালসা! ঐ লালসায় আমরা মাতা ও পুত্রী সপত্নী হইয়াছিলাম!'

কামতৃষ্ণার দীনতা উপলব্ধি করিয়া তিনি গৃহত্যাগ পূর্ব্বক রাজগৃহ নগরে গমন করিয়া প্রব্রজ্যা আশ্রয় করিলেন, উহাতে নিশ্চিত শান্তি নিহিত।

খ

আনন্দপূর্ণ-হৃদয়ে তিনি স্বকীয় সিদ্ধির বিষয়ে চিন্তা করিলেন :

পূর্ব্বের জীবন বিস্মৃত হই নাই; এক্ষণে চিত্ত-

বলে আমার বিশোধিত দিব্যচক্ষু, দিব্যশ্রুতি
ও জ্ঞান।

আমি ঋদ্ধিপ্রাপ্ত, আস্রব মুক্ত। আমি ষড়
অভিজ্ঞায় পারদর্শিনী। বুদ্ধের ইচ্ছা পূর্ণ
হইয়াছে।

গ

বুদ্ধের অনুমতিক্রমে এক অলৌকিক ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিয়া তিনি কহিতেছেন :

ঋদ্ধিবলে নির্ম্মিত চতুরশ্বযোজিত রথে আরূঢ়
হইয়া আসিলাম, জগতপতি ভগবান বুদ্ধের
পাদবন্দনা করিলাম।

ঘ

তৎপরে শালকুঞ্জে মার কর্ত্তৃক উৎপীড়িত হইয়া তিনি মারকে ভৎর্সনা করিতেছেন :

মার

পুষ্পিত তরুকুঞ্জে আগমন পূর্ব্বক তুমি
একাকিনী বৃক্ষমূলে দণ্ডায়মান; তুমি অরক্ষিতা;
মূঢ়ে, তুমি ধূর্ত্তভয়ে ভীত নও?

উত্তর

তোমার ন্যায় সহস্র ধূর্ত্ত আসিলেও আমার
কেশাগ্র স্পর্শ করিতে পারিবে না; একাকী
তুমি কি করিবে?

আমি এইক্ষণেই অদৃশ্য হইয়া তোমার দেহে প্রবেশ করিতে পারি ; দেখ, আমি তোমার ভ্রূযুগের অভ্যন্তরে দণ্ডায়মান, কিন্তু তুমি আমায় দেখিতেছ না !

চিত্ত আমার বশীভূত, আমি ঋদ্ধিপাদে প্রতিষ্ঠিত ; আমি ষড় অভিজ্ঞায় পারদর্শিনী। বুদ্ধের ইচ্ছা পূর্ণ হইয়াছে।

কামতৃষ্ণা ও স্কন্ধসমূহ শূলের ন্যায় বিদ্ধ করে। তোমার কাছে যাহা ভোগের আনন্দ, আমার কাছে তাহা দুঃখ।

অজ্ঞানের অন্ধকার বিদূরিত করিয়া আমি সর্ব্ববিধ ভোগতৃষ্ণার বিনাশ সাধন করিয়াছি। হে পাপী, ইহা জানিয়া রাখ ; হে কাল, তুমি পরাজিত।

দ্বাদশ সর্গ

ষোড়শ শ্লোকাত্মক গীতি

৬৫

পুণ্যা (পুণ্যিকা)

এই নারীও পূর্ব্ববর্ত্তী বুদ্ধদিগের সময়ে সংকল্পবদ্ধ হইয়া জন্ম জন্মান্তরে অক্ষয় সুকৃতি সঞ্চয় পূর্ব্বক বুদ্ধ বিপস্সির আবির্ভাব কালে এক সম্ভ্রান্ত-বংশে পুনর্জন্ম গ্রহণ করেন। বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে পুনর্জন্মের সম্ভাবনা তাঁহাকে উদ্বিগ্ন করায় তিনি ভিক্ষুণীদিগের নিকট গিয়া ধর্ম্মোপদেশ শ্রবণান্তে সঙ্ঘে প্রবেশ করিলেন। সম্যকরূপে শীলা পালন পূর্ব্বক ত্রিপিটক অধ্যয়নান্তে উহাতে ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া তিনি ধর্ম্মের শিক্ষয়িত্রী হইলেন। পূর্ব্ববর্ত্তী পঞ্চবুদ্ধ—শিখী, বেস্সবু, ককুসন্ধ, কোণাগমন এবং কাশ্যপের সময়েও তাঁহার ঐ পদলাভ হইয়াছিল, কিন্তু অভিমানের বশবর্ত্তী হইয়া তিনি অপবিত্রতা[১] সমূহের উচ্ছেদ সাধন করিতে পারেন নাই। অভিমান জনিত কর্ম্মফলে বুদ্ধ গৌতমের আবির্ভাব কালে তিনি শ্রাবস্তী-নগরে শ্রেষ্ঠী অনাথপিণ্ডিকের গৃহে ক্রীতদাসের পুত্রীরূপে পুনর্জন্ম গ্রহণ করেন। বুদ্ধের সিংহনাদ[২] নামে খ্যাত উপদেশ শ্রবণ করিয়া তিনি সোতাপন্ন হইয়াছিলেন। তৎপরে একজন উদকশুদ্ধিক ব্রাহ্মণকে স্বমতে আনয়নে সমর্থ হইয়া তিনি স্বীয়

---

১ কিলেস—উহা দশবিধ: লোভ, দোষ, মোহ, মান, মিথ্যাদৃষ্টি, সংশয়, ঔদাসীন্য, উত্তেজনা, অধর্ম্মের ভয় শূন্যতা ও অসমসাহসিকতা।

২ সুত্রপিটকের মজ্ঝিম নিকায়ে বর্ণিত হইয়াছে।

প্রভুর নিকট এত সুখ্যাতি অর্জ্জন করেন যে, প্রভু তাঁহাকে দাসত্ব হইতে মুক্তি দেন। স্বাধীনতা প্রাপ্ত হইয়া তিনি প্রভুর অনুমতি ক্রমে সঙ্ঘে প্রবিষ্ট হইয়া অধ্যবসায় বলে অচিরে অর্হত্ব প্রাপ্ত হন। সাফল্যের উল্লাসে তিনি গাহিয়াছিলেন :

সর্ব্বদা জলাহরণ আমার নির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম ছিল,
আর্য্যাদিগের দণ্ডভয়ে ভীত হইয়া, তাঁহাদের
ক্রুদ্ধ বাক্যে উৎপীড়িত হইয়া শীতেও আমাকে
জলে অবতরণ করিতে হইত।

'ব্রাহ্মণ, তুমি কিসের ভয়ে ভীত হইয়া নদী-
গর্ভের দুরন্ত শীতে আর্ত্ত হইতেছ ?'

'পুণ্ণিকে, তুমি কারণ জ্ঞাত হইয়াও জিজ্ঞাসা
করিতেছ। আমি পাপ কর্ম্মের ফল রোধ
করিবার জন্য কুশল কর্ম্ম করিতেছি। বার্দ্ধক্যে
কিম্বা যৌবনে যে পাপকর্ম্ম করে, সে স্নানশুদ্ধি
দ্বারা ঐ পাপ হইতে মুক্ত হয়'।

'স্নানশুদ্ধি দ্বারা পাপ হইতে মুক্তি হয় ইহা
তোমাকে কে কহিয়াছে ? উহা মূঢ় কর্ত্তৃক
মূঢ়ের প্রতি উপদেশ। যদি তাহাই হয়, তাহা
হইলে ভেক, কচ্ছপ, সর্প, কুম্ভীরাদি জলচর-
গণের স্বর্গ প্রাপ্তি নিশ্চিত ! যদি তাহাই হয়,
তাহা হইলে মেষ, শূকর ও মৃগ মাংস বিক্রেতা,
মৎস্যজীবি, চৌর, হত্যাকারী প্রভৃতি পাপকর্ম্ম

কারকেরা স্নানশুদ্ধি দ্বারা পাপ মুক্ত হইবে! এই নদীসমূহ যদি পূর্ব্বেকৃত পাপ ধৌত করিতে সমর্থ হয়, তাহা হইলে তোমার পুণ্যও ঐরূপে ধৌত হইয়া যাইবে, তোমার যে কিছূই থাকিবে না!

ব্রাহ্মণ, যে ব্রহ্মের ভয়ে ভীত হইয়া তুমি সদা স্নাননিরত ঐ ভয় পরিহার কর, শীত হইতে দেহকে রক্ষা কর।'

'আমি কুমার্গে পতিত হইয়াছিলাম, তুমি আমাকে আর্য্যমার্গ প্রদর্শন করিয়াছ; তোমাকে এই স্নান বস্ত্র দান করিতেছি।'

'বস্ত্র তুমিই রাখিয়া দাও, উহাতে আমার প্রয়োজন নাই। যদি দুঃখের ভীতি থাকে, যদি দুঃখ তোমার অপ্রিয় হয়, তাহা হইলে প্রকাশ্যে কিম্বা গোপনে পাপ কর্ম্ম করিও না। যদি পাপ করিতে সংকল্প করিয়া থাক, কিম্বা ইতিপূর্ব্বেই করিয়া থাক, তাহা হইলে দুঃখ হইতে মুক্তি নাই, পলায়ন করিয়াও মুক্তি পাইবে না। যদি দুঃখের ভীতি থাকে, যদি দুঃখ তোমার অপ্রিয় হয়, তাহা হইলে বুদ্ধ, ধর্ম্ম ও সঙ্ঘের শরণ লও, শীলা সমূহের পালনে ব্রতী হও। মঙ্গল হইবে।'

'আমি বুদ্ধ, ধর্ম্ম ও সঙ্ঘের শরণ লইব,
সমূহের পালনে ব্রতী হইব। উহা মঙ্গল প্রসূ
হইবে। পূর্ব্বে আমি মাত্র নামে ব্রাহ্মণ ছিলাম,
এক্ষণে আমি সত্যই ব্রাহ্মণ। আমি ত্রিবিদ্যা-
লব্ধ, প্রকৃত বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ, আমি স্নাতক।'

ব্রাহ্মণ ত্রিরত্নের শরণ লইয়া, শীলাসমূহে প্রতিষ্ঠিত হইয়া সঙ্ঘে প্রবেশ পূর্ব্বক সিদ্ধিলাভান্তে উক্ত গাথায় স্বীয় সাফল্য ব্যক্ত করিয়াছিলেন। পরে ভিক্ষুণী উহার পুনরাবৃত্তি করায় ঐগুলি তাঁহারই গাথারূপে খ্যাত হইয়াছিল।

ত্রয়োদশ সর্গ

বিংশতি শ্লোকাত্মক গীতি

৬৬

অম্বপালী

এই নারীও পূর্ব্ববর্ত্তী বুদ্ধদিগের সময়ে জন্মজন্মান্তরে বহুপুণ্য সঞ্চয় করিয়া শিখি বুদ্ধের সময়ে সঙ্ঘে প্রবেশ করেন। যখন তিনি প্রাথমিক শিক্ষাগ্রহণে ব্রতী ছিলেন, ঐ সময়ে একদিন অন্যান্য ভিক্ষুণীদিগের সহিত চৈত্যের পূজা করিয়া উহাকে প্রদক্ষিণ করিবার সময় একজন অর্হত্ব প্রাপ্ত ভিক্ষুণী তাঁহার অগ্রে গমন করিতেছিলেন। ঐ ভিক্ষুণী সহসা নিষ্ঠীবন ত্যাগ করিলে উহা চৈত্যের অঙ্গনে পতিত হয়। ঐ অনাসবা ভিক্ষুণীকে না দেখিয়া তিনি বলিয়া উঠেন, 'কোন্ গণিকা এই স্থানে নিষ্ঠীবন ত্যাগ করিয়াছে?'

ভিক্ষুণী-ব্রত অবলম্বন করিয়া শীলাপালনে নিরত রহিবার কালে তিনি গর্ভাবাস জনিত জন্মে বীতরাগ হইয়া স্বয়ংসম্ভবা হইতে মনস্থ করিয়াছিলেন। তজ্জন্য তাঁহার সর্ব্বশেষ জন্মে তিনি বেশালীস্থ রাজোদ্যানে আম্র বৃক্ষতলে স্বয়ংসম্ভবা রূপে পুনর্জন্ম প্রাপ্ত হন। উদ্যান-রক্ষক তাঁহাকে দেখিয়া তাঁহাকে নগরে আনয়ন করে। এই প্রকারে তিনি অম্বপালী নামে পরিচিতা হন। তাঁহার সৌন্দর্য্য ও গুণে মুগ্ধ হইয়া বহু রাজপুত্র তাঁহাকে অধিকার করিবার জন্য পরস্পর কলহে প্রবৃত্ত হইল। পরিশেষে কলহের অবসানের জন্য এবং কর্ম্মের প্রভাব

দ্বারা প্রণোদিত হইয়া রাজপুত্রগণ অম্বপালীকে গণিকারূপে স্থাপিত করিল। পরে, বুদ্ধের প্রতি শ্রদ্ধা পরবশ হইয়া অম্বপালী স্বীয় উদ্যানে বিহার নির্ম্মাণ করিয়া উহা বুদ্ধ এবং সঙ্ঘকে উৎসর্গ করেন। তাঁহার পুত্র সঙ্ঘভুক্ত হইয়া স্থবির বিমল কোণ্ডঞ্ঞ নামে খ্যাত হইয়াছিলেন। পুত্রের ধর্ম্মোপদেশ শ্রবণ করিয়া অম্বপালী অন্তর্দৃষ্টি লাভের প্রয়াস করেন। পরিণত বয়সে স্বীয় দেহের পরিবর্ত্তনে প্রতিফলিত সর্ব্ববস্তুর অনিত্যতাকে ধ্যানের বিষয়ীভূত করিয়া তিনি নিম্নলিখিত গাথা আবৃত্তি করেন ঃ

> এক সময় আমার কেশ ভ্রমরকৃষ্ণবর্ণ ও কুঞ্চিতাগ্র ছিল। জরাগ্রস্ত হইয়া উহা এক্ষণে বল্কল বস্ত্রের আকার ধারণ করিয়াছে; সত্যবাদীগণের বচন কখনও বৃথা হয় না।
>
> ঐ কেশ পুষ্পাভরণে ভূষিত হইয়া পূর্ব্বে মধুর গন্ধ বহন করিত; এক্ষণে জরাগ্রস্ত হইয়া উহা শশকলোম গন্ধবিশিষ্ট। সত্যবাদীগণের বচন কখনও বৃথা হয় না।
>
> সুরোপিত নিবিড় উপবনের ন্যায়, কঙ্কতিকা ও সূচীশোভিত সুবিন্যস্ত ঐ কেশ রাশি এক্ষণে জরাগ্রস্ত হইয়া বিরল ও আলুলায়িত। সত্য-বাদীগণের বচন কখনও বৃথা হয় না।
>
> বেণীসুশোভিত স্বর্ণালঙ্কারভূষিত উজ্জ্বল কৃষ্ণ কেশরাজি জরাগ্রস্ত হইয়া এক্ষণে শির হইতে

স্খলিত। সত্যবাদীগণের বচন কখনও বৃথা হয় না।

আমার ভ্রুযুগ পূর্ব্বে চিত্রকরের অঙ্কিত ভ্রুর ন্যায় প্রতীয়মান হইত। জরাগ্রস্ত হইয়া উহা এক্ষণে বলিবিশিষ্ট ও প্রলম্বিত। সত্যবাদীগণের বাক্য কখনও বৃথা হয় না।

আয়ত চক্ষুদ্বয় গাঢ়নীলবর্ণ মণির ন্যায় উজ্জ্বল ও জ্যোতিবিশিষ্ট ছিল; জরাগ্রস্ত হইয়া উহা এক্ষণে শোভাহীন। সত্যবাদীগণের বাক্য কখনও বৃথা হয় না।

নবযৌবনের কোমল সুদীর্ঘ নাসিকা জরাগ্রস্ত হইয়া এক্ষণে শুষ্ক ও কুঞ্চিত। সত্যবাদীগণের বাক্য কখনও বৃথা হয় না।

পূর্ব্বে আমার কর্ণদ্বয় সুগঠিত কঙ্কণের ন্যায় শোভিত হইত, জরাগ্রস্ত হইয়া উহা এক্ষণে বলিবিশিষ্ট ও প্রলম্বিত। সত্যবাদীগণের বাক্য কখনও বৃথা হয় না।

কদলীমুকুল বর্ণবিশিষ্ট আমার পূর্ব্বের দন্তরাজি জরাগ্রস্ত হইয়া এক্ষণে ভগ্ন ও যবের ন্যায় পীত-বর্ণ বিশিষ্ট। সত্যবাদীগণের বাক্য কখনও বৃথা হয় না।

বনচারিণী কোকিলার ধ্বনির ন্যায় আমার সুমিষ্ট স্বর জরাগ্রস্ত হইয়া এক্ষণে ভগ্ন। সত্যবাদীগণের বাক্য কখনও বৃথা হয় না।

সুচিক্কণ শঙ্খের ন্যায় আমার মার্জ্জিত গ্রীবাদেশ এক্ষণে জরাগ্রস্ত হইয়া ভগ্ন ও বিনষ্ট। সত্যবাদীগণের বাক্য কখন ও বৃথা হয় না।

সুগোল স্তম্ভ সদৃশ আমার বাহুযুগল জরাগ্রস্ত হইয়া এক্ষণে বিশুষ্ক পাটলী শাখার ন্যায়। সত্যবাদী গণের বাক্য কখনও বৃথা হয় না।

অঙ্গুরীয় ও সুবর্ণমণ্ডিত আমার কোমল হস্তদ্বয় জরাগ্রস্ত হইয়া এক্ষণে গ্রন্থিল। সত্যবাদীগণের বাক্য কখনও বৃথা হয় না।

স্থূল সুগোল উন্নত স্তনদ্বয় জরাগ্রস্ত হইয়া এক্ষণে বারিশূন্য লম্বিত চর্ম্ম থলির ন্যায়। সত্যবাদীগণের বাক্য কখনও বৃথা হয় না।

মার্জ্জিত সুবর্ণ ফলকের ন্যায় শোভিত মদীয় দেহ এক্ষণে শুষ্ক বলি আচ্ছাদিত। সত্যবাদী গণের বাক্য কখনও বৃথা হয় না।

হস্তীশুণ্ডের ন্যায় পূর্ব্বের উরুদ্বয় জরাগ্রস্ত হইয়া এক্ষণে বেণু নলের ন্যায় প্রতীয়মান। সত্য-বাদীগণের বাক্য কখনও বৃথা হয় না।

স্বর্ণ নুপুর শোভিত পূর্ব্বের জঙ্ঘাদেশ জরাগ্রস্ত
হইয়া এক্ষণে বিশুষ্ক তিলদণ্ডকের ন্যায় হইয়াছে।
সত্যবাদীগণের বাক্য কখন ও বৃথা হয় না।

আমার কোমল পাদদ্বয় পূর্ব্বে তুলাপূর্ণরূপে
প্রতীয়মান হইত। জরাগ্রস্ত হইয়া উহা এক্ষণে
শুষ্ক ও বলি আচ্ছাদিত। সত্যবাদীগণের বাক্য
কখনও বৃথা হয় না।

এই দেহ এক সময়ে ঐরূপ ছিল। এক্ষণে উহা
জর্জ্জরিত, দুঃখের আলয়। ঐ জীর্ণাগার হইতে
প্রলেপ খসিয়া পড়িতেছে। সত্যবাদীগণের
বাক্য কখন ও বৃথা হয় না।

থেরী স্বীয় দেহে দৃশ্যমান অনিত্যতার চিহ্ন হইতে ত্রিলোকের অনিত্যত্ব উপলব্ধি করিলেন। উহাকেই ধ্যানের বিষয়ীভূত করিয়া তিনি দুঃখ ও অনাত্মাতে লব্ধদৃষ্টি হইয়া অচিরে অর্হত্ব প্রাপ্ত হইলেন।

৬৭

রোহিণী

এই নারীও পূর্ব্ববর্ত্তী বুদ্ধদিগের সময়ে সংকল্পবদ্ধ হইয়া জন্মজন্মান্তরে অক্ষয় সুকৃতি সঞ্চয় করিয়া একনবতি কল্প পূর্ব্বে বিপস্সি বুদ্ধের আবির্ভাব কালে সম্ভ্রান্ত বংশে জন্ম গ্রহণ করেন। একদিন বুদ্ধকে বন্ধুমতী নগরে ভিক্ষায় রত দেখিয়া তিনি বুদ্ধের ভিক্ষাপাত্র মিষ্টান্নে পূর্ণ করিয়া তাঁহার পদতলে পতিত হইয়া তাঁহার পূজা করিলেন। ঐ

স্বকর্ম্মের ফলে স্বর্গে ও মর্ত্ত্যে বহু জন্ম গ্রহণ-পূর্ব্বক নির্ব্বাণের মার্গে প্রতিষ্ঠিত হইয়া তিনি বুদ্ধ গৌতমের সময়ে বেশালী নগরে এক সমৃদ্ধি-শালী ব্রাহ্মণের গৃহে জন্ম গ্রহণ করিয়া রোহিণী নামে অভিহিত হন। বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া তিনি বুদ্ধের বেশালীতে অবস্থান কালে বিহারে গমন পূর্ব্বক ধর্ম্মোপদেশ শ্রবণ করেন। সোতাপন্ন হইয়া তিনি পিতামাতার নিকট ধর্ম্মপ্রচার করিয়া তাঁহাদিগকে স্বমতে আনয়ন করেন ও সঙ্ঘে প্রবেশ করিবার জন্য তাঁহাদের অনুমতি প্রাপ্ত হন। তৎপরে অধ্যবসায়ের সহিত সাধনা করিয়া তিনি অচিরে অর্হত্ব প্রাপ্ত হন। তদনন্তর, সোতাপন্ন হইয়া তিনি পিতার সহিত যে বিতর্ক করিয়া-ছিলেন, উহা চিন্তা করিয়া উহার সারাংশ তিনি নিম্নলিখিত গাথায় ব্যক্ত করিয়াছিলেন :

'তোমার মুখে সর্ব্বদা "ঐ শ্রমণ!" তুমি
আমাকে নিদ্রা হইতে জাগরিত করিয়া কহিয়া
থাক "ঐ শ্রমণ, দেখ! শ্রমণের যশকীর্ত্তনই
তোমার মুখে। তুমি কি শ্রমণী হইবে ?
তুমি শ্রমণগণকে বিপুল অন্নপানাদি দান
করিয়া থাক। রোহিণী, শ্রমণগণ কেন
তোমার এত প্রিয় ?
তাহারা শ্রমবিমুখ, অলস, পরান্নভোজী, তাহারা
লোভী ও ভোজন বিলাসী ; ঐ শ্রমণগণ কেন
তোমার প্রিয় ?'
পিতা, তুমি বহুবার আমাকে শ্রমণগণের বিষয়
জিজ্ঞাসা করিয়াছ। এইবার আমি তোমাকে

তাঁহাদের প্রজ্ঞা, তাঁহাদের সদাচার, তাঁহাদের কর্ম্মতৎপরতা কীর্ত্তন করিব।

তাঁহারা শ্রমশীল, অনলস, শ্রেষ্ঠ কর্ম্মের কারক। তাঁহারা তৃষ্ণাহীন, দ্বেষহীন, সেইজন্য তাঁহারা আমার প্রিয়।

ত্রিবিধ পাপের মূলোৎপাটন করিয়া তাঁহারা বিশুদ্ধ দেহ, বিশুদ্ধ চিত্ত। তাঁহারা সর্ব্বপাপ পরিহার করেন। সেইজন্য তাঁহারা আমার প্রিয়।

কায়, মন ও বাক্য দ্বারা কৃত তাঁহাদের সমুদয় কর্ম্ম বিশুদ্ধ। সেইজন্য তাঁহারা আমার প্রিয়।

তাঁহাদের অন্তর ও বাহির বিমল শঙ্খমুক্তার ন্যায়, তাঁহারা সর্ব্বোত্তম গুণের আধার। সেইজন্য তাঁহারা আমার প্রিয়।

তাঁহারা বহুশ্রুত, ধর্ম্মধর, আর্য্য; ধর্ম্মই তাঁহাদের উপজীবিকা। তাঁহারা ধর্ম্ম ও ধর্ম্মার্থ উপদেশ দিয়া থাকেন। সেইজন্য তাঁহারা আমার প্রিয়।

তাঁহারা বহুশ্রুত, ধর্ম্মধর, আর্য্য; ধর্ম্মই তাঁহাদের উপজীবিকা। তাঁহারা একাগ্রচিত্ত, নিষ্ঠাবান। সেইজন্য তাঁহারা আমার প্রিয়।

তাঁহারা দূর দূরান্তর গমনকারী, নিষ্ঠাবান,

ধর্ম্মের আবৃত্তিকারক, বিনয়ী ; দুঃখ নিবৃত্তির মার্গ তাঁহাদের জ্ঞাত। সেইজন্য তাঁহারা আমার প্রিয়।

পল্লীতে ভ্রমণকালে তাঁহাদের দৃষ্টি ইতস্ততঃ নিক্ষিপ্ত হয় না। সম্পূর্ণ ঔদাসীন্যের সহিত তাঁহারা গমন করেন। সেইজন্য তাঁহারা আমার প্রিয়।

পার্থিব সম্পদ রক্ষার জন্য তাঁহাদের গৃহ নাই, পাত্রাদিও নাই। তাঁহারা সিদ্ধ-সংকল্প। সেইজন্য তাঁহারা আমার প্রিয়।

মুদ্রা, স্বর্ণ,, রৌপ্য কিছুই তাঁহারা গ্রহণ করেন না। অতীত ও অনাগতের চিন্তা দূরে রাখিয়া তাঁহারা মাত্র বর্ত্তমানের সহিত সংশ্লিষ্ট। সেইজন্য তাঁহারা আমার প্রিয়।

বিবিধ কুল ও জনপদ হইতে তাঁহারা প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহারা পরস্পরের প্রতি মৈত্রে আবদ্ধ। সেইজন্য তাঁহারা আমার প্রিয়।'

'রোহিণী, আমাদের মঙ্গলের জন্যই তুমি এই কুলে জন্মিয়াছ! বুদ্ধ, ধর্ম্ম ও সঙ্ঘে তুমি শ্রদ্ধাবতী, তোমার নিষ্ঠা একান্ত।

ইহাই যে সর্ব্বোত্তম পুণ্যক্ষেত্র তাহা তোমার সুবিদিত। অতঃপর আমরাও শ্রমণদিগের

সেবায় রত হইয়া বিপুল যজ্ঞের অনুষ্ঠান
করিব।'

'যদি দুঃখে ভয় থাকে, যদি দুঃখ তোমার অপ্রিয়
হয়, তাহা হইলে বুদ্ধ, ধর্ম্ম ও সঙ্ঘের শরণ
লও। শীলা পালনে ব্রতী হও, মঙ্গল হইবে।'

'আমি বুদ্ধ, ধর্ম্ম ও সঙ্ঘের শরণ লইব, শীলা-
সমূহের পালনে ব্রতী হইব, উহা মঙ্গলপ্রসূ
হইবে। পূর্ব্বে আমি মাত্র নামে ব্রাহ্মণ
ছিলাম, এক্ষণে আমি সত্যই ব্রাহ্মণ। আমি
ত্রিবিদ্যালব্ধ, প্রকৃত বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ, আমি
স্নাতক।'

ব্রাহ্মণ ত্রিরত্নের শরণ লইয়া শীলা পালনে ব্রতী হইয়া পরে সংসার পরিত্যাগ পূর্ব্বক সাধনা-নিরত হইয়া অর্হত্ব প্রাপ্ত হইলেন। সাফল্যের উল্লাসে তিনি সর্ব্বশেষ শ্লোক আবৃত্তি করিয়াছিলেন।

৬৮

চাপা

এই নারীও পূর্ব্ববর্ত্তী বুদ্ধদিগের সময়ে জন্ম জন্মান্তরে বহু সুকৃতি সঞ্চয় পূর্ব্বক বুদ্ধ গৌতমের সময়ে বঙ্কহার দেশে এক ব্যাধ পল্লীতে তত্রত্য প্রধানের কন্যা রূপে জন্ম গ্রহণ করিয়া চাপা নামে অভিহিত হন। ঐ সময়ে বুদ্ধ ধর্ম্মচক্র-প্রবর্ত্তন করিবার জন্য বারাণসীর অভিমুখে যাইবার কালে উপক নামক তপস্বীর সম্মুখবর্ত্তী হন। উপক বুদ্ধের

দেহের লাবণ্যে তৎপ্রতি আকৃষ্ট হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন: 'মিত্র, কি নিমিত্ত তুমি সংসার ত্যাগ করিয়াছ? কে তোমার শিক্ষক? তুমি কাহার শিক্ষায় আস্থাবান?' বুদ্ধ উত্তর করিলেন:

> 'আমি সর্ব্ববিজয়ী। আমি সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্ববস্তু কর্ত্তৃক অস্পৃষ্ট। আমি সর্ব্বত্যাগী, তৃষ্ণার বিনাশসাধন করিয়া আমি মুক্ত। আমি স্বয়ং অভিজ্ঞালব্ধ। তোমার নিকট আমি কাহার নাম করিব? আমার শিক্ষক নাই। আমার সদৃশ আর কেহই নাই। স্বর্গে ও মর্ত্ত্যে আমার প্রতিদ্বন্দ্বী নাই। আমি এক্ষণে ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তনের উদ্দেশ্যে বারাণসী যাইতেছি। নির্ব্বাণের দুন্দুভিনিনাদে অন্ধ সুপ্ত জগতবাসীকে জাগরিত ও চালিত করিব।'

তপস্বী কহিলেন, 'তোমার মহৎ উদ্দেশ্য সফল হউক।' তৎপরে তিনি পথান্তর অবলম্বন পূর্ব্বক বঙ্কহার দেশে উপনীত হইয়া তত্রত্য ব্যাধ পল্লীর নিকটে অবস্থান করিতে লাগিলেন। পল্লী-প্রধান তাঁহার সেবায় নিরত হইল। একদিন ব্যাধ পুত্র ও ভ্রাতৃবর্গের সহিত শিকার অন্বেষণে দূরে গমন করিলেন। যাইবার পূর্ব্বে কন্যাকে তপস্বীর সেবায় অবহিত হইবার আদেশ দিয়া গেলেন। কন্যা অতিশয় রূপসী ছিলেন। উপক চাপার গৃহে ভিক্ষার্থ আসিয়া চাপার সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া অনাহারী হইলেন এবং প্রতিজ্ঞা করিলেন যে চাপাকে না পাইলে তিনি মৃত্যু আলিঙ্গন করিবেন। সপ্ত দিবসান্তে ব্যাধ গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া তপস্বীর বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়া অবগত হইলেন যে তপস্বী

প্রথম দিবসের পর আর ভিক্ষার্থে আসেন নাই। ব্যাধ উপকের নিকট গিয়া দেখিলেন যে তপস্বী শয্যাশায়ী। উপক সমস্তই স্বীকার করিলেন। ব্যাধ উপককে জিজ্ঞাসা করিলেন তিনি কোন শিল্পে পারদর্শী কি না। উপক উত্তর করিলেন 'না'; কিন্তু তিনি ব্যাধের শিকার বিক্রয় করিবার ভার লইতে স্বীকৃত হইলেন। ব্যাধ সম্মত হইয়া উপককে গাত্রবস্ত্র প্রদান করিয়া তাঁহাকে গৃহে লইয়া আসিয়া কন্যাকে দান করিলেন। যথাসময়ে চাপা পুত্রসন্তান প্রসব করিলেন। উহার নাম লইল সুভদ্র। শিশু ক্রন্দন করিলে তাহাকে শান্ত করিবার জন্য চাপা স্বামীকে উপহাস করিয়া গাহিতেন: 'উপকের পুত্র, তপস্বীর পুত্র, ব্যাধের পুত্র, শান্ত হও, শান্ত হও!' অবশেষে একদিন উপক কহিলেন: 'চাপা, মনে করিওনা আমাকে রক্ষা করিবার কেহ নাই। সর্ব্ববিজয়ী মহাপুরুষের সহিত আমার মিত্রতা আছে। আমি তাঁহার নিকট যাইব।' স্বামীর বিরক্তিতে আমোদ অনুভব করিয়া চাপা তাঁহাকে উত্যক্ত করিবার জন্য পুনঃ পুনঃ উক্ত গীত আবৃত্তি করিতে লাগিলেন। অবশেষে একদিন ক্রোধের বশীভূত হইয়া উপক গৃহত্যাগের জন্য প্রস্তুত হইলেন। চাপা তাঁহাকে নিবৃত্ত করিবার জন্য বৃথা চেষ্টা করিলেন। উপক পশ্চিম অভিমুখে চলিলেন। ঐ সময় বুদ্ধ শ্রাবস্তী নগরে জেতবনে অবস্থান করিতেছিলেন। তিনি ভিক্ষুদিগকে কহিলেন: 'অদ্য যে ব্যক্তি আসিয়া "সর্ব্ববিজয়ী কোথায়?" জিজ্ঞাসা করিবেন, তাঁহাকে আমার নিকট প্রেরণ করিও।' উপক আসিয়া বিহারের মধ্যস্থলে দণ্ডায়মান হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'সর্ব্ববিজয়ী কোথায়?' তিনি বুদ্ধের নিকট নীত হইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'দেব, আমাকে চিনিতে পারিতেছেন?' 'হাঁ, পারিতেছি। কিন্তু তুমি এতদিন কোথায় ছিলে?' 'বঙ্কহার দেশে।' 'উপক, তুমি এখন বৃদ্ধ হইয়াছ; ধার্ম্মিক

জীবন যাপনে তুমি সমর্থ হইবে কি?' 'দেব, আমি উহাই আশ্রয় করিব।' তদনন্তর বুদ্ধের আদেশে উপক অভিষিক্ত হইলেন। সাধনায় ব্রতী হইয়া তিনি অচিরে অনাগামীত্ব[1] লাভ পূর্ব্বক দেহত্যাগ করিলেন। দেহান্তে তিনি অবিহ[2] স্বর্গে পুনর্জন্ম প্রাপ্ত হইলেন। ঐ স্থানে তাঁহার অর্হত্ব প্রাপ্তি হয়।

চাপা, স্বামীর গৃহত্যাগে ব্যথিত হইয়া, পুত্রকে মাতামহের হস্তে সমর্পণ পূর্ব্বক উপকের অনুগামী হইয়া শ্রাবস্তী নগরে প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিয়া অর্হত্ব প্রাপ্ত হইলেন। তদনন্তর উপকের উক্তির সহিত স্বীয় গাথার সংযোজন করিয়া উহার পুনরাবৃত্তি করিলেন:

(উপকের উক্তি)

'আমি—পূর্ব্বের দণ্ডধারী তপস্বী—এক্ষণে মৃগঘাতক; তৃষ্ণার মহাপঙ্কে পতিত হইয়া পরপারে যাইতে অক্ষম। চাপা, আমাকে তাহার সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ মনে করিয়া, পুত্রের সহিত ক্রীড়াচ্ছলে আমাকে উপহাস করে। চাপার বন্ধন ছিন্ন করিয়া আমি পুনরায় প্রব্রজ্যা আশ্রয় করিব।'

১ মুক্তিমার্গের তৃতীয় সোপান।
২ ঐশ্বান ব্রহ্মলোকে স্থিত।

চাপা

'হে মহাবীর, হে মহামুনি, ক্রুদ্ধ হইও না, ক্রোধপরবশের শুদ্ধিলাভ হয় না, কি প্রকারে তপোলাভ হইবে?'

'আমি নালা[1] ত্যাগ করিব। যেস্থানে ধর্ম্মজীবী শ্রমণ নারীর সৌন্দর্য্যপাশে বদ্ধ হয়, সেই নালাতে কে বাস করিবে?'

'কৃষ্ণ,[2] ফিরে এস, প্রাণ ভরিয়া চাঁপার প্রেমসুধা পান কর। আমি তোমার দাসী, আমার জ্ঞাতিবর্গও তোমার দাসত্ব করিবে।'

'চাপা, তুমি আমাকে যাহা দিতে প্রস্তুত, যদি তোমার প্রেমাকাঙ্ক্ষী পুরুষ তাহার এক-চতুর্থাংশ প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলেও সে নিজকে ধন্য মনে করিবে।'

'কৃষ্ণ, গিরিশিখরে পুষ্পিত তক্কারি বৃক্ষ, ফুল্ল দাড়িম্ব বৃক্ষ, দ্বীপগহ্বরে পাটলি বৃক্ষের ন্যায় আমি সৌন্দর্য্যসম্পন্না; তোমার জন্য আমি অঙ্গে হরিচন্দন লেপন পূর্ব্বক কাশীর বস্ত্র

১ নালা উপকের জন্মস্থান। উহা মগধদেশে বোধিবৃক্ষের নিকটে অবস্থিত ছিল। বিবাহের পর উপক সস্ত্রীক সেইস্থানে বাস করিতে গিয়াছিলেন।

২ উপক কৃষ্ণাঙ্গ হওয়ায় স্ত্রী কর্ত্তৃক ঐ রূপে সম্বোধিত হইয়াছেন।

পরিধান করিব। এই সৌন্দর্য্য ত্যাগ করিয়া তুমি কিরূপে যাইবে ?'

'এইরূপেই পক্ষী শাকুনিক কর্ত্তৃক ধৃত হয়। তোমার রূপের মোহ আমাকে আর বন্ধন করিবে না।'

'কৃষ্ণ, আমার এই পুত্র—তুমিই ইহার জনক, এই পুত্রের মাতাকে ত্যাগ করিয়া তুমি কি প্রকারে যাইবে ?'

'জ্ঞানীগণ সূত, ধন, জন সমুদয় পরিত্যাগ করিয়া বীরের ন্যায় প্রব্রজ্যা আশ্রয় করেন, যেরূপ হস্তী শৃঙ্খলমুক্ত হয়।'

'এইক্ষণেই আমি তোমার পুত্রকে দণ্ড কিম্বা ছুরিকাঘাতে ভূমিতে পাতিত করিব ; পুত্রশোক ভয়ে তুমি যাইতে পারিবে না।'

'সন্তানোৎপাদিকা নিষ্ঠুর নারী, পুত্রকে শৃগাল কুক্কুরের মুখে নিক্ষেপ করিলেও তুমি আমাকে নিবৃত্ত করিতে পারিবে না !'

'হায়, যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে আর্য্য ! তুমি কোথায় যাইবে ? কোন্ গ্রামে, নগরে কিম্বা রাজধানীতে ?'

'পূর্ব্বে আমরা প্রকৃত শ্রমণ না হইয়াও শ্রমণের

ন্যায় ভ্রমণ করিতাম—গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে, নগরে রাজধানীতে বিচরণ করিতাম।'

'এক্ষণে ভগবান বুদ্ধ নেরঞ্জর নদীতীরে সর্ব্ব প্রাণীর সর্ব্ব দুঃখাপনোদনকারী ধর্ম্ম প্রচার করিতেছেন। আমি তাঁহার নিকট যাইব, তিনি আমার শিক্ষক হইবেন।'

'অদ্বিতীয় লোকশ্রেষ্ঠকে আমার বন্দনা জানাইও; তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করিয়া আমাদের দক্ষিণা দান করিও।'

'তোমার অনুরোধ রক্ষা করাই আমার কর্ত্তব্য, অদ্বিতীয় লোকশ্রেষ্ঠকে প্রদক্ষিণ করিয়া আমাদের দক্ষিণা দান করিব।'

তৎপরে কাল[১] নেরঞ্জরা তীরে গমন করিয়া তথায় বুদ্ধকে নির্ব্বাণপদপ্রদর্শী ধর্ম্মোপদেশে নিরত দেখিলেন:—দুঃখ, দুঃখের কারণ, উহার নিবৃত্তি ও নিবৃত্তির পথপ্রদর্শী আর্য্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ।

বুদ্ধের পাদবন্দনা ও তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করিয়া উপক চাপার অনুরোধ রক্ষা করিলেন; পরে প্রব্রজ্যা অবলম্বন পূর্ব্বক ত্রিবিদ্যালব্ধ হইলেন। বুদ্ধের ইচ্ছা পূর্ণ হইল।

কৃষ্ণাঙ্গ উপককে উল্লেখ করা হইয়াছে।

৬৯

সুন্দরী

এই নারীও পূর্ব্ববর্ত্তী বুদ্ধদিগের সময়ে দৃঢ়সংকল্প হইয়া জন্ম জন্মান্তরে অক্ষয় পুণ্যসঞ্চয় করিয়া একত্রিংশতি কল্প পূর্ব্বে, যখন বেস্‌সভু বুদ্ধ হইয়াছিলেন, সেই সময় এক সম্ভ্রান্তবংশে পুনর্জন্ম গ্রহণ করেন। একদিন তিনি বুদ্ধকে ভিক্ষাদানপূর্ব্বক পূজা করিলেন। বুদ্ধ তাঁহার হৃদয়ের শ্রদ্ধা অবগত হইয়া তাঁহাকে সাধুবাদ প্রদান করিলেন। স্বর্গ ও অন্যান্য সুখময় লোকে বহু জন্ম গ্রহণান্তর বুদ্ধ গৌতমের আবির্ভাবকালে তিনি বারাণসী নগরে সুজাত নামক ব্রাহ্মণের কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করেন। সুগঠিত দেহের জন্য তিনি সুন্দরী নামে অভিহিত হইয়াছিলেন। তিনি বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতার মৃত্যু হয়। শোকাভিভূত পিতা ইতস্ততঃ গমন করিতে করিতে থেরী বাশিষ্ঠীর[১] সাক্ষাত লাভ করেন। থেরী তাঁহাকে তাঁহার শোকের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি নিম্নে লিখিত প্রথম দুইটী শ্লোকে উত্তর দেন। তাঁহার শোক দমন করিবার জন্য থেরী পরবর্ত্তী দুইটী শ্লোক আবৃত্তি করিয়া স্বীয় শান্তির বর্ণনা করেন। ব্রাহ্মণ থেরীকে জিজ্ঞাসা করিলেন: 'আর্য্যে, আপনি কিরূপে শোকমুক্ত হইলেন?' উত্তরে থেরী তাঁহাকে ত্রিরত্ন—ত্রিশরণের কথা বলিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, 'বুদ্ধ কোথায় আছেন?' 'তিনি এক্ষণে মিথিলায় আছেন।' ব্রাহ্মণ শকটারোহণে মিথিলায় গিয়া বুদ্ধের সম্মুখীন হইলেন। বুদ্ধ তাঁহাকে ধর্ম্মোপদেশ দিলেন। তিনি শ্রদ্ধাবান

[১] ৫১ সং—গীতি দ্রষ্টব্য।

হইয়া সঙ্ঘে প্রবেশ লাভ পূর্ব্বক আন্তরিক সাধনার বলে তৃতীয় দিবসে অর্হত্ব প্রাপ্ত হইলেন।

শকটচালক বারাণসীতে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক সমস্ত বিষয় ব্রাহ্মণীকে অবগত করাইল। সুন্দরী সমস্ত শ্রবণ করিয়া মাতাকে কহিলেন, 'মা, আমিও সংসার ত্যাগ করিব।' মাতা কহিলেন, 'এই গৃহের সমস্ত ধনসম্পদ তোমার। তুমিই এই বংশের একমাত্র উত্তরাধিকারিণী। নিজের প্রাপ্য গ্রহণ করিয়া উপভোগ কর। গৃহত্যাগ করিও না। কিন্তু সুন্দরী কহিলেন, 'অর্থে আমার প্রয়োজন নাই। মাতা, আমি সংসার ত্যাগ করিব।' এইরূপে মাতার সম্মতি প্রাপ্ত হইয়া সমস্ত ধনৈশ্বর্য্য ঘৃণাসহকারে পরিত্যাগ করিয়া তিনি বারাণসী নগরে সঙ্ঘভুক্ত হইলেন। পূর্ব্বজন্মের পুণ্যফলে সাধনায় ব্রতী হইয়া তিনি অর্হত্ব প্রাপ্ত হইলেন। ফলপ্রাপ্তি ও নির্ব্বাণের শান্তি অনুভব করিতে করিতে তিনি চিন্তা করিলেন: 'আমি বুদ্ধের সম্মুখে সিংহনাদ[১] করিব।' স্বীয় শিক্ষয়িত্রীর অনুমতি লইয়া বহুসংখ্যক ভিক্ষুণী সমভিব্যাহারে তিনি বারাণসী ত্যাগ করিয়া যথাসময়ে শ্রাবস্তীনগরে উপস্থিত হইলেন। তথায় বুদ্ধকে প্রণিপাত করিয়া একান্তে দণ্ডায়মান হইলেন। বুদ্ধ তাঁহাকে সাদরে অভ্যর্থনা করিলে তিনি তাঁহার অর্হত্ব ঘোষণা করিলেন। ঐ ঘোষণায় তিনি আপনাকে বুদ্ধের মুখনিঃসৃত কন্যারূপে বর্ণিত করেন। তদনন্তর তাঁহার মাতা হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত জ্ঞাতিবর্গ অনুচরগণ সহিত সংসার ত্যাগ করিলেন। সাফল্যের উল্লাসে তিনি পিতার উক্তি স্বীয় গাথার সহিত সংযোজিত করিয়া গাহিয়াছিলেন :

১ যে সময়ের কথা বর্ণিত হইতেছে, ঐ সময়ে স্তুতিগান কিম্বা বিজয়গীতি সিংহনাদ নামে কথিত হইত।

সুজাত

পূর্ব্বে পুত্রহারা হইয়া তুমি দিবারাত্রি গভীর আর্ত্তনাদ করিয়াছ।
ব্রাহ্মণী, সপ্তপুত্র[২] হারাইয়াও আজ তুমি কিরূপে সেই গভীর শোকে অভিভূত নও?

হে ব্রাহ্মণ, তুমি ও আমি—আমরা উভয়েই অতীতে বহুশত পুত্র, বহুশত জ্ঞাতিবর্গ হারাইয়াছি। কিন্তু জন্ম ও মৃত্যু হইতে মুক্তির উপায় জ্ঞাত হইয়া আমি আর বিলাপ করি না, রোদন করিনা, আর্ত্তনাদ করি না।

সুজাত

বাশিষ্ঠী, তোমার বাক্য অদ্ভূত। কাহার নিকট উপদিষ্ট হইয়া তুমি এইরূপ কহিতেছ?

ব্রাহ্মণ, মিথিলা নগরে ভগবান বুদ্ধ প্রাণীগণের সর্ব্বদুঃখ মোচনকারী ধর্ম্মের উপদেশ দিয়াছেন।

২ প্রকৃতপক্ষে বাশিষ্ঠী মাত্র একপুত্র হারাইয়াছিলেন; কিন্তু সুজাত পুত্রশোক জনিত উদভ্রান্তিবশতঃ সপ্তপুত্রের উল্লেখ করিয়াছেন।

সেই অরহত কথিত পুনর্জন্মের কারণ ধ্বংসকারী ধর্ম্মোপদেশ শ্রবণ করিয়া তদ্দণ্ডেই আমি উদ্বুদ্ধ হইলাম—পুত্রশোক পরিহার করিলাম।

সুজাত

আমিও মিথিলানগরে যাইব। সেই ভগবান আমার সর্ব্বদুঃখ মোচন করিবেন।

মিথিলায় গমন করিয়া ব্রাহ্মণ বুদ্ধের দর্শন লাভ করিলেন—জন্মমৃত্যুর মূলোৎপাটনকারী মুক্ত বুদ্ধ। সেই সর্ব্বদুঃখ অতিক্রমকারী মুনি তাঁহাকে ধর্ম্মোপদেশ দান করিলেন: দুঃখ, দুঃখের কারণ, দুঃখের নিবৃত্তি, ঐ নিবৃত্তির পথ প্রদর্শক আর্য্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ।

তদ্দণ্ডেই সদ্ধর্ম্মের জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া তিনি প্রব্রজ্যা অবলম্বন পূর্ব্বক ত্রিরাত্রির মধ্যেই ত্রিবিদ্যায়[১] পারদর্শী হইলেন।

'সারথি, রথ লইয়া গৃহে ফিরিয়া যাও, ব্রাহ্মণীর স্বাস্থ্য কামনান্তে তাঁহাকে কহিও ব্রাহ্মণ সুজাত সংসার ত্যাগ পূর্ব্বক ত্রিরাত্রির মধ্যে ত্রিবিদ্যালব্ধ হইয়াছেন।'

---

১ ২২ সং—গীতি দ্রষ্টব্য।

এইরূপে সারথি রথ ও অর্থাদি লইয়া গৃহে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক ব্রাহ্মণীর আরোগ্য কামনান্তে তাঁহাকে কহিল ব্রাহ্মণ সুজাত প্রব্রজ্যা অবলম্বন পূর্ব্বক ত্রিরাত্রির মধ্যে ত্রিবিদ্যায় সিদ্ধ হইয়াছেন।

সুন্দরীর মাতা

সারথি, ব্রাহ্মণ ত্রিবিদ্যায় সিদ্ধ হইয়াছেন শুনিয়া আমি তোমাকে এই অশ্ব, রথ ও অর্থ সমস্তই দান করিতেছি।

'ব্রাহ্মণী, অশ্ব, রথ ও অর্থ আপনিই রক্ষা করুন। আমিও জ্ঞানী শ্রেষ্ঠের নিকট প্রব্রজ্যা, লইব।'

'হস্তী গবাদি ও মণিরত্ন পূর্ণ এই গৃহ পরিত্যাগ করিয়া তোমার পিতা প্রব্রজ্যা আশ্রয় করিয়াছেন। সুন্দরী, এখন এ সমস্তই তোমার, তুমিই দায়াধিকারিণী, তুমিই ইহা উপভোগ কর।'

'হস্তী গবাদি ও মণিরত্নপূর্ণ এই রম্য গৃহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক পুত্রশোকে অভিভূত পিতা প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিয়াছেন। আমিও ভ্রাতৃশোকে ক্লিষ্ট, আমিও গৃহত্যাগ করিব।'

'সুন্দরী, তোমার বাঞ্ছা পূর্ণ হউক ! ভুক্তাবশিষ্ট পিণ্ড ও ধূলিম্লান চীবর পরলোকে তোমাকে আসব হইতে মুক্ত করিবে।'

সুন্দরী

আর্য্যে, আমি ত্রিবিধ[১] শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়াছি, আমার বিশোধিত দিব্য চক্ষু, পূর্ব্বের জন্ম ও বাসস্থান সমূহ আমার জ্ঞাত।

তুমি, কল্যাণী, থেরীসঙ্ঘের ভূষণ স্বরূপ, তোমাতেই নির্ভর করিয়া আমি ত্রিবিদ্যাসিদ্ধ হইয়াছি ; বুদ্ধের ইচ্ছা পূর্ণ হইয়াছে।

আর্য্যে, অনুমতি করুন, আমি শ্রাবস্তী গমনে ইচ্ছুক। আমি পুরুষশ্রেষ্ঠ বুদ্ধের নিকটে সিংহনাদ করিব।

সুন্দরী, দেখ, ঐ হেমবর্ণ উজ্জ্বলদেহ ত্রিলোকের শিক্ষক ; ঐ অদন্তের দমনকারক, অকুতোভয় বুদ্ধ।

দেব, সুন্দরী আসিতেছেন, অবলোকন করুন, যে সুন্দরী জন্মমৃত্যুর মূল উচ্ছেদ করিয়া সম্পূর্ণ

১ ৪৫ সং—গীতি দ্রষ্টব্য।

মুক্ত, যিনি বীতরাগ, বন্ধন মুক্ত, যিনি সমুদয় কর্ত্তব্য সম্পন্ন করিয়া অনাসব হইয়াছেন।

হে মহাবীর, আমি সুন্দরী বারাণসী হইতে আসিয়াছি। আমি ভবদীয় শ্রাবিকা, আপনার বন্দনা করিতেছি।

আপনি বুদ্ধ, ত্রিলোকের শিক্ষক, জ্ঞানী ব্রাহ্মণ, আমি আপনার মুখ হইতে জাত, আমি সমুদয় কর্ত্তব্য সম্পন্ন করিয়া অনাসব হইয়াছি।

'এস ভদ্রে, তুমি অদূর[১] হইতে আগত। যাঁহারা আত্মদমন করিয়াছেন, যাঁহারা রাগ-মুক্ত, বন্ধনহীন, যাঁহারা কর্ত্তব্য পালনান্তে অনাসব হইয়াছেন, তাঁহারা এইরূপেই আসিয়া লোক শিক্ষকের বন্দনা করেন।'

৮০

শুভা

(স্বর্ণকার কন্যা)

এই নারীও পূর্ব্ববর্ত্তী বুদ্ধদিগের সময়ে সংকল্পবদ্ধ হইয়া জন্ম জন্মান্তরে অক্ষয় সুকৃতি সঞ্চয় পূর্ব্বক বুদ্ধ গৌতমের সময়ে রাজগৃহ নগরে জনৈক স্বর্ণকারের কন্যা রূপে জন্মগ্রহণ করেন। দেহের সৌন্দর্য্যের

১ অর্থাৎ সুন্দরীর সংসার ক্ষেত্রে বিচরণ প্রায় শেষ হইয়াছে।

নিমিত্ত তিনি শুভা নাম প্রাপ্ত হন। বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া একদিন তিনি বুদ্ধের সন্নিধানে গমন পূর্ব্বক বুদ্ধকে বন্দনা করিয়া এক পার্শ্বে উপবেশন করিলেন। বুদ্ধ তাঁহাকে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিলে তিনি সোতাপন্ন হইলেন। পরবর্ত্তী কালে সাংসারিক জীবনের বাধা উপলব্ধি কবিয়া তিনি মহাপ্রজাপতি গৌতমীর তত্ত্বাবধানে সঙ্ঘে প্রবেশ করেন। আত্মীয় স্বজন তাঁহাকে পুনঃপুনঃ সংসারে ফিরিয়া আসিতে অনুরোধ করিলেন। একদিন তাঁহাদের সহিত সাক্ষাত হইলে তিনি সাংসারিক জীবনের বিপদ ব্যাখ্যা করিয়া তাঁহাদিগকে ধর্ম্মোপদেশ দিলেন। যথা সময়ে অর্হত্ত্ব প্রাপ্ত হইয়া তিনি কহিয়াছিলেন ঃ

তরুণ বয়সে নির্ম্মল বসন পরিহিতা হইয়া যে-
দিন সাগ্রহে ধর্ম্মোপদেশ শ্রবণ করিলাম, ঐ
দিন সত্যের প্রকৃত জ্ঞান লাভ করিলাম। ঐ
দিন হইতেই ভোগসুখে গভীর অনাসক্তি
জন্মিল। নামরূপের অনর্থত্ব দর্শনে উহার
উচ্ছেদ করিতে কৃতসংকল্প হইলাম।

জ্ঞাতিগণ, দাস ও কর্ম্মকারগণ, গ্রাম ও বিস্তৃত
ক্ষেত্র এবং অন্যান্য সমুদয় রমণীয় ভোগ্যবস্তু
পরিত্যাগ করিলাম। সুবিশাল ঐশ্বর্য্য দূরে
নিঃক্ষেপ করিয়া প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিলাম।

পূর্ণ শ্রদ্ধায় সংসার ত্যাগ করিয়া, সদ্ধর্ম্মের
প্রকৃত জ্ঞান লাভ করিয়া, স্বর্ণ রৌপ্য জনিত

সমুদয় ভোগ্য বস্তু ত্যাগ করিয়া আমি পুনরায় সংসারাসক্তা হইতে পারি না।

রৌপ্য ও স্বর্ণ জ্ঞান কিম্বা শান্তি কিছুই আনিতে পারে না। উহা শ্রমণের উপযুক্ত নয়, উহা শ্রেষ্ঠ ধন নয়। উহা লোভ, মদ, মোহ ও কামের জনক, উহা আশঙ্কা ও উদ্বেগপূর্ণ, উহা স্থিতিহীন।

উহাতে আসক্ত হইয়া প্রমত্ত ও ভোগ-লালায়িত মনুষ্য পরস্পর বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন হইয়া শত্রুতায় নিযুক্ত হয়।

বধ, বন্ধন, নির্য্যাতন, বিত্তনাশ এবং বিলাপ এই সমস্তই কামাসক্ত নরের নিয়তি। তবে কি নিমিত্ত তোমরা শত্রুর ন্যায় আমাকে কামে নিয়োজিত করিতেছ? জানিয়া রাখ, কামের অমঙ্গল দর্শনে আমি প্রব্রজিত।

হিরণ্য সুবর্ণ প্রভৃতির দ্বারা আসবের নাশ হয় না; ভোগতৃষ্ণা নির্দ্দয়, প্রাণনাশী; উহা মানুষকে শরবিদ্ধ করে, বন্ধনদশায় উপনীত করে।

তবে কি জন্য তোমরা শত্রুর ন্যায় আমাকে কামে নিয়োজিত করিতেছ? জানিয়া রাখ,

আমি মুণ্ডিত মস্তক, পীতবসনা; আমি প্রব্রজিত।

ভুক্তাবশিষ্ট ভিক্ষালব্ধ অন্ন ও ধূলিম্লান চীবর, ইহাই আমার উপযুক্ত, যেহেতু আমি গৃহহীন জীবন আশ্রয় করিয়াছি।

মহর্ষিগণ—স্বর্গেই হউক কিম্বা মর্ত্ত্যেই হউক—ভোগতৃষ্ণা পরিহার করেন; তাঁহারা শান্ত ও বিমুক্ত হইয়া নিরবচ্ছিন্ন সুখ লাভ করেন।

আমাকে ভোগে প্ররোচিত করিওনা; বাসনা সমূহ প্রাণনাশী শত্রু; তাহারা দুরন্ত প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডের ন্যায়।

উহারা বিঘ্নসঙ্কুল, ভয়জনক, বিরক্তিকর, কণ্টকাকীর্ণ, উহা বিশাল গহ্বর সদৃশ; ঐ গহ্বরে মানুষ জ্ঞানহারা হয়।

উহারা উন্নত মস্তক সর্পের ন্যায় ভীতি জনক উপসর্গ। যাহারা নির্ব্বোধ, অজ্ঞানান্ধ ও সংসারাসক্ত, উহারা তাহাদেরই প্রীতিপ্রদ।

জ্ঞানহীন কামপঙ্কে নিমজ্জিত হইয়া, যাহা জন্ম মৃত্যুর ধ্বংসকারক, তাহা অবগত হয় না।

ভোগতৃষ্ণাই মনুষ্যের দুর্গতির কারণ। মনুষ্য আপনার রোগ আপনিই আহ্বান করে।

ঐ তৃষ্ণা হইতে শত্রুতা, অনুশোচনা ও পাপের উদ্ভব হয়। উহাই মনুষ্যকে জন্ম ও মৃত্যুর বন্ধনে আবদ্ধ করে।

ঐ তৃষ্ণা হইতে উন্মত্ততা ও প্রলাপের উৎপত্তি হয়, উহাতে চিত্ত মথিত হয়; উহা মনুষ্যের ক্লেশকারক মার কর্তৃক স্থাপিত পাশ।

ভোগতৃষ্ণা অনন্ত দুর্দ্দশার আকর, বহু দুঃখে পূর্ণ, বিষাধার; উহা স্বাদহীন, অশান্তিকর; উহা মানবজীবনের উজ্জ্বলাংশের শোষণকারী।

এতদূর অগ্রসর হইয়া আমি আর তৃষ্ণাজনিত ধ্বংসের অনুসরণ করিব না; নির্ব্বাণের অনুসরণেই আমার আনন্দ।

তৃষ্ণার সহিত সংগ্রাম করিয়া আমি শান্তির অপেক্ষায় রহিয়াছি। আমি একান্তচিত্তে বন্ধন সমূহের মোচনে নিযুক্ত।

যে মার্গে শোক নাই, যে মার্গ নির্ম্মল ও নির্ব্বাণ-প্রদর্শী, মহর্ষিগণ যাহা উত্তীর্ণ হইয়াছেন, সেই সরল আর্য্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ আমার অনুসরণীয়।

● ● ● ●

ঐ দেখ ! স্বর্ণকার কন্যা শুভা ধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত
হইয়া তৃষ্ণাকে জয় করিয়া বৃক্ষমূলে ধ্যান
নিরতা !

যে দিন তিনি শ্রদ্ধাবতী হইয়া, সদ্ধর্ম্মের
আলোকে শোভিত হইয়া প্রব্রজিতা হন, সেই
দিন হইতে আজ অষ্টম দিবস। উৎপলবর্ণা
কর্ত্তৃক উপদিষ্ট হইয়া তিনি ত্রিবিদ্যা সিদ্ধ,
মৃত্যুজয়ী !

তিনি মুক্ত, অঋণী, উচ্চজ্ঞান শালিনী ভিক্ষুণী ;
তিনি সর্ব্ববন্ধনবিমুক্ত, তাঁহার সমুদয় কর্ত্তব্য
সুসম্পন্ন, তিনি অনাসব।

ইন্দ্র দেবগণের সহিত তাঁহার নিকট আগমন
করিয়া তাঁহার পূজা করিলেন,—তিনি, শুভা,
স্বর্ণকার কন্যা, কিন্তু সর্ব্বভূতের অধিপতি।

শুভার দীক্ষার অষ্টম দিবসে তিনি অর্হত্ব প্রাপ্ত হইলে বুদ্ধ ভিক্ষুগণের নিকট উপরোক্ত তিনটী শ্লোক ("ঐ দেখ" হইতে "অনাসব" পর্য্যন্ত) আবৃত্তি করেন। সর্ব্বশেষ শ্লোক ভিক্ষুগণ কর্ত্তৃক আবৃত্ত হয়। উহাতে তাঁহারা দেবগণ কর্ত্তৃক শুভার পূজা ঘোষণা করেন।

চতুর্দ্দশ সর্গ

ত্রিংশতি শ্লোকাত্মক গীতি

৭১

জীবকের[১] আম্রকুঞ্জবাসিনী শুভা

এই নারীও পূর্ব্ববর্ত্তী বুদ্ধদিগের সময়ে কৃতসংকল্প হইয়া জন্ম জন্মান্তরে অক্ষয় সুকৃতি সঞ্চয় পূর্ব্বক বুদ্ধ গৌতমের আবির্ভাব কালে রাজগৃহ নগরে এক প্রতিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণের গৃহে জন্ম গ্রহণ করিয়া শুভা নাম প্রাপ্ত হন। দেহের সৌন্দর্য্যের জন্য তিনি ঐ নামে অভিহিত হন। বুদ্ধের রাজগৃহে অবস্থিতি কালে তিনি শ্রদ্ধাবতী হইয়া সঙ্ঘ বহির্ভূত শিষ্য সম্প্রদায় ভুক্ত হন। কালক্রমে পুনর্জন্মের চিন্তা তাঁহার চিত্তে উদ্বেগ আনয়ন করিল। ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তির অনর্থ তিনি অনুভব করিলেন। তিনি বুঝিলেন যে সংসার ত্যাগ করাই নিরাপদ। মহা-প্রজাপতি গৌতমীর নিকট অভিষিক্ত হইয়া তিনি সঙ্ঘে প্রবেশ পূর্ব্বক অন্তর্দৃষ্টির অনুশীলনে কৃতকার্য্য হইয়া অচিরে অনাগামীত্ব লাভ করিলেন।

একদিন রাজগৃহ নগরের এক ভ্রষ্টচরিত্র যুবক জীবকের আম্রকুঞ্জে দণ্ডায়মান ছিল। ঐ সময়ে শুভা বিশ্রামার্থ তথায় যাইতেছিলেন। যুবক তাঁহার সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার গতি রুদ্ধ করিল এবং অসদভি-

---

১ জীবক—রাজগৃহ নগরে নৃপতি বিম্বিসার নিযুক্ত রাজ চিকিৎসক।

প্রায় জ্ঞাপন করিল। তিনি যুবককে ইন্দ্রিয় লালসার অনর্থ বহু দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইলেন এবং তিনি যে সংসারত্যাগিনী তাহাও তাহাকে স্মরণ করাইয়া দিলেন। কিন্তু দুর্ব্বৃত্ত তাঁহার কথায় কর্ণপাত করিল না; শুভার চক্ষুদ্বয়ের সৌন্দর্য্য তাহাকে অন্ধ করিয়াছিল। অবশেষে শুভা তাঁহার এক চক্ষু উৎপাটিত করিয়া উহা যুবকের হস্তে দান করিয়া কহিলেন, 'এই লও, এই চক্ষুই যত অনর্থের মূল।' যুবক ভীত ও স্তম্ভিত হইল, তাহার লালসা অন্তর্হিত হইল, সে থেরীর ক্ষমা প্রার্থনা করিল। থেরী বুদ্ধের নিকট গমন করিলেন। বুদ্ধকে দর্শন করিয়া তিনি তাঁহার পূর্ব্বের চক্ষু ফিরিয়া পাইলেন। নির্ম্মল আনন্দে শুভার সর্ব্বদেহ স্ফুরিত হইল। বুদ্ধ তাঁহাকে সর্ব্বোচ্চ জ্ঞান লাভের উপায় শিক্ষা দিলেন। শুভা অন্তর্দ্দৃষ্টিতে প্রতিষ্ঠিত হইয়া অর্হত্ব লাভ করিলেন। তৎপরে নির্ব্বাণের শান্তি অনুভব করিয়া সাফল্যের উল্লাসে তিনি নিম্নলিখিত গাথায় উল্লিখিত দুষ্ট যুবকের সহিত তাঁহার কথোপকথন ব্যক্ত করিলেন:

> জীবকের রম্য আম্রকুঞ্জে ভিক্ষুণী শুভা ভ্রমণ করিতেছিলেন। এক ধূর্ত্ত তাঁহার গতিরোধ করিল। শুভা তাহাকে কহিলেন:
>
> আমি কি অপরাধ করিয়াছি যে তুমি আমার পথে অন্তরায় হইলে? সঙ্ঘভুক্তা ভিক্ষুণীকে পুরুষের স্পর্শকরা অনুচিত।
>
> বুদ্ধের পবিত্র বিধিতে উহাই উপদিষ্ট হইয়াছে। আমি বিশুদ্ধদেহ, নির্ম্মলচিত্ত; কি নিমিত্ত আমার পথরোধ করিয়াছ?

তুমি কলুষিতচিত্ত, আমি নির্ম্মল, তুমি রাগ-দুষ্ট, আমি রাগ-হীন, মলিনতা-শূন্য ; আমি সর্ব্ব-রূপে বিমুক্ত চিত্ত : কি হেতু আমার পথে বিঘ্নের সৃষ্টি করিতেছ ?

'তুমি তরুণী, সরলা ; প্রব্রজ্যা আশ্রয় করিয়া তোমার কি লাভ হইবে ? কাষায় বস্ত্র দূরে নিক্ষেপ কর, এস, এই কুসুমিত উপবনে আমরা প্রমোদে রত হই।

পুষ্পরেণু শোভিত বৃক্ষকুল মধুর গন্ধে দিগন্ত পূর্ণ করিতেছে ; এই সুখ-প্রথমবসন্তে, এই পুষ্পিত উপবনে, এস, আমরা প্রমোদে রত হই।

ঐ শুন, বায়ুকম্পিত পুষ্পশির বৃক্ষের মর্ম্মর-ধ্বনি ; এই বনে তুমি একাকিনী, কিরূপে তুমি তৃপ্তিলাভ করিবে ?

হিংস্র জন্তু সমাকীর্ণ মত্ত কুঞ্জরালোড়িত অরণ্য, মনুষ্যহীন সেই ভয়ানক মহাবনে তুমি একাকী যাইবে ?

তুমি স্বর্ণপুত্তলী, নন্দন-কাননে অপ্সরার ন্যায়, তুমি অনুপমা। কাশীর সুচিক্কণ সুন্দর বস্ত্রে তুমি শোভিতা হইবে।

এই বনভূমে আমি তোমার পরিচর্য্যায় নিযুক্ত থাকিব! তুমি কিন্নরীর ন্যায় মন্দলোচন সম্পন্না; পৃথিবীতে তোমাপেক্ষা প্রিয়তর বস্তু আমার নাই।

যদি আমার বাক্য গ্রহণযোগ্য হয়, এস, গৃহে বাস কর, পরিচারিকা বেষ্টিত হইয়া প্রাসাদে অবস্থান কর।

কাশীর সুকোমল বস্ত্র পরিধান কব, পুষ্পমাল্য ধারণ কর, অঙ্গলেপনে শোভিত হও। আমি তোমাকে কাঞ্চন মণি মুক্তা খচিত বহুবিধ অলঙ্কার উপহার দিব।

সুকোমল শুভ্র বসনাচ্ছাদিত, নবনির্ম্মিত ঔর্ণ তূলিকা সমন্বিত, চন্দন মণ্ডিত, পুষ্পসারগন্ধ মহার্ঘ শয়নে তুমি বিশ্রাম করিবে।

দেবভোগ্য সরোবরোদ্ভূত পদ্মের ন্যায় বিশুদ্ধ অস্পৃষ্ট দেহে তুমি বার্দ্ধক্যে উপনীত হইবে।'

'এই পুতিমাংসপূর্ণ শ্মশানবর্দ্ধক ক্ষণভঙ্গুর দেহ, যাহা দেখিয়া তুমি মুগ্ধ হইয়াছ—ঐ দেহে এমন কি আছে যাহার জন্য তুমি ঐরূপ কহিতেছ?'

'মৃগীর নয়ন সদৃশ—পর্ব্বতবক্ষে কিন্নরীর নেত্র

সদৃশ তোমার আঁখি যুগল। ঐ আঁখিদ্বয় আমার অতৃপ্ত পিপাসাকে উদ্দীপ্ত করিতেছে।

পদ্মকোষের ন্যায় নির্ম্মল স্বর্ণোজ্জ্বল বদনে তোমার ঐ চক্ষু আমার অতৃপ্ত পিপাসাকে উদ্দীপ্ত করিতেছে।

আয়ত তোমার ভ্রুযুগ, মোহন তোমার নয়নদ্বয়, তুমি দূরে থাকিলেও, কিন্নরীমন্দলোচনে! তোমার ঐ আঁখিযুগল অপেক্ষা অন্য প্রিয়তর বস্তু আমার নাই।'

'তুমি পথহীন স্থানে ভ্রমণে ইচ্ছুক, তুমি আকাশস্থ চন্দ্রকে ক্রীড়নক করিতে অভিলাষী। তুমি মেরু উল্লঙ্ঘন করিবার বাসনা করিয়াছ, যিনি বুদ্ধের কন্যা, তুমি তাঁহার পশ্চাদ্ধাবনে নিযুক্ত!

স্বর্গে ও মর্ত্ত্যে এমন কিছুই নাই যাহা আমার তৃষ্ণার উদ্রেক করিতে সক্ষম; উহা যে কি প্রকার তাহাও আমি অবগত নই। আর্য্যমার্গে স্থিত হইয়া উহা সমূলে উৎপাটিত করিয়াছি।

হস্ত হইতে নিঃক্ষিপ্ত জ্বলন্ত অঙ্গার খণ্ডের ন্যায়, অথবা বিষপাত্রের ন্যায়, উহা অদৃশ্য হইয়াছে;

আর্য্যমার্গে প্রতিষ্ঠিত হইয়া আমি উহা সমূলে উৎপাটিত করিয়াছি।

যে নারী দৃষ্টিসম্পন্ন নহে, যাহার উপদেশকের শিক্ষা অসমাপ্ত, তুমি সেইরূপ নারীকে প্রলুব্ধ কর। আমি বোধশক্তিসম্পন্ন; তুমি বিধ্বস্ত হইয়াছ।

আমি নিন্দা কিম্বা স্তুতিতে, সুখে ও দুঃখে, সর্ব্বাবস্থায় সমভাবে স্মৃতিমতী।

সর্ব্বপ্রকার সংযোগকে অশুভ জানিয়া আমার মন উহাতে সম্পূর্ণরূপে নির্লিপ্ত।

আর্য্য অষ্টাঙ্গিক মার্গরূপ যানে অধিরূঢ়া আমি বুদ্ধের শিষ্যা।

আমি এক্ষণে বেদনাহীন, অনাসব হইয়া শূন্যাগার আশ্রয় করিয়াছি; তাহাতেই আমার আনন্দ।

আমি দেখিয়াছি—সেই নবদারুদণ্ডবিশিষ্ট সুচিত্রিত পুত্তলিকা তন্ত্রী ও খীলকে আবদ্ধ হইয়া বিবিধ নৃত্যভঙ্গী প্রদর্শন করিতেছে!

তন্ত্রী ও খীলক অপসারিত হইলে ঐ পুত্তলিকা বিকল ও ছিন্নভিন্ন হইবে। উহার আর অস্তিত্ব থাকিবে না; উহা খণ্ডিত বিখণ্ডিত হইবে।

ঐ ভগ্নাবশেষের কোন্ অংশ তোমার মনোরঞ্জন করিবে ?

মনুষ্যদেহও ঐরূপ ; বিভিন্ন অবয়ব ও তাহাদের ক্রিয়া তাহাদের জন্য নির্দ্দিষ্ট ধর্ম্ম দ্বারা চালিত। ঐগুলি যদি পৃথকীকৃত হয়, তাহা হইলে কিছুই থাকিবে না। খণ্ডীভূত দেহের কোন্ অংশ তোমার মনোরঞ্জন করিবে ?

ভিত্তিগাত্রে হরিতালাঙ্কিত চিত্র বাস্তব প্রদর্শনে অক্ষম ; তুমিও সাধারণ মনুষ্যের নিরর্থক মিথ্যাজ্ঞান বিশিষ্ট।

তুমি অন্ধ হইয়া স্বপ্নদৃষ্ট সুবর্ণবৃক্ষের ন্যায় জনমধ্যে মায়াকার প্রদর্শিত তুচ্ছ ইন্দ্রজালের প্রতি ধাবিত হইতেছ।

কোটরস্থিত অশ্রুসিক্ত রসবাহী বুদ্বুদ মাত্র ! একাধিক গুণ-সম্পন্ন ঐ মিশ্র পিণ্ডই চক্ষু— উহা আর কিছুই নয় !'

সুন্দরী নির্ব্বিকারচিত্তে তৎক্ষণাৎ স্বীয় চক্ষু উৎপাটিত করিয়া ধূর্ত্তকে প্রদান করিয়া কহিলেন, "এই তোমার চক্ষু, লও !"

তদ্দণ্ডেই ধূর্ত্তের পিপাসা অন্তর্হিত হইল, সে ক্ষমা প্রার্থনান্তে কহিল, "ব্রহ্মচারিণী, তোমার

মঙ্গল হউক, আমি আর এরূপ কর্ম্ম করিব না।”

‘আমার শাস্তির বিধান হইয়াছে; আমি প্রজ্জ্বলিত অগ্নিকে আলিঙ্গন করিয়াছি, বিষাক্ত সর্পকে স্পর্শ করিয়াছি। তুমি স্বাস্থ্য লাভ কর, আমাকে ক্ষমা কর।’

মুক্ত হইয়া ভিক্ষুণী বুদ্ধশ্রেষ্ঠের নিকট গমন করিলেন। মহাপুরুষের দর্শনে তিনি হৃত চক্ষু পুনঃপ্রাপ্ত হইলেন।

পঞ্চদশ সর্গ

চত্বারিংশতি শ্লোকাত্মক গীতি

৭২

ইসিদাসী

এই নারীও পূর্ব্ববর্ত্তী বুদ্ধদিগের সময়ে একাগ্রচিত্তে সংকর্ম্ম করিয়া জন্ম জন্মান্তরে বহু পুণ্য সঞ্চয় করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার সর্ব্বশেষ জন্মের পূর্ব্বের সপ্তম জন্মে তাঁহার পদস্খলন হয়। তিনি ব্যভিচার দোষে দুষ্ট হন। ঐ পাপের জন্য বহুশত বর্ষ নরক ভোগ করিয়া পরে একে একে তিন বার তাঁহাকে ইতর যোনিতে জন্ম গ্রহণ করিতে হয়। তদনন্তর তিনি এক ক্রীতদাসীর গর্ভে নপুংসকরূপে জন্ম গ্রহণ করেন। তৎপরে তিনি এক দরিদ্রের কন্যা রূপে জন্ম লাভ করেন। বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে এক ধনী বণিকের পুত্রের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। স্বামীর প্রথমা পত্নী সুশীলা ও সদ্‌গুণসম্পন্না ছিলেন। সপত্নীর প্রতি ঈর্ষাপরবশ হইয়া তিনি স্বামীর সহিত কলহে প্রবৃত্ত হন। মৃত্যুর পর তিনি বুদ্ধ গৌতমের আবির্ভাব কালে উজ্জয়িনী নগরে এক সম্ভ্রান্ত ধনাঢ্য বণিকের কন্যা রূপে পুনর্জন্ম গ্রহণ করেন ঐ সময় তাঁহার নাম হইয়াছিল ইসিদাসী। বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে পিতা মাতা তাঁহাকে যোগ্য পাত্রে সমর্পণ করেন। বিবাহের পর একমাস তিনি স্বামীর সহিত সুখে বাস করেন। পরে, পূর্ব্ব জন্মের কর্ম্মফলে, স্বামী তাঁহার উপর বিরক্ত হইয়া তাঁহাকে গৃহ হইতে বহিস্কৃত করেন। ইহার পর তিনি পুনরায়

বিবাহিত হন, কিন্তু স্বামীর মনোরঞ্জনে অসমর্থ হইয়া পুনরায় অসুখী হন। ইহার পর তিনি ক্ষুব্ধ চিত্তে পিতার সম্মতি লইয়া থেরী জীনদত্তার নিকট অভিষেক গ্রহণ করিয়া ভিক্ষুণী সঙ্ঘে প্রবেশ করেন। সাধনার ঐকান্তিকতায় তিনি অচিরে সিদ্ধি লাভ করিয়া অর্হত্ব প্রাপ্ত হন।

এইরূপে যখন তিনি নির্ব্বাণের পরম শান্তি অনুভব করিতেছিলেন, ঐ সময় একদিন আহারান্তে পাটলীপুত্র নগরে গঙ্গাসৈকতে বিশ্রামার্থ উপবেশন করেন। সেই সময় তাঁহার সহচরী থেরী বোধি তাঁহার পূর্ব্ব জীবনের অভিজ্ঞতা জানিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে, তিনি ঐ অভিজ্ঞতা গাথায় ব্যক্ত করেন। নিম্নে উদ্ধৃত প্রথম তিনটী শ্লোক গাথা সঙ্কলনকারীগণ কর্ত্তৃক সংযোজিত :

পাটলী নামক কুসুমের নামধারী নগরশ্রেষ্ঠ
পাটলীপুত্রে শাক্যকুলোদ্ভূত দুই গুণবতী নারী
ছিলেন।

একজনের নাম ইসিদাসী, অপরের নাম বোধি ;
তাঁহারা শীলসম্পন্না, ধ্যানানুরক্তা, বহুশ্রুতা
হইয়া নিষ্কাম জীবন যাপন করিতেন।

একদিন ভিক্ষান্তে আহার সমাপ্ত করিয়া
পাত্রাদি ধৌত করণান্তর তাঁহারা সুখাসীনা
হইয়া কথোপকথনে নিযুক্ত হইলেন ঃ

'ইসিদাসী, তুমি চারুমুখী, যৌবনসম্পন্না ;
কি কারণে সংসারে বীতরাগ হইয়া তুমি
প্রব্রজ্যা আশ্রয় করিয়াছ ?'

এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া সেই নিভৃত স্থানে ধর্ম্মার্থ কথনে সুদক্ষা ইসিদাসী কহিলেন :

'বোধি, আমি কিরূপে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিলাম, শ্রবণ কর।

পুরশ্রেষ্ঠ উজ্জয়িনী নগরে আমার পিতার বাসস্থান, তিনি ধর্ম্মশীল শ্রেষ্ঠী ; আমি তাঁহার একমাত্র কন্যা, তাঁহার প্রিয়তম জীবনসর্ব্বস্ব কন্যা।

সাকেত নগর হইতে আগত এক শ্রেষ্ঠকুলোদ্ভূত ধনবান তাঁহার পুত্রের সহিত আমার বিবাহের প্রস্তাব করিলেন। আমি তাঁহার পুত্রবধূ হইলাম।

আমার শিক্ষানুসারে সায়ংকালে ও প্রাতে শ্বশ্রু ও শ্বশুরকে প্রণাম করিতাম, নতমস্তকে তাঁহাদের পদধূলি লইতাম।

স্বামীর ভগিনী, ভ্রাতা ও পরিজন বর্গকে দেখিবামাত্র শশব্যস্তে আসন প্রদান করিতাম।

অন্ন, পান, খাদ্যাদি যথাযোগ্য রূপে সংরক্ষিত করিয়া যাহার যেরূপ প্রাপ্য তাহাকে সেইরূপে বিতরণ করিতাম।

যথা সময়ে শয্যাত্যাগ পূর্ব্বক গৃহকর্ম্ম সমাপনান্তে হস্তপদ প্রক্ষালন করিয়া অঞ্জলিবদ্ধ হইয়া স্বামীর নিকট গমন করিতাম।

কঙ্কতিকা, অঞ্জন, দর্পণ ইত্যাদি প্রসাধন সামগ্রী লইয়া পরিচারিকার ন্যায় স্বয়ং স্বামীকে বিভূষিত করিতাম।

আমি নিজহস্তে অন্নপাক করিতাম, নিজ হস্তে পাত্রাদি ধৌত করিতাম। একমাত্র পুত্রের মাতার ন্যায় স্বামীর পরিচর্য্যা করিতাম।

আমার ন্যায় নিরভিমানা, নিরন্তর পতি—সেবাপরায়ণা, প্রত্যূষে শয্যাত্যাগশীলা, অনলসা, ধর্ম্মানুরক্তা পত্নীর প্রতি স্বামী বিমুখ হইলেন।

তিনি মাতা পিতাকে কহিলেন, "আমাকে গৃহত্যাগ করিতে অনুমতি দাও, ইসিদাসীর সহিত একগৃহে বাস করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।"

'পুত্র, এরূপ কথা কহিও না, ইসিদাসী পণ্ডিতা, বুদ্ধিমতী, প্রত্যূষে শয্যাত্যাগশীলা, অনলসা; তুমি কি তাহার উপর বিরক্ত হইয়াছ?"

'সে আমার কোন অনিষ্ট করে নাই, তথাপি

আমি ইসিদাসীর সহিত বাস করিব না ; সে অসহ্য ; ক্ষান্ত হও, আমি গৃহত্যাগ করিব।'

'স্বামীর এই বচনে শ্বশ্রু এবং শ্বশুর আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি অপরাধ করিয়াছ ? নিঃসঙ্কোচে সত্য কহ।" '

'আমি কোন অপরাধ করি নাই, কোন অনিষ্ট করি নাই, কোন দুর্ব্বাক্য প্রয়োগ করি নাই। স্বামী এরূপ বিরূপ হইলে আমি কি করি ?'

বিমনা ও দুঃখাভিভূত হইয়া তাঁহারা পুত্রকে রক্ষার্থে আমাকে পিতৃগৃহে লইয়া গেলেন, তাঁহারা কহিলেন: "আমরা লক্ষ্মীহীন হইলাম !"

তৎপরে পিতা, পূর্ব্বে শ্রেষ্ঠী প্রদত্ত অর্থের অর্দ্ধ পরিমাণ গ্রহণ পূর্ব্বক, পুনর্ব্বার আমাকে ধনবানের গৃহে বিবাহ দিলেন।

একমাস সেখানে বাস করিবার পর সেখান হইতেও বহিস্কৃত হইলাম, যদিও সেখানে নির্দ্দোষ ও শীলসম্পন্না হইয়া ক্রীতদাসীর ন্যায় অপরের সেবায় নিয়োজিত ছিলাম।

পরচিত্তজয়ী, শান্তচিত্ত উদাসীনকে ভিক্ষায় রত দেখিয়া পিতা তাঁহাকে কহিলেন, "তোমার

চীর ও ভিক্ষাপাত্র দূরে নিঃক্ষেপ কর, এস, আমার জামাতা হইবে।"

ঐ স্বামীর সহিত একপক্ষ বাস করিবার পর তিনিও পিতাকে কহিলেন, "আমার চীর, ভিক্ষাপাত্র ও পান পাত্র দাও, আমি পুনরায় ভিক্ষাজীবী হইব।"

উহা শুনিয়া মাতা ও জ্ঞাতিবর্গ সকলে তাঁহাকে কহিলেন, "এখানে বাস তোমার অপ্রিয় হইতেছে কেন? আমরা কি করিলে তুমি প্রীত হও, শীঘ্র বল।"

ইহা শুনিয়া তিনি কহিলেন, "একাকী থাকিয়াই আমি তৃপ্ত। ইসিদাসীর সহিত একত্রে আমি বাস করিব না।"

তিনি বিদায় লইলেন। আমি একাকিনী চিন্তা করিতে লাগিলাম। পরে মাতাপিতার নিকট দেহ কিম্বা গৃহ ত্যাগ করিবার অনুমতি প্রার্থনা করিলাম।

ঘটনাক্রমে বিনয়ধরী[১] বহুশ্রুতা, শীলসম্পন্না আর্য্যা জীনদত্তা ভিক্ষায় বহির্গত হইয়া পিতার গৃহে আগমন করিলেন।

---

১ যিনি বিনয় পিটক আবৃত্তি করণে সক্ষম।

তাঁহাকে দেখিয়া আমরা আসন ত্যাগ করিয়া দণ্ডায়মান হইলাম ও তাঁহার জন্য আসন প্রস্তুত করিলাম। তিনি উপবিষ্ট হইলে তাঁহার পাদ বন্দনান্তে তাঁহাকে অন্নপানাদি আহার প্রদান করিয়া তুষ্ট করিলাম। তৎপরে তাঁহাকে কহিলাম, "আর্য্যে, আমি প্রব্রজ্যা গ্রহণে ইচ্ছুক।"

পিতা কহিলেন, "কন্যা, তুমি এই স্থানেই ধর্ম্মাচরণে সক্ষম। অন্নপানাদি দ্বারা শ্রমণ ও দ্বিজগণের তুষ্টি সাধন কর।"

আমি রোদন করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে পিতাকে প্রণাম করিয়া কহিলাম, "আমি স্বকৃত পাপের ক্ষালন করিব।"

তখন পিতা কহিলেন, "বোধি প্রাপ্ত হও, সর্ব্বোচ্চ ধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত হইয়া নির্ব্বাণ লাভ কর, মনুষ্যশ্রেষ্ঠ ঐ পরমপদ লাভ করিয়াছেন।"

মাতা-পিতা ও জ্ঞাতিবর্গের নিকট বিদায় লইয়া প্রব্রজ্যা আশ্রয় পূর্ব্বক সপ্ত দিবসের মধ্যে ত্রিবিদ্যা-সিদ্ধ হইলাম।

এক এক করিয়া অতীত সপ্তজীবনের ইতিহাস অবগত হইলাম। ঐ কাহিনী তোমার নিকট

বর্ণনা করিব, মনোযোগ পূর্ব্বক শ্রবণ কর।

আমি এরককচ্ছ নগরে প্রভূত ধনশালী সুবর্ণ-কার ছিলাম; যৌবন মদে মত্ত হইয়া আমি পরস্ত্রীতে রত হইতাম।

মরণান্তে বহুকাল নিরয়ে দগ্ধ হইয়াছিলাম। সেখানে কর্ম্মক্ষয় করিয়া বানরীর গর্ভে জন্মলাভ করিয়াছিলাম।

জন্মের সপ্ত দিবসের মধ্যে বানরযূথপতি আমার মুষ্কচ্ছেদ করিল। পরদার গমনের ঐ ফল প্রাপ্ত হইলাম।

মরণান্তে সিন্ধুর অরণ্যে এক-চক্ষুবিশিষ্ট ও খঞ্জ ছাগীর গর্ভে জন্ম লাভ করিলাম। মুষ্কচ্ছিন্ন ও কৃমি দষ্ট হইয়া দ্বাদশ বর্ষ তীব্র যন্ত্রণা ভোগ করিলাম; ঐ সময় বালক বালিকাগণকে পৃষ্ঠে বহন করা আমার দৈনিক কর্ম্ম ছিল। পরদার গমনের ঐ ফল প্রাপ্ত হইলাম।

মরণান্তে এক গোব্যবসায়ীর গাভীর গর্ভে লাক্ষা-রক্ত বর্ণ বৎস রূপে জন্ম লাভ করিলাম। দ্বাদশ-মাসে মুষ্কচ্ছিন্ন হইলাম।

লাঙ্গল ও শকট বহনে নিযুক্ত হইয়া অন্ধ ও অকর্ম্মণ্য হইলাম। পরদার গমনের ঐ ফল প্রাপ্ত হইলাম।

মরণান্তে গৃহহীনা ক্রীতদাসীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিলাম। আমি স্ত্রী ও হইলাম না, পুরুষ ও হইলাম না। পরদার গমনের ঐ ফল প্রাপ্ত হইলাম।

ত্রিংশতি বৎসর বয়সে আমার মৃত্যু হইল। মৃত্যুর পর অতিশয় দরিদ্র বহুঋণ-ভার গ্রস্ত এক শকট চালকের কন্যা রূপে জন্ম গ্রহণ করিলাম।

বিপুল ঋণ পরিশোধের নিমিত্ত অর্থের বিনিময়ে এক বণিক আমাকে অধিকার করিল। আমি বিলাপ করিতে করিতে গৃহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইলাম।

ষোড়শবর্ষ বয়সে আমি যৌবনে পদার্পণ করিলে বণিকের পুত্র গিরিদাস আমাকে স্ত্রী-রূপে গ্রহণ করিল।

গিরিদাসের অন্য এক পত্নী ছিলেন; তিনি গুণবতী, শীলবতী, যশবতী ও পতিগতপ্রাণা। আমি ঐ স্ত্রীর প্রতি ঈর্ষাপরবশ হইলাম।

দাসীর ন্যায় যাহাদের সেবা করিয়াছিলাম, তাহারাই আমাকে ঘৃণা করিয়াছে। উহা আমার কর্ম্মফল।

এক্ষণে আমি তাহারও নাশ করিয়াছি!

ষোড়শ সর্গ

মহানিপাত

৭৩

সুমেধা

এই নারীও পূর্ব্ববর্ত্তী বুদ্ধগণের সময়ে কৃতসংকল্প হইয়া জন্ম জন্মান্তরে বহু সুকৃতি সঞ্চয় পূর্ব্বক মুক্তির পথ পরিষ্কৃত করিয়া বুদ্ধ কোণাগমনের সময়ে এক সম্ভ্রান্ত বংশে জন্ম গ্রহণ করেন। বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া তিনি ও তাঁহার সহচরীগণ স্থির করিলেন যে তাঁহারা এক সুবৃহৎ উদ্যান প্রস্তুত করিয়া উহা বুদ্ধ ও সঙ্ঘকে দান করিবেন। ঐ সুকৃতির ফলে তিনি ত্রয়ত্রিংশতি দেবগণের স্বর্গে পুনর্জন্ম লাভ করেন। সেখানে পরম সুখে কালাতিপাত করিয়া পরে বিভিন্ন স্বর্গে একাধিক জন্ম গ্রহণ করিয়া অবশেষে দেবরাজের পত্নী হইয়াছিলেন। তদনন্তর, বুদ্ধ কাশ্যপের আবির্ভাব কালে ধনবান নাগরিকের কন্যারূপে জন্ম গ্রহণ করিয়া বিপুল পুণ্য সঞ্চয় করেন। তৎপরে পুনরায় তিনি ত্রয়ত্রিংশতি দেবগণের স্বর্গে জন্ম লাভ করেন। সর্ব্বশেষে, বুদ্ধ গৌতমের সময়ে তিনি মন্তাবতী নগরে নৃপতি কোঞ্চের কন্যারূপে জন্ম গ্রহণ করিয়া সুমেধা নাম প্রাপ্ত হন। বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে পিতামাতা বরণাবতীর রাজা অনিকরত্তকে কন্যার সহিত সাক্ষাত করিতে অনুমতি দেন। কিন্তু কন্যা শৈশবকাল হইতে ভিক্ষুণীদিগের নিকট গিয়া তাঁহাদের নিকট ধর্ম্মোপদেশ শুনিতে অভ্যস্ত ছিলেন। জন্মকে ভীতিজনক জ্ঞান করিয়া

ধর্ম্মে আত্মনিয়োগ পূর্ব্বক তিনি সর্ব্বপ্রকার ভোগাসক্তি হইতে দূরে থাকিতেন।

পিতামাতার প্রস্তাব অবগত হইয়া তিনি কহিলেন, 'সাংসারিক জীবনে আমার করণীয় কিছুই নাই। আমি গৃহত্যাগ করিব।' কেহই তাঁহাকে নিবৃত্ত করিতে পারিল না। তিনি স্বীয় কেশ কর্ত্তন করিলেন। দৈহিক সৌন্দর্য্যের অসারত্বের উপর চিত্তকে সমাধিস্থ করিয়া তিনি প্রথম ধ্যানে সিদ্ধিলাভ করিলেন। যখন তিনি ধ্যানমগ্ন, তখন মাতা-পিতা তাঁহাকে সম্প্রদান করিবার জন্য তাঁহার কক্ষে আগমন করিলেন। কিন্তু তাঁহার উপদেশে রাজপুরীস্থ সকলেই তাঁহার মতানুবর্ত্তী হইল; তিনি গৃহত্যাগ করিয়া ভিক্ষুণীদিগের আবাস আশ্রয় করিলেন।

অনতিবিলম্বে অর্হত্ব লাভ করিয়া তিনি উচ্ছ্বসিত হৃদয়ে কহিয়াছিলেন:

মন্তাবতী নগরের রাজা কোঞ্চের প্রধানা মহিষীর গর্ভজাত কন্যা সুমেধা অর্হৎদিগের ভক্ত ছিলেন। তিনি শীলবতী, বাগ্মিনী, বহুশ্রুতা ও বুদ্ধধর্ম্মে শিক্ষিতা ছিলেন। মাতা পিতার নিকট গমন করিয়া তিনি কহিলেন:
—'আপনারা উভয়ে শ্রবণ করুন!

আমি নির্ব্বাণগতপ্রাণা; দেহ দেবস্বভাব সম্পন্ন হইলেও নশ্বর; এই অকিঞ্চিৎকর, বহু অনিষ্ট জনক, তৃষ্ণার আকর দেহ লইয়া আমি কি করিব?

তৃষ্ণা সর্পবিষের ন্যায় কটু ; নির্ব্বোধগণ উহাতে উদ্ভ্রান্ত হয় ; তাহারা নিরয়গামী হইয়া দীর্ঘ দীর্ঘ রাত্রি দুঃখপীড়িত হইয়া অতিবাহিত করে।

পাপকর্ম্মাসক্ত ও পাপবুদ্ধিগ্রস্তগণ নিরয়ে পতিত হইয়া অনুতপ্ত হয় ; নির্ব্বোধগণ সদা কর্ম্মে অসংযত, বাক্যে অসংযত এবং চিন্তায় অসংযত।

মূঢ়গণ বুদ্ধি ও চেতনাহীন ; দুঃখের উৎপত্তির কারণ তাহাদের অজ্ঞাত ; উপদিষ্ট হইলেও তাহারা উপদেশ গ্রহণে অক্ষম ; তাহারা চতুরঙ্গ আর্য্যসত্য অনুধাবনে অসমর্থ।

মাতা, বুদ্ধশ্রেষ্ঠ উপদেশিত ধর্ম্ম অধিকাংশের অজ্ঞাত ; উহারা জন্মে আসক্ত হইয়া দেব-লোকে উৎপত্তির কামনা করে।

দেবলোকে জন্মও নশ্বর ; সর্ব্ব জন্মেরই অনিত্যতা নিশ্চিত। তথাপি মূঢ়গণ পুনর্জ্জন্মের ভীতি দর্শন করে না।

দুর্গতি[1] চতুর্ব্বিধ, সুগতি[2] দ্বিবিধ, এই দ্বিবিধ সুগতি প্রাপ্তি সুকঠিন। পুনশ্চ, দুর্গতি প্রাপ্ত

১ নরকে জন্ম, ইতর যোনিতে জন্ম, প্রেতজন্ম এবং যক্ষ জন্ম।
২ মনুষ্য জন্ম এবং দেবলোকে জন্ম।

হইলে উহা হইতে প্রব্রজ্যা আশ্রয় করিবার উপায় নাই।

তোমাদের উভয়কেই কহিতেছি, আমি প্রব্রজ্যা লইলাম। যিনি দশবিধ বলসমন্বিত, সেই তথাগতের উপদেশের অনুগামী হইয়া অবিচলিতচিত্তে আমি জন্মমৃত্যুর মূলোৎপাটনে প্রবৃত্ত হইব।

পুনঃ পুনঃ জন্ম এবং এই অসার ক্ষীণদেহ লইয়া আমি কি করিব? ভবতৃষ্ণার নিরোধের জন্য আমি প্রব্রজ্যা লইব।

ইহা বুদ্ধগণের আবির্ভাবের যুগ! সুযোগের অভাব আর নাই, শুভক্ষণ উপস্থিত। জীবন-ব্যাপী ব্রহ্মচর্য্য ও শীলাপালন হইতে যেন আমি ভ্রষ্ট না হই!

সুমেধা মাতাপিতাকে পুনরায় কহিলেন, "আমি এই স্থানে মৃত্যু আলিঙ্গন করিব, তাহাও শ্রেয়ঃ, কিন্তু গৃহীরূপে পুনর্ব্বার আহার গ্রহণ করিব না।"

শোকার্ত্তা মাতা রোদন করিতে লাগিলেন, পিতা দুঃখে অভিভূত হইয়া প্রাসাদতলে

পতিতা কন্যাকে শান্ত ও নিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করিলেন :

'বৎসে, উঠ। দুঃখ কি নিমিত্ত? তুমি বরণাবতীর রাজা প্রিয়দর্শন অনিকরত্তের বাগ্দত্তা। তুমি অনিকরত্তের প্রধানা মহিষী হইবে। বৎসে, শীলা ও ব্রহ্মচর্য্যের পালন, প্রব্রজ্যা অবলম্বন, কষ্টকর।

তুমি রাজ্ঞী হইয়া প্রভুত্ব ও ধনৈশ্বর্য্যের অধিকারিণী হইবে। তুমি তরুণী, সর্ব্বসুখ তোমার আয়ত্তে। জীবনের সুখভোগে রত হও। এস, বৎসে, স্বামী বরণ কর।'

তৎপরে সুমেধা তাঁহাদিগকে কহিলেন, 'তাহা হইবে না। পুনঃ পুনঃ জন্মের মধ্যে সারবস্তু কিছুই নাই। হয় আমি প্রব্রজ্যা লইব, নয়ত আমার মৃত্যু হইবে। উহাই আমার বরণীয়।

এই কলুষিত, অপবিত্র, দুর্গন্ধবাহী, ভীতিপ্রদায়ী, পূতিমাংসপূর্ণ চর্ম্মের আধার, মলনিঃসারী দেহের কি মূল্য আছে?

মাংসও রক্তের লেপনাচ্ছাদিত, কদর্য্য, কৃমিকুলের আলয়, পক্ষীদিগের খাদ্য এই দেহ।

উহা জানিয়াও আমার নিকট ঐ দেহের কি মূল্য আছে? উহা কে চায়?

চেতনাহীন দেহ অচিরে শ্মশানে নীত হইবে; তখন উহা অব্যবহার্য্য কাষ্ঠখণ্ডের ন্যায়, জ্ঞাতিবর্গ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত।

শ্মশানে পরিত্যক্ত স্নাত দেহ অপরের খাদ্যে পরিণত হয়; স্বীয় মাতাপিতা কর্ত্তৃক ও উহা বর্জ্জিত হয়, অন্যের কথা দূরে থাক।

মনুষ্য অস্থি ও স্নায়ু গ্রথিত, সর্ব্বপ্রকার মলনিঃস্রাব পূর্ণ, পূতিমাংস এই অসার দেহে আসক্ত। এই দেহের ব্যবচ্ছেদ করিয়া যদি উহার অভ্যন্তরকে বাহির করা হয়, তাহা হইলে উহার অসহ্য দুর্গন্ধে স্বীয় মাতাও উহাকে বর্জ্জন করিবে।

স্কন্ধসমূহ, ইন্দ্রিয় ও ভূতাদি ক্ষণস্থায়ী সংযোগ মাত্র; উহারা দুঃখজনক জন্মের উৎস। উহাতে আমার অনুরাগ নাই। তবে কাহাকে আমি বরণ করিব?

যদি প্রতিদিন শত শত নব ছুরিকাঘাতে শতবর্ষ ধরিয়া আমাকে মৃত্যু আলিঙ্গন করিতে

হয়, তাহাও শ্রেয়ঃ, যদি ঐ মৃত্যু সর্ব্বদুঃখের চরম অবসান হয়।

এই নির্ম্মূল বিনাশ জ্ঞানীগণের ঈপ্সিত। বুদ্ধ কহিয়াছেন: 'যাহাদের পুনঃ পুনঃ মৃত্যু হয়, তাহাদের সংসারে বিচরণ দীর্ঘ।'

দেবলোকে, মনুষ্যলোকে, পশুযোনিতে, অসুর জন্মে, প্রেতলোকে এবং নিরয়ে আমরা অসংখ্যবার মৃত্যুর মুখে পতিত হই।

অসংখ্য প্রাণী ঐ সকল স্থানে নির্য্যাতিত হয়, দেবলোকেও নিস্তার নাই। নির্ব্বাণের সুখ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর সুখ আর নাই।

তাঁহারাই নির্ব্বাণ প্রাপ্ত যাঁহারা অনাসক্ত চিত্তে দশবল সমন্বিত বুদ্ধের বাক্য অনুসরণ-পূর্ব্বক জন্ম ও মৃত্যু পরিহার করিয়াছেন।

পিতা, আমি অদ্যই প্রব্রজিত হইব। অসার ভোগে আমার প্রয়োজন নাই। উহা আমার অকাম্য। উন্মূলিত তালবৃক্ষের ন্যায় উহা এক্ষণে নির্ম্মূল।

তিনি পিতাকে এইরূপ কহিলেন। অনিকরত্ত ও নির্দ্দিষ্ট সময়ে ভাবী বধূর সম্মতি লাভার্থ অগ্রসর হইলেন।

কিন্তু সুমেধা স্বীয় সুকোমল,. নিবিড়, কৃষ্ণ কেশরাজি খড়্গ দ্বারা কর্ত্তন পূর্ব্বক নিজ কক্ষের দ্বার রুদ্ধ করিয়া ধ্যানোপবিষ্ট হইলেন এবং প্রথম ধ্যানে সিদ্ধি লাভ করিলেন।

অনিকরত্ত ও নগরে আগমন করিলেন। সুমেধা অনিত্যের ভাবনায় নিযুক্ত হইলেন। মণি-কাঞ্চন ভূষিত দেহ অনিকরত্ত ত্বরিতে প্রাসাদে আরোহণ পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলি হইয়া সুমেধার পাণি প্রার্থনা করিলেন।

'সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হইয়া ধনৈশ্বর্য্য ও ক্ষমতা উপভোগ কর। তুমি সৌভাগ্যশালিনী তরুণী। জীবনের সুখ ভোগে রত হও; পৃথিবীতে উহা দুর্লভ।

আমার রাজ্য তোমাকে অর্পণ করিতেছি। ভোগ কর, যথেচ্ছা দান বিতরণ কর। উদ্‌ভ্রান্ত হইও না। মাতা পিতা সন্তপ্ত।'

তৎপরে ভোগতৃষ্ণায় বীতশ্রদ্ধ, মোহহীন সুমেধা রাজাকে কহিলেন, 'কামে আনন্দের অনুসরণ করিওনা, উহা যে অশুভ তাহাই অনুধাবন কর।

চতুর্মহাদেশের রাজা মান্ধাতা অদ্বিতীয় ধনৈশ্বর্য্যশালী ছিলেন ; তিনিও অতৃপ্ত বাসনা লইয়া কালগ্রস্ত হন।

আকাশ হইতে যদি সপ্ত বিধ রত্নের বৃষ্টিতে দিগন্ত পূরিত হয়, তাহা হইলেও তৃষ্ণার তৃপ্তি হইবে না। মানুষ অতৃপ্ত হইয়াই মরিবে।

তৃষ্ণা তীক্ষ্ণধার অসির ন্যায়, উন্নত শির সর্পের ন্যায়, জ্বলন্ত উল্কার ন্যায়, অস্থি কঙ্কালের ন্যায়। তৃষ্ণা অনিত্য, অধ্রুব, বহুদুঃখ ও তীব্র বিষ দুষ্ট ; উহা উত্তপ্ত লৌহ গোলকের ন্যায় ; উহা দুঃখমূল, দুঃখ প্রসূ।

তৃষ্ণা বৃক্ষফলের ন্যায়, অশুভ জনক মাংসপিণ্ডের ন্যায় ; উহা স্বপ্নের ন্যায় প্রবঞ্চক ; উহা ঋণ-রূপে গৃহীত পরধনের ন্যায়।

তৃষ্ণা ছুরিকা ও শূলসম ; উহা দুরন্ত ব্যাধি ও গণ্ড বিশেষ, উহা দুঃখ ও ক্লেশান্ত। উহা জ্বলন্ত অঙ্গার কুণ্ড, দুঃখমূল, ভীতিজনক ও প্রাণনাশী। বহুদুঃখজনক ও মুক্তির অন্তরায় তৃষ্ণা ঐ রূপেই আখ্যাত হইয়াছে।

যাও। জীবনের তৃষ্ণায় আমি আস্থাহীন। আমার অন্য কর্ত্তব্য আছে।

অপরে আমার জন্য কি করিবে? আমার শিরোদেশে প্রজ্জ্বলিত অগ্নি ; বার্দ্ধক্য ও মৃত্যু আমার অনুসরণ করিতেছে। উহাদিগকে আঘাত করিবার জন্য আমাকে প্রয়াস করিতে হইবে।'

পরে কক্ষের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া সুমেধা দেখিলেন যে মাতা পিতা ও অনিকরত্ত তথায় উপবিষ্ট হইয়া ক্রন্দনে রত। তিনি তাঁহাদিগকে কহিলেন ঃ

'যাহারা জ্ঞানহীন তাহাদের পুনঃপুনঃ জন্ম ও রোদন অতিদীর্ঘ ; তাহাদের পিতৃমরণ, ভ্রাতৃ মরণ ও নিজ মরণ ভয় অন্তহীন।

অশ্রু, স্তন্য ও রুধির সিক্ত এই সংসার আদি ও অন্তহীন, ইহা স্মরণ কর। এই সংসারে ভ্রাম্যমান প্রাণীর স্তুপীকৃত অস্থির বিষয় চিন্তা কর।

চতুঃ মহাসমুদ্রের বারিরাশি পরিমিত ঐ অশ্রু, স্তন্য ও রুধির স্মরণ কর। মাত্র এক কল্পের সঞ্চিত অস্থি বিপুলের সমান, ইহা স্মরণ কর।

আদি অন্তহীন সংসারে বিচরন্ত প্রাণীর মাতা পিতার সংখ্যা গণনায় প্রয়োজনীয় অঙ্ক-

গুলিকার মৃত্তিকা সমস্ত জম্বুদ্বীপ হইতে আহৃত হইবে না।

সমস্ত পৃথিবী হইতে সংগৃহীত তৃণকাষ্ঠ শাখা পত্রাদির সাহায্যেও আদি অন্তহীন সংসারে বিচরন্ত প্রাণীর পিতৃ পুরুষগণের সংখ্যা নির্ণয় করা সম্ভব নয়। ইহা স্মরণ কর।

পূর্ব্ব কিম্বা অপরাপর সমুদ্রের অন্ধ কচ্ছপের কাহিনী স্মরণ কর। ভাসমান যুগছিদ্র হইতে উহা যুগ যুগান্তে একবার মস্তক উত্তোলন করে। মনুষ্য জন্মও এই রূপই দুর্লভ।

ফেণপিণ্ড রূপ, দুর্দ্দশাগ্রস্ত, অসার এই দেহ স্মরণ কর। অনিত্য স্কন্ধ সমূহের প্রতি দৃষ্টি-পাত কর। নিরয়ের নির্য্যাতন বিস্মৃত হইও না।

পুনঃপুনঃ বিভিন্ন জন্মে আমরা শ্মশানের পুষ্টি সাধন করিতেছি, ইহা স্মরণ কর। কুম্ভীরের ভীতি স্মরণ কর। চতুরঙ্গ আর্য্য সত্য স্মরণ কর।

অমৃত বিদ্যমানে পঞ্চতিক্তে প্রীতিলাভ করিবে? পঞ্চতিক্ত ভোগানন্দকে বিষে পরিণত করে। অমৃত বিদ্যমানে তুমি তৃষ্ণার জ্বরে প্রীতি-

লাভ করিবে ? ভোগাসক্তি জ্বালাময়, ক্ষোভ-ময়, সন্তাপময়।

শত্রুর পরিহার যখন সম্ভব, তখন শত্রু বহুল কামাসক্তিতে কি প্রয়োজন ? কামাসক্তি স্বতঃই রাজা, অগ্নি, চৌর, জল এবং অপ্রিয় জনের শত্রুতা আহ্বান করে।

মোক্ষ বিদ্যমানে বধ, বন্ধনাদি ভয়যুক্ত কামা-সক্তিতে কি প্রয়োজন ? কামে বধ ও বন্ধনের ভয় ; কামাসক্ত দুঃখক্লিষ্ট হয়।

যে জ্বলন্ত তৃণদণ্ডকে দূরে নিঃক্ষেপ না করিয়া ধারণ করিয়া থাকে, সে দগ্ধ হয়। সেইরূপ কামাসক্ত ও দগ্ধ হয়। ইহা আখ্যানোক্ত।

বিপুল সুখের বিনিময়ে বিন্দুমাত্র ভোগের আনন্দ গ্রহণ করিও না। পুথুলোমের[১] ন্যায় বড়িশ[২] গ্রাস করিয়া পশ্চাতে বিনষ্ট হইওনা।

ভোগতৃষ্ণাকে দমন কর ; নচেৎ ক্ষুধার্ত্ত চণ্ডাল-গণ কর্ত্তৃক বিনষ্ট শৃঙ্খলবদ্ধ কুক্কুরের ন্যায় তুমিও বিনষ্ট হইবে।

ভোগানুরক্ত হইয়া অশেষ দুঃখ ও মানসিক

১ এক জাতীয় মৎস্য।
২ মৎস্য ধরিবার বড়শি।

ক্লেশ পাইবে। ভোগাসক্তি পরিত্যাগ কর। উহা অনিশ্চিত।

অজরত্ব বিদ্যমানে জরাশীল কামরতিতে কি প্রয়োজন? সর্ব্বত্র সর্ব্বজন্ম ব্যাধি ও মৃত্যুতে অবসিত হয়।

এই অজর, অমর, এই অজরামর মার্গে শোক নাই, শত্রু নাই, বিঘ্ন নাই; উহা অটল, ভয়-হীন, সন্তাপহীন।

বহুজন এই অমৃতের আস্বাদন করিয়াছেন; অদ্যও ইহা লভনীয়। কিন্তু যিনি সর্ব্বান্তঃকরণে উহার অনুসরণ করিবেন, তিনিই উহা লাভ করিবেন। উহা উদ্যমহীনের প্রাপ্য নয়।

সংসারযুগমুক্ত সুমেধা এইরূপ কহিয়া কেশ দ্বারা ভূমি স্পর্শ পূর্ব্বক অনিকরত্তকে অনুনয় করিলেন।

অনিকরত্ত উত্থান করিয়া অঞ্জলিবদ্ধ হইয়া সুমেধার পিতাকে কহিলেন: 'মুক্তি ও সত্য দর্শনের জন্য সুমেধাকে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিতে অনুমতি করুন।'

সংসারের শোক ও ভয়ে ভীতা সুমেধা মাতা পিতার অনুমতি লাভ করিয়া প্রব্রজ্যা আশ্রয়

করিলেন। শিক্ষার্থিনী রূপেই ষড় অভিজ্ঞা লব্ধ হইয়া তিনি যথাসময়ে সর্ব্বোচ্চ সিদ্ধি লাভ করিলেন।

রাজকন্যার এই নির্ব্বাণ আশ্চর্য্য, অদ্ভুত! গত জীবনে তিনি তাঁহার পূর্ব্ব জন্মের বিবরণ কহিয়াছিলেন। উহা এইরূপ:

'যখন ভগবান কোণাগমন সঙ্ঘারাম নামক নূতন নিবাসে অবস্থান করিতেছিলেন, ঐ সময় আমি ও আমার দুইজন সখী[১] তাঁহাকে বিহার নির্ম্মাণ করিয়া দান করিয়াছিলাম।

আমরা শত সহস্র বৎসর দেবলোকে বাস করিয়াছিলাম—মনুষ্য লোকের কথা দূরে থাক।

দেবলোকে আমাদের পরাক্রম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, মনুষ্যলোক ত তুচ্ছ। আমি সপ্তরত্নের অন্যতম রত্ন রূপে রাজমহিষী হইয়াছিলাম। বুদ্ধশাসনে আত্মসমর্পণই উহার হেতু, উহার উৎস, উহার মূল। ঐ আত্মসমর্পণই প্রথম সংযোজন। উহাতেই ধর্ম্মানুরাগীর নির্ব্বাণ।

[১] এই দুইজন ক্ষেমা ও ধনঞ্জানী।

এইরূপ যিনি. সেই অপরিমিত প্রজ্ঞার অধিকারীর বচনে শ্রদ্ধাবান হইবেন, তিনি জীবনের তৃষ্ণায় বীতরাগ হইয়া সর্ব্বপ্রকার আসক্তি বর্জ্জিত হইবেন।

সমাপ্ত

সুজাতা দেবী অনূদিত ওমর খৈয়াম সম্বন্ধে কয়েকটী বিশিষ্ট অভিমত।

"A new Bengali rendering of the well-known Rubaiyat is not a thing that takes the reader by surprise ; even if it is, at most it is a delightful surprise. The argument has ceased to be novel, as any well-read young man or woman may be safely credited with having read the book in its English or Bengali version, but the presentation must differ with each translation and the medium of presentation may also vary. Sujata Devi's approach has not been vitiated by any already existing version ; comparisons are odious, but though admittedly she was a mere beginner, unhappily cut off before her prime, she preferred her own ways of expression to adopting others' ways, however distinguished. This is high praise ; moreover, if the verses lack polish here and there, they do not lack vigour, and the beautiful volume may be expected to be a welcome addition to Omar Khayyam literature in Bengali.

"Her early death (before she was twenty and a graduate) invests her book with a tragic gloom. She could not live long enough to see it published. Her life is another instance of the proverbial expression "whom the gods love" etc.

"The artistic set-offs have been delightfully executed."—*The Calcutta Review.*

"* * * There is in it a real album of "Rubaiyat-i-Omar Khaiyam". Although the pieces are Bengali renderings of Fitzgerald's English version, they are alive and moving. The greatest value of the book is in beauty and life."—*Amrita Bazar Patrika.*

* * * * *

"The message of Omar Khayyam, the poet, philosopher and astronomer of Persia, is known more or less to all the educated people. The present book is another rendering in Bengali of that immortal's philosophy. All the poems are very flowing and the language is such that the inner meaning is revealed at once. A perusal of the book will show that the authoress had no mean intellect."—*Advance, Calcutta.*

* * * * *

"ওমর খৈয়ামের অতি প্রসিদ্ধ রু[illegible]ায়ৎ-এর এই অনুবাদ ভাষার মাধুরীতে আর ছন্দের মনোহর গতিতে আমাদের পদ্য সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিয়াছে। [illegible] কাহিনী অতি করুণ—অতি মর্ম্মস্পর্শী যে লেখিকা সুজাতা দেবী অতি তরুণ বয়সে তাঁহার এই মনোহর রচনা শেষ করিয়া ভূমিকার শেষ ছত্র অসমাপ্ত রাখিয়া তাঁহার জীবনলীলা শেষ করিয়াছেন। বলিতে পারি, তিনি যেন কাব্যরূপে একগাছি সুরভি মালা গাঁথিয়া মৃত্যুর দুয়ারে দাঁড়াইয়া দুয়ারের তোরণে মালাগাছি ঝুলাইয়া অমরলোকে চলিয়া গিয়াছেন।"

—শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার, কলিকাতা।

* * * * *

"* * * [illegible]র্ত্তমান গ্র[illegible] লেখিকা তরুণ বয়সেই মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন; তাঁহার রচনা [illegible]ধ্যে যে শক্তির পরিচয় পাইলাম, তাহাতে

মনে হয় তাঁহার ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল ছিল। আলোচ্য পুস্তকখানিতে ওমর খৈয়ামের জনপ্রিয় রোবায়েৎগুলির স্বচ্ছ অনুবাদ দেওয়া হইয়াছে। ছন্দের মধ্যে যে লঘু নৃত্যভঙ্গী আছে, তাহাতে কবিতাগুলি একটানা পড়িয়া যাওয়া যায়। মাঝে মাঝে লেখিকার কাব্যরচনাশক্তি বেশ স্বাভাবিক পথ ধরিয়া প্রকাশিত হইয়াছে। * * *"

—আনন্দবাজার পত্রিকা।

* * * *

"* * * স্বর্গীয়া সুজাতা দেবী সেই রুবাইৎগুলির অনুবাদ ক'রে বাংলা সাহিত্যের সম্পদ বৃদ্ধি করেছেন। গ্রন্থকর্ত্রী রুবাইৎগুলিকে এমন সুন্দরভাবে সাজিয়েছেন তাঁর নিজের কল্পনা দিয়ে যে, মানুষের জীবনের প্রতি স্তরের রূপটাকে অতিমাত্রায় স্পষ্ট ক'রে দেয়। স্বর্গগতা লেখিকা যে ছন্দে ওমরের দর্শনকে রূপ দিতে চেষ্টা করেছেন, তার গতি এত সহজ, সরল ও অনাড়ম্বর যে শিশুদেরও পড়তে তা বাধে না। সত্যকার কবিপ্রতিভা নিয়ে যে এই লেখিকা জন্মেছিলেন, তাঁর অনূদিত এই পুস্তকটির প্রতি লাইনে তার আভাস পাওয়া যায়। ওমরের গভীর তত্ত্ব তাঁর অনুবাদে গতি লাভ করে মূর্ত্ত হয়ে উঠেছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ দুচারটী লাইন উদ্ধৃত করে দেবার লোভ সম্বরণ করতে পারলাম না। * * *"

বাতায়ন।

* * * *

"* * * লেখিকার এই শুভ প্রচেষ্টার অন্তরালে ছিলো কাব্য গ্রন্থখানি সহজবোধ্য করা—রূপকের প্রকৃত রূপে রূপান্তরিত করার আন্তরিক চেষ্টা। আমার মনে হয় লেখিকা সে প্রচেষ্টায় সাফল্য লাভ করেছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে